সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য

دعوة إلى الله দাওয়াহ ইলাল্লাহ

DAWAHILALLAH 1441 H. || 2020 || ISSUE - 5

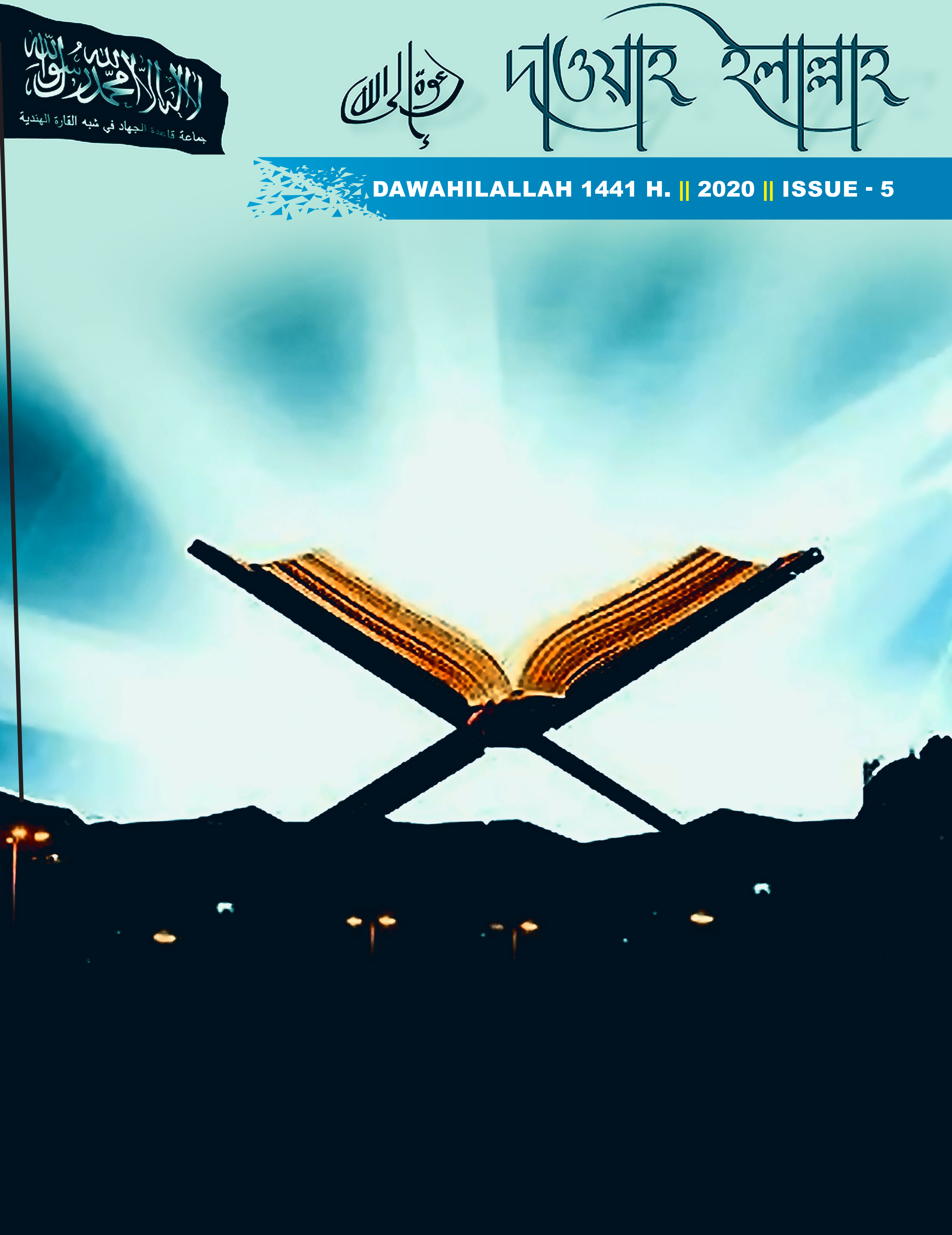
لا إله إلا الله محمد رسول الله
جماعة قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية

সূচিপত্র

অন্যান্য
হে আল্লাহর সৈন্যদল _ একটি নাশিদ ০৩

আল কোরআন
আপনি কি আল্লাহ তা'আলার সাথে ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ? ০৪

আল কোরআন
আপনি কি আল্লাহ তা'আলার সাথে ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ? ০৪

আল জিহাদ ১
যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার আশা রাখে। ০৬

আল জিহাদ ২
মুখোশের আড়ালে হাসিনা সরকারের বীভৎস চেহারা ০৮

আল হাদীস
সহিহ হাদিসের আলোকে তাগূতের সংজ্ঞা ও পরিচয় ১১

জীবনী ১
বিভিন্ন ভাষা ও লিপিতে শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম রহিমাহুল্লাহ ১৫

তথ্য প্রযুক্তি
শত্রুকে হত্যা করার জন্য চোখের যত্ন নিন। Save your Eyes from Blue Lights. ১৯

তাযকিয়াতুন নফস ১
ভাইয়ের দুঃখে দিল কাঁদে না- আমি কেমন ঈমানদার ২০

তাযকিয়াতুন নাফস ২
উম্মাহর সামগ্রিক বিপর্যয়ে আমার গুনাহের দায় নেই তো ?! ২৫

শরীয়তের আহকাম ১
ফরজে কেফায়া মানেও সকলের উপর ফরজ ২৬

শরীয়তের আহকাম
ইসলামে দাস প্রথা - পর্ব-১, পর্ব-২, পর্ব-৩, পর্ব-৪ ২৯-৪০

ফতোয়া ১
জানতে চাই- পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদের বিধান ৪১

ফতোয়া ২
তারা ও কি শহিদ,,,??? যারা আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র কে ফলো করে শাপলা চত্বরে একত্রিত হয়ে মারা গিয়েছে,,,,,,??? ৪৪

মানহায ১
হে মুজাহিদ ভাই, আসুন কাফেরদের এবং তাদের বন্ধুদের অর্থনীতি দুর্বল করি। ৪৫

মানহায ২
ইমারাতের বিজয়ে উপমহাদেশীয় ভাবনা ৪৫

মানহায ৩
মুজাহিদ শুধু দাবী করার নাম নয়। ৪৬

মানহায ৪
আসুন! মোদী ঠেকাও আন্দোলনকে জনসচেতনতা তৈরির উপায় হিসেবে গ্রহণ করি ৪৮

মানহায ৫
মূর্তিসংহারক হতে প্রতিমাপ্রহরী; আমাদের বিভ্রান্তির শেষ কোথায়? ৫০

হে আল্লাহর সৈন্যদল - একটি নাশিদ

— abu mosa
Senior Member

হে আল্লাহর সৈন্যদল
আমরা আমাদের বিশ্বাস থেকে কখনো
(সামান্য সময়ের জন্যও) বিচ্যুত হবোনা
আমাদের চলার পথ কোরানের আলোয় আলোকিত
আমরা আমাদের বিশ্বাস থেকে কখনো
(সামান্য সময়ের জন্যও) বিচ্যুত হবোনা
আমাদের চলার পথ কোরানের আলোয় আলোকিত

'হে আল্লাহর সৈন্যদল
আমরা সত্য পথের উপর দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছি,
হে আল্লাহর সৈন্যদল
'হে পবিত্র নগরীর সিংহশাবকেরা, তোমরা
আমাদের প্রতিশ্রুতি দাও যে..................
"আমরা সম্মুখে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাব,
আমরা কখনই হার মানবো না।
যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে,

হে আল্লাহর সৈন্যদল,
আমরা(শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হব)
তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে।

হে আল্লাহর সৈন্যদল
আমরা আমাদের বিশ্বাস থেকে কখনো
(সামান্য সময়ের জন্যও)বিচ্যুত হবোনা
আমাদের চলার পথে কোরানের আলোয়
আলোকিত
হে আল্লাহর সৈন্যদল, আমরা সত্য পথের
উপর দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছি,

হে আল্লাহর সৈন্যদল
এবং নিঃসন্দেহে আকসা একদিন আমাদের কাছে
ফিরে আসবে....
আর এই প্রত্যাবর্তন চিরদিনের জন্য আমাদের হবে।
আমরা মহিমান্বিত রবের জান্নাতের দিকে, যেখানে
শহীদগণ অবস্থান করবে
আমরা তাঁর সেই পথ থেকে কখনই বিচ্যুত হবোনা।

হে আল্লাহর সৈন্যদল
আমরা আমাদের বিশ্বাস থেকে কখনো
(সামান্য সময়ের জন্যও) বিচ্যুত হবোনা
আমাদের চলার পথ কোরানের আলোয় আলোকিত
হে আল্লাহর সৈন্যদল আমরা সত্য পথের
উপর দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছি,
হে আল্লাহর সৈন্যদল
আমরা এগিয়ে যাব এমনভাবে, যেভাবে (যোদ্ধাগণ
আমাদের শত্রুকে) নিঃশেষ করে দেয়,
(আর)মহান প্রভুর কোরআন হল আমাদের এগিয়ে
চলার শক্তি
এবং এটি আমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এক নতুন
বার্তা নিয়ে
(যে কিয়ামতের) ঐ দিবস হবে শহীদগণের জন্য মহা
সাফল্যের দিন।
হে আল্লাহর সৈন্যদল
আমরা আমাদের বিশ্বাস থেকে কখনো
সামান্য সময়ের জন্যও বিচ্যুত হবোনা,
আমাদের চলার পথ কোরানের আলোয়
আলোকিত
হে আল্লাহর সৈন্যদল আমরা সত্য পথের
উপর দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছি
হে আল্লাহর সৈন্যদল।

“হয়তো শরিয়াহ, নয়তো শাহাদাহ”

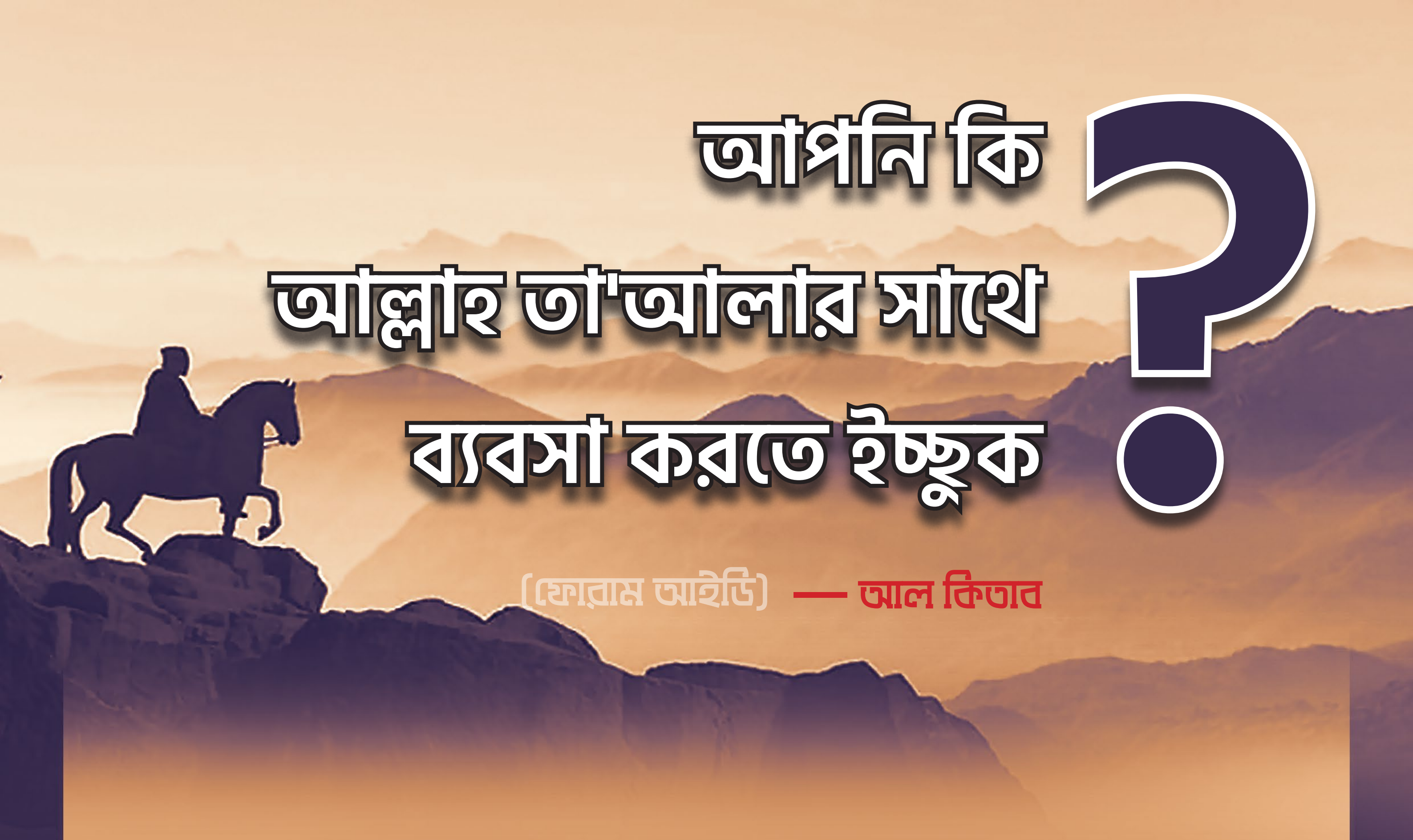

আপনি কি আল্লাহ তা'আলার সাথে ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ?

(ফোরাম আইডি) — আল কিতাব

আপনি কি ব্যবসা করতে ইচ্ছুক?

তাহলে আজই এর জন্য প্রস্তুতি নিন।

আল্লাহ তা’আলা বলেন

يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم

(الصف/٠١)

হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে?

আল্লাহ তা’আলার বাণী

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (الصف/١١)

(তাহলে তোমাদের তিনটি কাজ করতে হবে)

অর্থ ঃ উহা এই যে,

(১) তোমরা আল্লাহ
(২) ও তার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে
(৩) এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।

ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!

প্রশ্ন ঃ উক্ত ব্যবসায় কোনো জিনিস বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ ! উক্ত ব্যবসায় ৮টি জিনিস বাধা সৃষ্টি করতে পারে ।

তাহলে শুনুন!

আল্লাহ তা’আলার বাণী

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(التوبة/٤٢)

“বলুন (হে নবী!)
(১) তোমাদের পিতা,
(২) তোমাদের সন্তান,
(৩) তোমাদের ভাই,
(৪) তোমাদের স্ত্রী,
(৫) তোমাদের গোত্র,
(৬) তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ,
(৭) আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ
(৮) এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ- যদি (এগুলো অর্থাৎ এ আটটি জিনিষ) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় (নিম্ন বর্ণিত তিনটি জিনিস হতে)

(১) আল্লাহ,
(২) তাঁর রাসূল
(৩) ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তা'আলার (আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"

- তাওবা ২৪ -

হে বন্ধু! তোমাকে কি একটি কথা বলব? যদি আল্লাহ তা'আলা (স্বয়ং) নিজেই ক্রেতা হন,

তাহলে আপনি আপনার জানও মালের মাধ্যমে জান্নাত ক্রয় করবেন কি?

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

(التوبة/١١١)

নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শেষ্ঠ কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং উহাই তো মহাসাফল্য।

নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে ও নিহত হয়।

উক্ত আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে,

১) আল্লাহ তা'আলা ক্রেতা।
২) মুমিন বান্দা বিক্রেতা ।
৩) পণ্য হল জান ও মাল।
৪) মূল্য হল জান্নাত।
৫) স্থান হল যুদ্ধের ময়দান।

যদি স্থানের সন্ধান চান ?

তাহলে কাঙ্ক্ষিত সাহাবি আবু হুরাইরা রাঃ এর হাদিসটি শুনে নিন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ.

অর্থ : হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি সে জিহাদ পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জান-মাল সব কিছু তাতে ব্যয় করব। এতে যদি আমি শাহাদত বরণ করি তাহলে আমি হব সর্বশ্রেষ্ঠ শহিদ। আর যদি গাজি হয়ে ফিরে আসি তাহলে আমি হব (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা।

সূত্র :

১. সুনানুন নাসায়ি : ৬/৪২, হা. নং ৩১৭৪, প্র. মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব-
২. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৯/২৯৭, হা. নং ১৮৫৯৯, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত-
৩. মুসনাদু আহমাদ : ১২/২৮-২৯, হা. নং ৭১২৮, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরুত-
৪. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৩/৫৮৮, হা. নং ১৭৭৫/৬১৭৭, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত-
৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৩১৬, প্র. আস-সাআদা, মিসর-
৬. আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪০৯, হা. নং ১২৩৭, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো-

اللهم ازقنا شهادة كاملة في سبيلك
واجعل قبرنا فى بلد رسلك

যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার আশা রাখে।

— md**asad**

যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার আশা রাখে, সে যেন তার প্রস্তুতি নেয়, কারণ) আল্লাহর (স্থিরীকৃত) মৃত্যু অবশ্যই আসবে। এই নির্ধারিত সময় তো আসবেই। যেকোন অবস্থাতেই তা আসবে। তাই যদি আমাদের রব এটাকে দাওয়াতের ময়দানেই কবুল করতে চান তবে আপত্তি কিসে? আগ- পিছ ভাবা কিসে? জানের সওদা করে ফেলার পর তাকে সোপর্দ করে দিতে গড়িমসি কিসে? তোমার সাথীরা যুদ্ধের ময়দানে মাথা হাতের তালুতে রেখে হকের পথে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই তুমি এখন দাওয়াতের ময়দানে মাথায় কাফন বেঁধে নাও। শাহাদাতের লায়লাকে সেখানেই খুঁজতে থাকো। একত্র তো ইনশাল্লাহ এক জায়গায়ই হতে হবে। যারা মহান উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, তাদেরকে তো উদ্দেশ্যর জন্য বিভিন্ন কুরবানী দিতেই হয়। বিপ্লবের আওয়াজ উত্তোলনকারী দলের গলায় তো হার পরিধান করানো হয় না, বরং এই পাগলদের জন্য তো ফাঁসির রশি এবং হত্যার নতুন নতুন রূপ আবিষ্কার করা হয়। তপ্ত মরুকে খেজুর বাগান বানানোর আশায় যদি কিছু কাটা বিধে যায়, তবে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। যদি আমাদের রক্তও সাঁতরে উম্মতের কিশতী গন্তব্য পানে পৌঁছে যায়, তবে আমরা ব্যর্থ নই । যদি বহুজাতিক জোটের ভূ-সীমানায় বিভক্ত কালিমার গ্রন্থিতে একীভূত করার জন্য আমাদের নিজেদের লাশের পুল বানাতে হয়, তাহলে কদমে কদমে স্খলন সৃষ্টি না হওয়া চাই। যদি বরফে কম্পমান উম্মতকে উষ্ণতা দেওয়ার জন্য আমাদের দেহকে জ্বালাতে হয়, তবে এটা আমাদের স্থায়ী প্রশান্তির কারণ হবে। এ সবকিছু অনর্থক যাবে না ইনশাআল্লাহ। তারপরে এই কুরবানীসমূহের বিনিময়ে এমন একটি সময় আসবে, যখন সত্য বিজয়ী হবে, বাতিল শেষ হয়ে যাবে। তারপর লোকজন দলে দলে ঐ দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে নিবে। যার জন্য এই জামাত উঠেছিল। এবং রক্ত সাগর পাড়ি দিয়েছিল। আপনি একটু চিন্তা করুন, মুহাম্মদ সা. -এর আনীত জীবন ব্যবস্থা না থাকার কারণে শুধু মানুষই নয়, বরং পুরো মানবতা আজ কেমন দুঃসহ জীবনযাপন করছে? আল্লাহ স্বীয় দ্বীনের মর্যাদা উঁচু করার জন্য আপনাদেরকে নির্বাচন করেছেন, তার সাহায্যের জন্য আপনাদেরকে মনোনীত করেছেন। যদি তার পথে জান কুরবান করতে হয়, সম্পদ বিসর্জন দিতে হয়। আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হয় যখন আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের বড় প্রয়োজন। যখন আজ শরীয়তের দুশমনেরা দুনিয়াতে আন্তর্জাতিক আইন, তথা আন্তর্জাতিক ইবলিসি শাসনব্যবস্থাই চালু রাখতে চায়, ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিহত করার জন্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তখন যদি কেউ মুহাম্মদ সা-এর দ্বীনকে সাহায্য করে, তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, তার পথে আগত প্রতিকূল অবস্থা সমূহের মোকাবিলা করে। এবং সত্যের পথে অবিচল থাকে, তাহলে এরকম লোকদের জন্য আল্লাহ বড় মর্যাদা রেখেছেন। এরকম সময়

তপ্ত মরুকে খেজুর বাগান বানানোর আশায় যদি কিছু কাটা বিধে যায়, তবে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। যদি আমাদের রক্তও সাঁতরে উম্মতের কিশতী গন্তব্য পানে পৌঁছে যায়, তবে আমরা ব্যর্থ নই । যদি বহুজাতিক জোটের ভূ-সীমানায় বিভক্ত কালিমার গ্রন্থিতে একীভূত করার জন্য আমাদের নিজেদের লাশের পুল বানাতে হয়, তাহলে কদমে কদমে স্খলন সৃষ্টি না হওয়া চাই।

উপবিষ্ট লোকেরা আর আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদেরকে সাহায্যকারীগণ সমান হতে পারে না। এরকম সময়ে আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য অর্থব্যয়কারীগণ আর সম্পদ সঞ্চয়কারীগণ সমান হতে পারে না।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা সূরা হাদীদ ১০ নং আয়াতে বলেছেন-

তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছো না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহরই?

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর শরীয়তের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ! তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করছ না, আসমান এবং যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই। এ সবকিছুই তার। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। যে বিজয়ের পূর্বে খরচ করেছে এবং জিহাদ করেছে. তার সমান ঐ লোকেরা হতে পারে না, যারা বিজয়ের পরে খরচ করেছে এবং জিহাদ করেছে। এই সকল লোকেরা ঐ সমস্ত লোকদের তুলনায় মর্যাদায় ঊর্ধ্বে যারা পরবর্তীতে সম্পদ খরচ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। বরং মর্যাদা বিবেচনায় এসব লোকেরা উত্তম ঐ সমস্ত লোকদের তুলনায় যারা বিজয়ের পরে খরচ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে কারণ বিজয়ের পূর্বে বিপদ-আপদ এই সময় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা বাহ্যিক পরিস্থিতির বিপরীত মনে হয়। দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা কুফুরের শক্তি দেখে এই কুমন্ত্রণার শিকার হয় যে তাদের মোকাবিলায় মুসলমানগণ কিভাবে বিজয়ী হবে! সুতরাং এই সময় আল্লাহর ও আল্লাহর রাসূলের প্রতিশ্রুতি সমূহের উপর ঈমান রেখে যারা নিজেদের মাল এই রাস্তায় খরচ করে, নিজেদের জান এই রাস্তায় উৎসর্গ করে মর্যাদার হিসাবে তারাই উত্তম। সবসময় যারা মুজাহিদদেরকে সাহায্য করবে, যারা সময় দিবে, যারা এই সময় নিজের সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান হওয়ার জন্য পেশ করবে, যখন মুজাহিদদের সাহায্যকারীদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, যারা জিহাদকে ভালোবাসে তাদেরকে ঘরের মধ্যে গুপ্ত হত্যা করা হচ্ছে, ঘর থেকে উঠিয়ে শহীদ করে রাস্তায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে, এই সময় আল্লাহ নিজের দ্বীনের সাহায্যকারীদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। হে উম্মতে মোহাম্মদীর সন্তানগণ! চোখ খোল এবং ক্ষীণ অনুভূতি থেকে বেরিয়ে এসো, মিডিয়ার মিষ্টি কথার প্রতি কর্ণপাত করোনা! পরাজয়, পরাজয়ই হয়।

শরীয়তের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ! তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করছ না, আসমান এবং যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই। এ সবকিছুই তার। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। যে বিজয়ের পূর্বে খরচ করেছে এবং জিহাদ করেছে. তার সমান ঐ লোকেরা হতে পারে না, যারা বিজয়ের পরে খরচ করেছে এবং জিহাদ করেছে। এই সকল লোকেরা ঐ সমস্ত লোকদের তুলনায় মর্যাদায় ঊর্ধ্বে যারা পরবর্তীতে সম্পদ খরচ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে।

মুখোশের আড়ালে হাসিনা সরকারের বীভৎস চেহারা

— salahuddin **aiubi**

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের তাগুত সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে সাংবাদিকরা দিল্লীর গণহত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়: আজ দিল্লীতে যা ঘটছে, সেটা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, এ নিয়ে আমরা কেন অযথা নাক গলাতে যাবো??

মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন গণহত্যা চালানোর সময়ই ভারতের মুসলিম হত্যার কসাইকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এই মন্ত্রী বলে:

ভারতকে আমন্ত্রণ জানানোর মূল কারণ-তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় সহযোগিতা করেছে। আমাদের শরণার্থীদের সাহায্য করেছে। ভারতই আমাদের অস্ত্র ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। সর্বোপরি মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডে মুক্তিযুদ্ধের শেষ অংশে আমরা বিজয় ছিনিয়ে এনে ছিলাম। এখানে আমাদের রক্তের সঙ্গে ভারতের রক্ত মিশে আছে। কাজেই ভারতকে এই মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানো তো অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। পাশাপাশি অসম্পূর্ণ একটা বিষয় হিসেবে থেকে যায়।

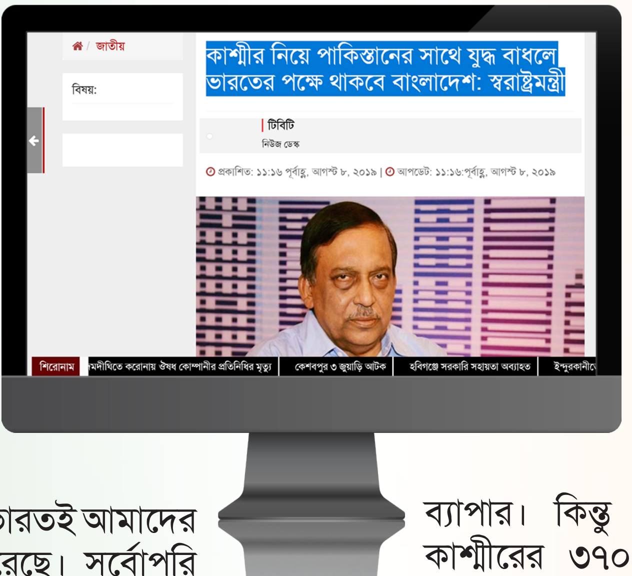

কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ বাধলে ভারতের পক্ষে থাকবে বাংলাদেশ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

টিবিটি
নিউজ ডেস্ক

প্রকাশিত: ১১:১৬ পূর্বাহ্ণ, আগস্ট ৮, ২০১৯ | আপডেট: ১১:১৬:পূর্বাহ্ণ, আগস্ট ৮, ২০১৯

শিরোনাম মদীঘিতে করোনায় ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধির মৃত্যু | কেশবপুর ৩ জুয়াড়ি আটক | হবিগঞ্জে সরকারি সহায়তা অব্যাহত | ইন্দুরকানীতে

হে আমাদের মুসলিম ভাই!

আর কখন আপনাদের সম্বিত ফিরবে? কখন বুঝবেন যে, এই হাসিনা সরকার মুসলিমদের শত্রু ও হিন্দুত্ববাদীদের দালাল?

মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন গণহত্যার সময় মুসলিমদের প্রতি সামান্যও সহমর্মিতা প্রকাশ করল না। অপরদিকে গণহত্যার নায়ক ও মুসলিম হত্যার কসাই নরেন্দ্র মোদীকে আওয়ামীলীগের অনুষ্ঠানে এনে সম্মানিত করবে!!!

এটা স্পষ্টভাবেই হিন্দুত্ববাদের দালালির বার্তা দেয়।

আজ মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের কথা উঠলে বলে, এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু যে সময় হিন্দুত্ববাদী ভারত কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করে সেখানে অবরোধ আরোপ করে এবং সেখানে মারাত্মক মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত করার ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন এই ইসলাম বিদ্বেষী সরকার এটা বলেনি যে, এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বরং তখন এই তাগুত সরকার নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে: কাশ্মীর ইস্যুতে যুদ্ধ বাধলে বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে থাকবে। যা আওয়ামীলীগের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেছে এবং প্রায় সকল পত্রিকা প্রকাশ করেছে।

শুধু তাই নয়, সে সময় বাংলাদেশের তাওহিদী জনতা কাশ্মীরের মুসলমানদের পক্ষে এবং বর্বর ভারতের বিরুদ্ধে মিছিল সমাবেশ করা শুরু করলে এই হিন্দুত্ববাদী সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যেকোন মিছিল করা নিষিদ্ধ করে দেয়। ডিএমপির প্রধান কমিশনার কুখ্যাত সন্ত্রাসী বেনজীর আহমেদ হুমকি দেয়: ভারতের বিরুদ্ধে যেকোন মিছিল সমাবেশ করলে তা কঠিনভাবে দমন করা হবে।

> ডিএমপির প্রধান কমিশনার কুখ্যাত সন্ত্রাসী বেনজীর আহমেদ হুমকি দেয়: **ভারতের বিরুদ্ধে যেকোন মিছিল সমাবেশ করলে তা কঠিনভাবে দমন করা হবে।**

হে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা!

একটু চিন্তা করে দেখুন, যেখানে আজ সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট এটা স্পষ্ট যে, মোদীর নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী ভারত চাচ্ছে, কাশ্মীর ও ভারত থেকে মুসলিমদেরকে নি:শেষ করে দিয়ে সেখানে অখণ্ড রামরাজত্ব কায়েম করতে, সেখানে এই মালউন হিন্দুত্বাবাদী হাসিনা সরকার সেই যুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী ভারতের পক্ষে থাকার স্পষ্ট ঘোষণা দিলে তা কী ইঙ্গিত বহন করে??

দিল্লীর চলমান গণহত্যায় মুসলিমদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি প্রকাশ না করে ঠিক সে সময় সেই মুসলিম হত্যার কসাইকে বাংলাদেশ এনে সম্মানিত করা কিসের ইঙ্গিত বহন করে??

> দিল্লীর চলমান গণহত্যায় মুসলিমদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি প্রকাশ না করে ঠিক সে সময় সেই মুসলিম হত্যার কসাইকে বাংলাদেশ এনে সম্মানিত করা কিসের ইঙ্গিত বহন করে??

যে সময় সীমান্তে একের পর এক ভারতের বিএসএফের হাতে বাংলাদেশী মুসলিমদেরকে বিনা বিচারে প্রাণ দিতে হচ্ছে, সে সময় ভারতের সরকার নামধারী মূর্খ সন্ত্রাসীকে বাংলাদেশে এনে বন্ধুত্বের উপহার দেয়া কিসের প্রমাণ বহন করে???

হে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা!

আরো একটু চিন্তা করুন, যারা কাশ্মীর গণহত্যায় হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষে থাকে, তারা দিল্লী গণহত্যায় কাদের পক্ষে??

যারা ভোলায় রাসূলকে অবমাননাকারী হিন্দুকে রক্ষা করার জন্য নিজেরা মিথ্যা নাটক বানিয়ে দেয় আর প্রতিবাদকারী মুসলিম জনতাকে হত্যা ও নির্যাতন করে, তারা দিল্লীর গণহত্যায় কাদের পক্ষে??

যারা বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিটি অপরাধে হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করেছে, তারা দিল্লী গণহত্যায় কাদের পক্ষে???

হে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা!

আপনাদের নিকট যতই আশ্চর্যজনক মনে হয়, যতই অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারলেই আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

এ সকল ঘটনাগুলোর মাধ্যমে মুখোশের আড়ালে হাসিনা সরকারের বীভৎস চেহারা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই হাসিনা সরকার ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষী, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। **ওরা আসলে অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ওরা অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে চরম মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক এবং কট্টর হিন্দুত্ববাদী।** ওদের রক্তের সাথে হিন্দুত্ববাদের রক্ত মিশে আছে, যেমনটা মুনাফিক ওবায়দুল কাদের নিজেই বলেছে।

তাই ওরা বাংলাদেশে একটির পর একটি আইন করে বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে চলে আসা ইসলামী রীতি-নীতি, সভ্যতা ও লজ্জা-শরম সব উঠিয়ে দিতে চায়। আর **পহেলা বৈশাখ সহ নানা হিন্দুয়ানী উৎসবকে উৎসব সবার বলে প্রচার করে।**

হে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা! আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন!

ওরা একদিকে ৯০% মুসলিম জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদের বিদ্যুৎ বিল একটুও মাফ করে না, অপরদিকে ১০% হিন্দুদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মন্দিরের পূজা উপলক্ষে ফ্রি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

একদিকে রাস্তা সংস্কার ও পার্কের সৌন্দর্য বর্ধনের নামে ও সরকারী জায়গা বলে অসংখ্য মসজিদকে শহীদ করে দেয়, অপর দিকে মন্দিরের জন্য রাস্তা ঘুরিয়ে নেয়, মন্দিরের জমির জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়।

একদিকে ৯০% মুসলিমের দেশে একুশে বইমেলায় ইসলামী বই স্টল উঠা নিষিদ্ধ করেছে, অপরদিকে কট্টর হিন্দুত্ববাদী ইসকনের ইসলাম বিদ্বেষী বই স্টলের অনুমোদন দিয়েছে।

ওরা বাংলাদেশের মুসলিম জনগণেরও চরম শত্রু।

তাই ভারত পেয়াজ রফতানি বন্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণকে ৩০০ টাকা কেজি পেয়াজ খেতে বাধ্য করলেও সেই হিন্দুত্বাবাদী ভারতীয় সরকারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করে।

বাংলাদেশী মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করলেও একই সময়ে ভারতীয় হিন্দু জেলেদের জন্য অবাধে পদ্মার মাছ শিকার করার অঘোষিত সুযোগ করে দেয়।

একদিকে প্রতিদিন সীমান্তে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফের হাতে বাংলাদেশী মুসলিমের প্রাণ ঝরছে, অপরদিকে সে সময়ই হিন্দুত্ববাদী সরকারকে নিজ দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করছে।

ওরা আসলে অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ওরা অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে চরম মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক এবং কট্টর হিন্দুত্ববাদী। ওদের রক্তের সাথে হিন্দুত্ববাদের রক্ত মিশে আছে

একদিক হিন্দুত্ববাদী ভারত বর্ষাকালে বাধ ছেড়ে দিয়ে ও শীতকালে আটকে দিয়ে বাংলাদেশী মুসলিম জনগণের কৃষিজ উৎপাদন শেষ করে দিচ্ছে, অপরদিকে এই হিন্দুত্ববাদী হাসিনা সরকার ওদেরকে বাংলাদেশর ফেনী নদীর পানি দিয়ে দিচ্ছে।

আর এগুলোতে হিন্দুরা কিছুটা আক্রান্ত হলেও তাদেরকে সর্বত্র চাকরি সুবিধা ও আরো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে পুষিয়ে দিচ্ছে।

অতএব, **হে আমাদের ভারত ও বাংলাদেশের ইসলামের যুবকগণ!! আপনারা আর কতকাল ধোঁকায় পড়ে থাকবেন???** আর কতকাল চরম সাম্প্রদায়িকদের মুখে অসাম্প্রদায়িকতার মুনাফেকী বুলি শুনতে থাকবেন? এবার আপনারাও জেগে উঠুন!

আপনারা কি আপনাদের মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষা করবেন না??

আপনারা কি আপনাদের নবীর সম্মান রক্ষা করবেন না??? তাহলে আর কার অপেক্ষায় বসে আছেন?? মনে রাখবেন, আপনার আমার মত একনিষ্ঠ মুসলিমগণ ব্যতীত কেউ এতে এগিয়ে আসবে না। কোন মুনাফিক শাসক দ্বারাই বাস্তব কোন কাজ হবে না।

তাই আপনারা জেগে উঠুন!! জেগে উঠুন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মত। জেগে উঠুন তালেবানদের ন্যায় অস্ত্র হাতে। ঝাঁপিয়ে পড়ুন জিহাদের ময়দানে... বিজয় আপনারই পদচুম্বন করবে বিইযনিল্লাহ।

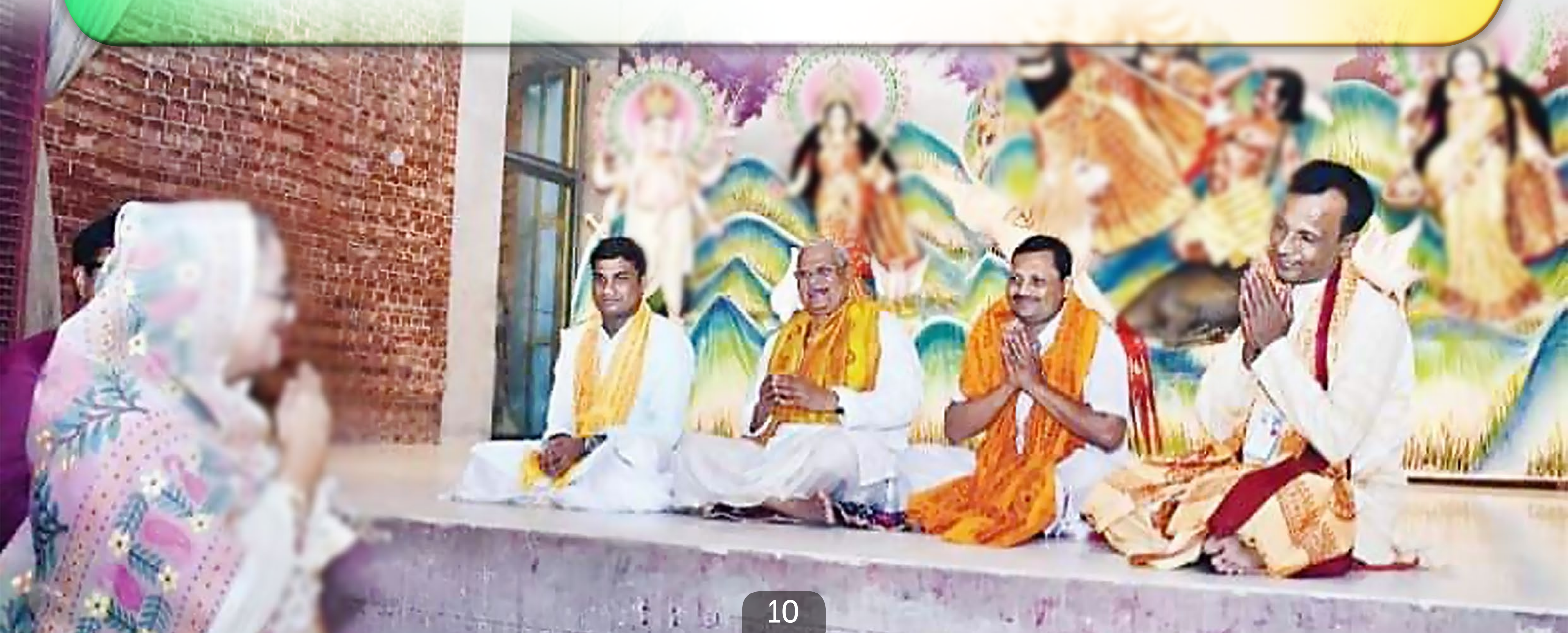

সহিহ হাদিসের আলোকে তাগূতের সংজ্ঞা ও পরিচয়

— আদনানমারুফ

কুরআন শরিফে তাগূত শব্দটি বারবার এসেছে, তাগূতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে ইমানের শর্ত বলা হয়েছে, তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনা করাকে কুফর ও নিফাক বলা হয়েছে। যারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে তাদের ইমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাগূতের পথে যুদ্ধরত ব্যক্তিদের কাফের বলা হয়েছে। সুতরাং তাগূত শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুমিনের নিকট অপরিসীম গুরুত্বের দাবী রাখে।

যে সকল শাসক আল্লাহ তায়ালার আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে তারাও তাগূত। কেননা আইন দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার।

মূলত তাগূত একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ, এ শব্দের ধাতুমূল হলো طغيان বা সীমালঙ্ঘন করা। সুতরাং তাগূত শব্দের অর্থ হলো, প্রত্যেক এমন জিনিস যা মাখলুক বা বান্দা হওয়ার সীমা অতিক্রম করে রবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যদের খোদা সেজে বসেছে, ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد
حده من معبود أو متبوع أو مطاع

إعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٤٠ دار الكتب)
العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ)

“তাগূত প্রত্যেক এমন জিনিস যার মাধ্যমে বান্দা নিজের সীমালঙ্ঘন করেছে, চাই তা উপাস্য হোক কিংবা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।”

-ই□লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, ১/৪০

সুতরাং যে মূর্তিগুলোর পূজা করা হয় সেগুলো তাগূত। কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য। কোন সৃষ্টজীবের ইবাদত করা হলে তাকে আল্লাহর সমতুল্য গণ্য করা হয়। একাধিক হাদিসে মূর্তিকে তাগূত বলা হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, সহিহ বুখারী, ১৬৪৩; ৭১১৬ সহিহ মুসলিম, ১২৭৭; ১৬৪৮ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯৮৫২

ঠিক তেমনি যে সকল শাসক আল্লাহ তায়ালার আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে তারাও তাগূত। কেননা আইন দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ

“বিধান প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। তিনিই এ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তার

ভিন্ন অন্য কারোও ইবাদত করো না। এটাই সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।”

-সূরা ইউসুফ, ৪০

{وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا }

“তিনি হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করেন না।”

-সূরা কাহাফ-২৬

সুতরাং যারা নিজেদের মনগড়া আইন দ্বারা জনগণকে শাসন করে তারা এর মাধ্যমে নিজেদেরকে রবের আসনে অধিষ্ঠিত করতে চায়, বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক হতে চায়, তাই তারাও তাগূত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, বর্তমানে যারা মানবরচিত বিধান দ্বারা দেশ শাসন করছে তারা শুধু কাফের-মুরতাদই নয় বরং তারা হলো তাগূত ও সবচেয়ে জঘন্য কাফের। তারা আল্লাহ তায়ালার আইন প্রণয়নের অধিকারকে নিজেদের হাতে নিয়ে নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়েছে। কিন্তু অনেকেই এ ধরণের শাসকদের তাগূত বলা তো দূরে থাক কাফের বলেও মানতে চান না। তাই আজ আমি কিছু হাদিস পেশ করবো, যার আলোকে তাদের ‘তাগূত’ হওয়ার বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর মনে রাখতে হবে, কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য কুরআনের পরে সর্বোত্তম উৎস হলো সহিহ হাদিস।

যারা নিজেদের মনগড়া আইন দ্বারা জনগণকে শাসন করে তারা এর মাধ্যমে নিজেদেরকে রবের আসনে অধিষ্ঠিত করতে চায়, বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক হতে চায়, তাই তারাও তাগূত

প্রথম হাদিস:-

قال جابر: «كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها، في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد، كهان ينزل عليهم الشيطان».

صحيح البخاري ٦/٥٤ دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ)

জাবের রাযি. বলেন, “যে সকল তাগূতের কাছে তারা বিচারের জন্য যেত তাদের একজন ছিল জুহাইনাহ গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের, এবং এভাবে প্রত্যেক গোত্রে এক-একজন করে তাগূত ছিল। তারা ছিল গণক। তাদের নিকট জীন-শয়তান আসতো।”

-সহিহ বুখারী, ইফা, ৭/৩২৫

নোট:- জাবের রাযি. উল্লিখিত গণকদের তাগূত আখ্যায়িত করেছেন, অথচ মানুষ এ গণকদের পূজা করতো না, বরং শুধু তাদের নিকট নিজেদের মোকাদ্দমা পেশ করতো আর তারা আল্লাহ তায়ালার বিধানের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া বিধান দ্বারা ফয়সালা করতো।

দ্বিতীয় হাদিস:-

عن ابن عباس، قال: «كان أبو بُردة الأسلمي يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله – تعالى –: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} {النساء: ٦٠} إلى قوله: { إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا } {النساء: ٦٢}. رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢٠٤٥) وابن أبي حاتم في تفسيره (٥٥٤٧) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (٧/ ٦ رقم الحديث: ١٠٩٣٤) : رجاله رجال الصحيح.

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (٧/٣٢ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى – ١٤١٥ هـ) : وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس، قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فذكر القصة في نزول قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ... {النساء: ٦٠} الآية.

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, “আবু বুরদা আসলামী ইহুদীদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদসমূহের মিমাংসা করতো। একবার কিছু মুসলমানও নিজেদের বিবাদ নিরসন করতে তার নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

"(হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে, তারা তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তাতেও ইমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগূতের কাছে নিজেদের মুকাদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাকে অস্বীকার করে।"

-সূরা নিসা, ৬০ তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, ৫৫৪৭ আলমু'জামুল কাবীর, ১২০৪৫

হাদিসের মান:- হাফেয ইবনে হাযার রহ. (মৃত্যু ৮৫২ হি.) 'জাইয়িদ' বলেছেন যা সহিহ ও হাসানের মধ্যবর্তী স্তর। হাফেয নুরুদ্দীন হাইসামী রহ. (মৃত্যু ৮০৭ হি.) বলেছেন, "হাদিসের সব বর্ণনাকারীগণ ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য।" –মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাফেয হাইসামী ৭/৬ হাদিস নং ১০৯৩৪ আলইসাবাহ, হাফেয ইবনে হাযার, ৭/৩২

নোট:- ইবনে আব্বাস রাযি. সুস্পষ্টরূপে বলছেন, উপরোল্লিখিত আয়াতে তাগূত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইয়াহুদী আবু বুরদা, যে ইহুদীদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদসমূহে নিজের মনমতো বিচার করতো।

তৃতীয় হাদিস:-

حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عامر في هذه الآية:"ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت"، قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فكان المنافق يدعو إلى اليهود، لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة، وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين، لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة. فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جُهَيْنة، فأنزل الله فيه هذه الآية:"ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك" حتى بلغ"ويسلموا تسليمًا".

(تفسير الطبري ت أحمد شاكر ٨٠٥/٨ رقم الحديث: ١٩٨٩، ٢٩٨٩ مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ٠٢٤١ هـ)

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٧٣/٥ ط. دار الفكر) : (روى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي، قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، .... وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي .... وروى بإسناد صحيح آخر صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف)

ইমাম শা'বী রহ. বলেন, "এক ইহুদী ও মুনাফিকের মাঝে একটি বিষয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। ইহুদী রাসূলের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চাইলো, কারণ সে জানে রাসূল ঘুষ গ্রহণ করেন না। কিন্তু মুনাফিক ইহুদী বিচারকদের কাছে মুকাদ্দমা পেশ করতে চাইলো। কেননা সে জানে, ইহুদী বিচারকরা ঘুষ গ্রহণ করে, (সে তাদেরকে ঘুষ দিয়ে নিজের পক্ষে রায় নিয়ে নিবে) এরপর তারা জুহাইনাহ গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট বিচার প্রার্থনা করার ব্যাপারে একমত হলো। তখন পূর্বোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

-তাফসীরে তবারী, ৮/৫০৮ ফাতহুল বারী, ৫/৩৭

হাদিসের মান:- হাফেয ইবনে হাযার ফাতহুল বারীতে হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন। আর যদিও শা'বী রহ. তাবেয়ী হওয়ার কারণে হাদিসটি মুরসাল, তবে হাফেয ইযলী (মৃত্যু: ২৬১হি.) ও হাফেয যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হি.) সহ আরো অনেক মুহাদ্দিস শাবী রহ. এর মুরসাল হাদিসকে সহিহ বলেছেন।

আসলে হাদিসে তাগূতের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা ব্যতীত উল্লিখিত আয়াতের অন্য কোন ব্যাখ্যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই সকল মুফাসসিরিন আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন এবং এটা একেবারেই সুস্পষ্ট। কিন্তু তারপরও অনেকেই মানবরচিত বিধান দ্বারা ফয়সালাকারী শাসকদের তাগূত বলতে নারাজ, যারা বলে তাদেরকে উগ্র, খারেজী ইত্যাদি ট্যাগ লাগিয়ে দেন। তাদের নিকট প্রশ্ন, আপনারা আয়াতের কি ব্যাখ্যা করবেন, আপনারা কি বলবেন, আয়াতে তাগূত দ্বারা মূর্তি উদ্দেশ্য। তারা মূর্তির কাছেই বিচার প্রার্থণা করতো!!! এমন হাস্যকর কথা তো আজ পর্যন্ত কেউ

যে সকল তাগূতের কাছে তারা বিচারের জন্য যেত তাদের একজন ছিল জুহাইনাহ গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের, এবং এভাবে প্রত্যেক গোত্রে এক-একজন করে তাগূত ছিল।

বলেননি। না কি আপনারা বলবেন, হাসিনা যেহেতু মানবরচিত বিধান দ্বারা ফয়সালা করে তাই সে তাগূত, কিন্তু কাফের না, তার কুফর ছোট কুফর!!! আসলে আপনারা কিছুই বলবেন না, আপনারা যা করেন ও ভবিষ্যতেও করবেন তা হলো, বর্তমান শাসকদের কুফরীর দলিল হিসেবে শুধু وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (যারা আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়সালা করে না তারা কাফের- সূরা মায়েদা, ৪৪) এই দ্ব্যর্থবোধক আয়াতটি পেশ করবেন এবং বুঝানোর চেষ্টা করবেন যে, উগ্র খারেজীদের (?) ঝুলিতে শাসকদের কুফর প্রমাণের জন্য এই একটি আয়াতই রয়েছে, এরপর ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য মুফাসসির বক্তব্যদের আলোকে, উক্ত আয়াতে কুফর দ্বারা ছোট কুফর উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে তুমুল আলোচনা করবেন। আর এ আয়াত ছাড়াও যে শাসকদের কুফর প্রমাণের জন্য অসংখ্য দ্ব্যর্থহীন আয়াত রয়েছে সেগুলো সযত্নে এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু এ ধরণের অপচেষ্টা দ্বারা আমরা কি কুরআন ছেড়ে দিচ্ছি না, কুরআন অনুযায়ী আমল হতে দূরে সরে যাচ্ছি না? এভাবে চলতে থাকলে তো আমাদের লাঞ্ছনা-অপদস্থতা কখনো ঘুচবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين
“আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবের মাধ্যমে বহু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং এরই মাধ্যমে অনেক জাতির পতন ঘটাবেন।” -সহিহ মুসলিম, ৮১৭।

অর্থাৎ যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করবে তাদেরকে মর্যাদা দান করবেন, আর যারা কুরআন মানবে না বা কুরআন অনুযায়ী আমল করবে না তাদের অপদস্থ করবেন। তাই আসুন, হঠকারিতা পরিত্যাগ করে শাসকদের কুফরের ব্যাপারে মুজাহিদ আলেমগণ যে আয়াতগুলো দলিল হিসেবে পেশ করেন, সেগুলো একটু ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন, তাফসীরের কিতাব হতে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেখুন, আয়াতগুলো নিয়ে তাদাব্বুর করুন। এরপর ভেবে দেখুন, কাদের বক্তব্য কুরআনের বেশি নিকটবর্তী। আল্লাহ আমাদের সকলকে হক বুঝার ও মানার তাওফিক দান করুন। আমীন।

الجهاد محك الإيمان

জিহাদ ইমানের কষ্টিপাথর

যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তাতেও ইমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগূতের কাছে নিজেদের মুকাদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাকে অস্বীকার করে

বিভিন্ন ভাষা ও লিপিতে
শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম
রহিমাহুল্লাহ

— সাইফ আল আদিল

বাংলা ভাষা - বাংলা লিপি

আমিরুল মুজাহিদিন
শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম রহিমাহুল্লাহ
জন্ম: ১৯৪১ ইংরেজি | মৃত্যু: ১৯৮৯ ইংরেজি

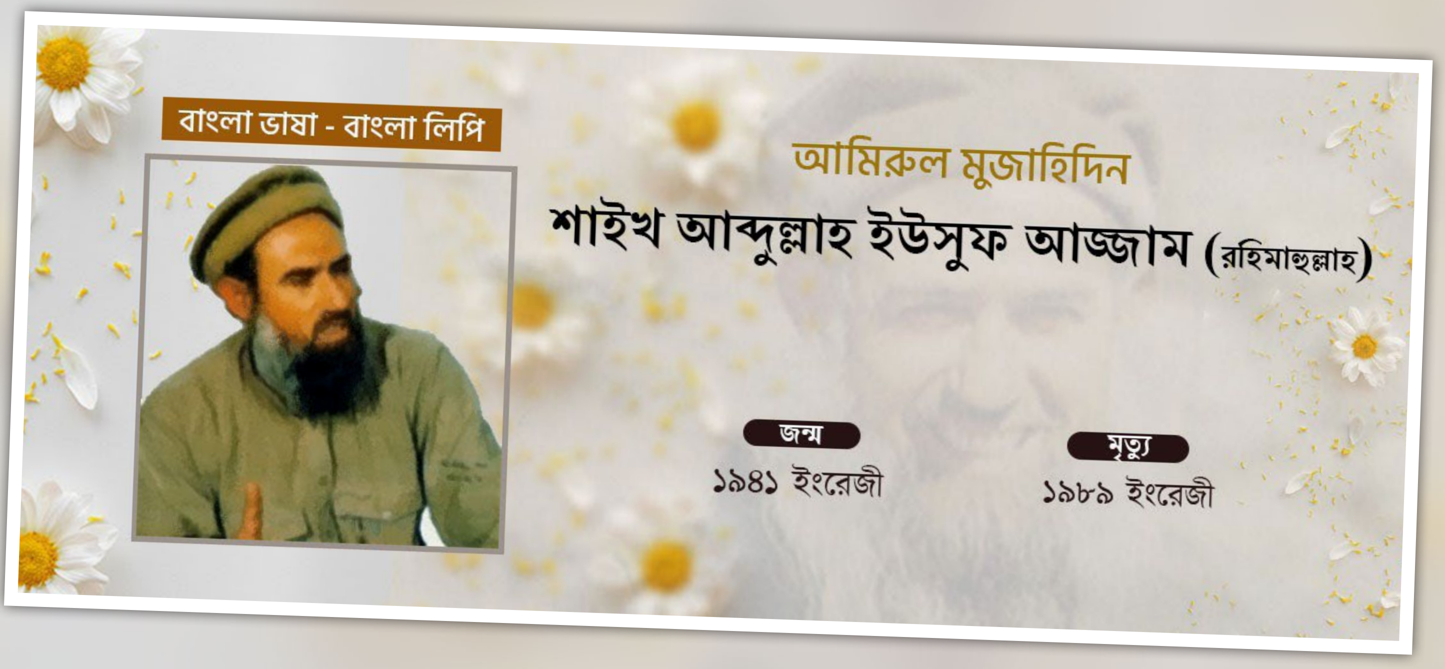
বাংলা ভাষা - বাংলা লিপি
আমিরুল মুজাহিদিন
শাইখ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম (রহিমাহুল্লাহ)
জন্ম
১৯৪১ ইংরেজী
মৃত্যু
১৯৮৯ ইংরেজী

সিলেটী ভাষা - বাংলা লিপি

আমিরুল মুজাহিদিন
শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম রহিমাহুল্লাহ
জনম: ১৯৪১ ইংরেজি | মরণ: ১৯৮৯ ইংরেজি

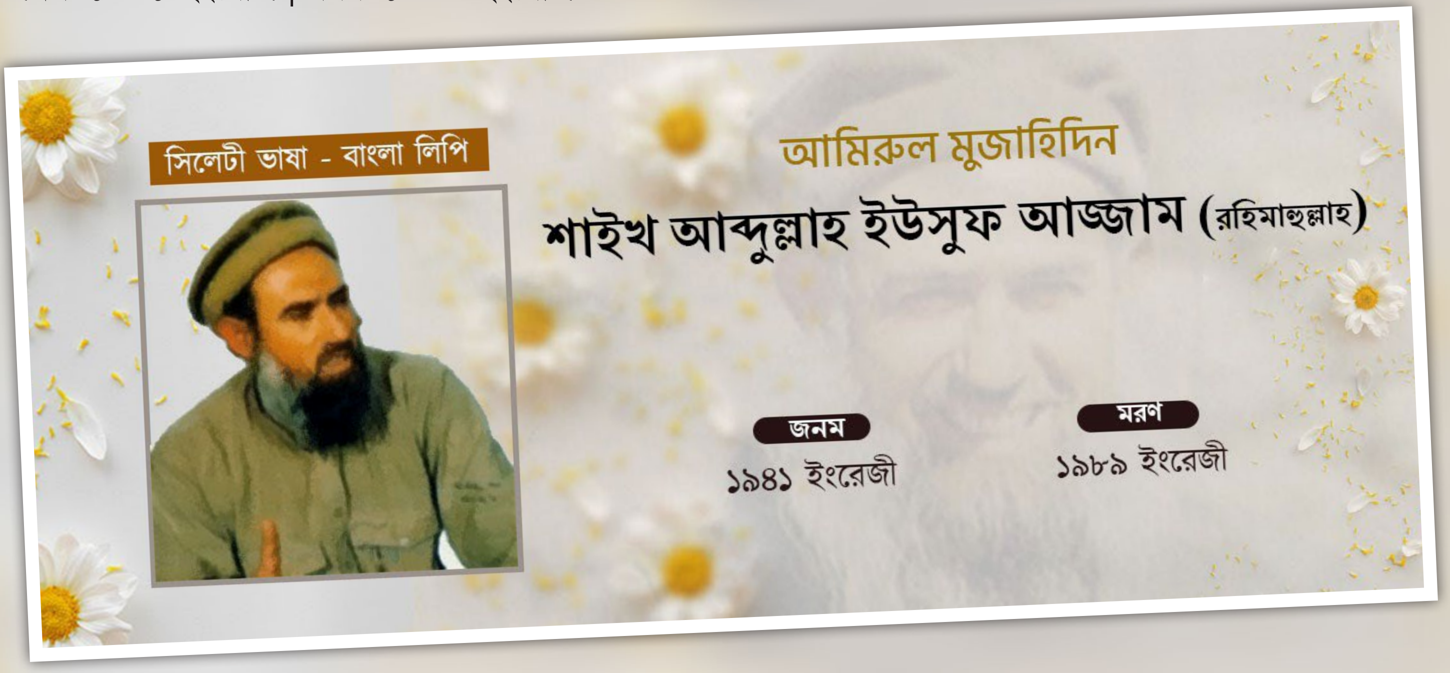
সিলেটী ভাষা - বাংলা লিপি
আমিরুল মুজাহিদিন
শাইখ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম (রহিমাহুল্লাহ)
জনম
১৯৪১ ইংরেজী
মরণ
১৯৮৯ ইংরেজী

ꠍꠤꠟꠐꠤ ꠜꠣꠡꠣ - ꠍꠤꠟꠐꠤ ꠟꠤꠙꠤ

[সিলেটী ভাষা - সিলেটী নাগরী লিপি]

ꠀꠝꠤꠞꠥꠟ ꠝꠥꠎꠣꠢꠤꠖꠤꠘ ꠡꠣꠁꠈ ꠀꠛꠖꠥꠟ꠆ꠟꠣꠢ ꠀꠎꠎꠣꠝ ꠞꠢꠤꠝꠣꠢꠥꠟ꠆ꠟꠣꠢ
ꠎꠘꠝ: ১৯৪১ ꠁꠋꠞꠦꠎꠤ | ꠝꠞꠘ: ১৯৮৯ ꠁꠋꠞꠦꠎꠤ

ꠍꠤꠟꠐꠤ ꠜꠣꠡꠣ - ꠍꠤꠟꠐꠤ ꠘꠣꠉꠞꠤ ꠟꠤꠙꠤ
ꠀꠝꠤꠞꠥꠟ ꠝꠥꠎꠣꠢꠤꠖꠤꠘ
ꠡꠣꠁꠈ ꠀꠛꠖꠥꠟ꠆ꠟꠣꠢ ꠀꠎꠎꠣꠝ (ꠞꠢꠤꠝꠣꠢꠥꠟ꠆ꠟꠣꠢ)
ꠎꠘꠝ
১৯৪১ ꠁꠋꠞꠦꠎꠤ
ꠝꠞꠘ
১৯৮৯ ꠁꠋꠞꠦꠎꠤ

অসমীয়া ভাষা - অসমীয়া লিপি

আমিৰুল মুজাহিদিন শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম ৰহিমাহুল্লাহ
জন্ম: ১৯৪১ ইংৰাজী | মৃত্যু: ১৯৮৯ ইংৰাজী

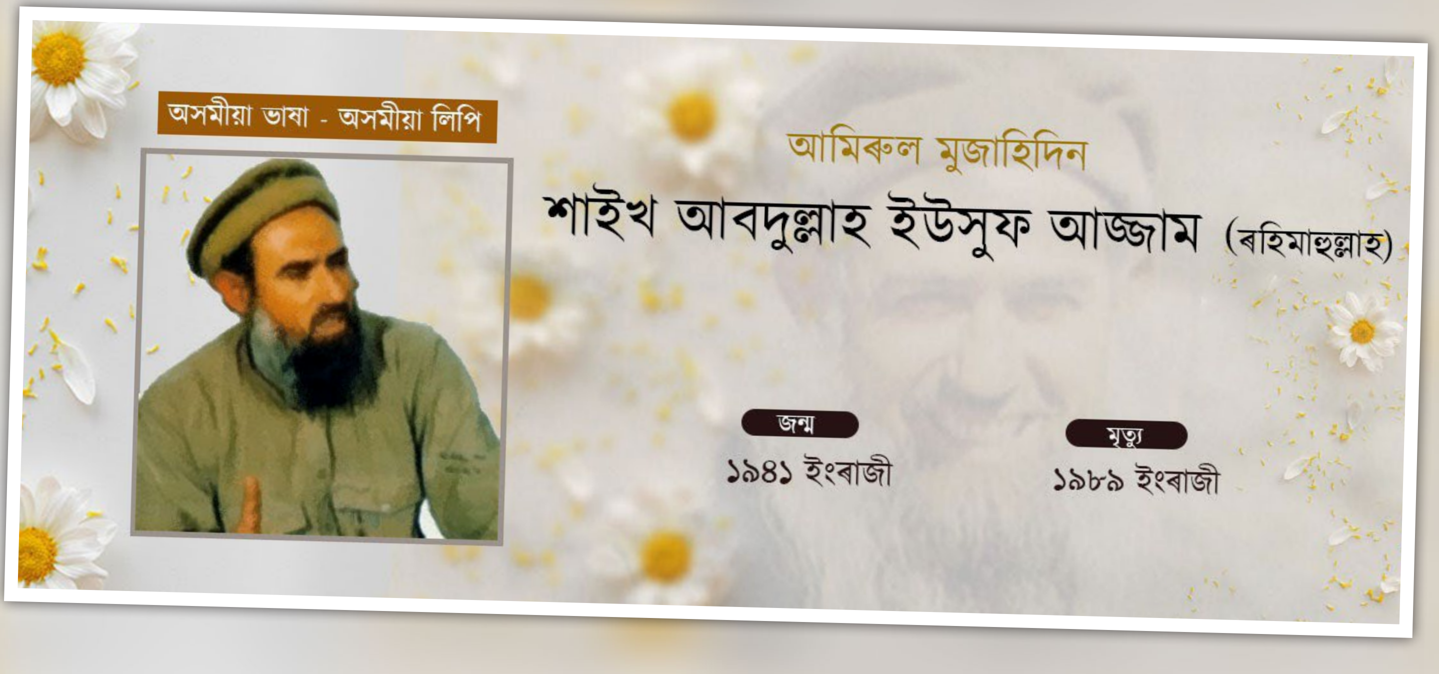
অসমীয়া ভাষা - অসমীয়া লিপি
আমিৰুল মুজাহিদিন
শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম (ৰহিমাহুল্লাহ)
জন্ম
১৯৪১ ইংৰাজী
মৃত্যু
১৯৮৯ ইংৰাজী

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠার – বাংলা মেয়েক

আমিরুল মুজাহিদিন শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম রহিমাহুল্লাহ
জরম: মারি ১৯৪১ | মরন: মারি ১৯৮৯

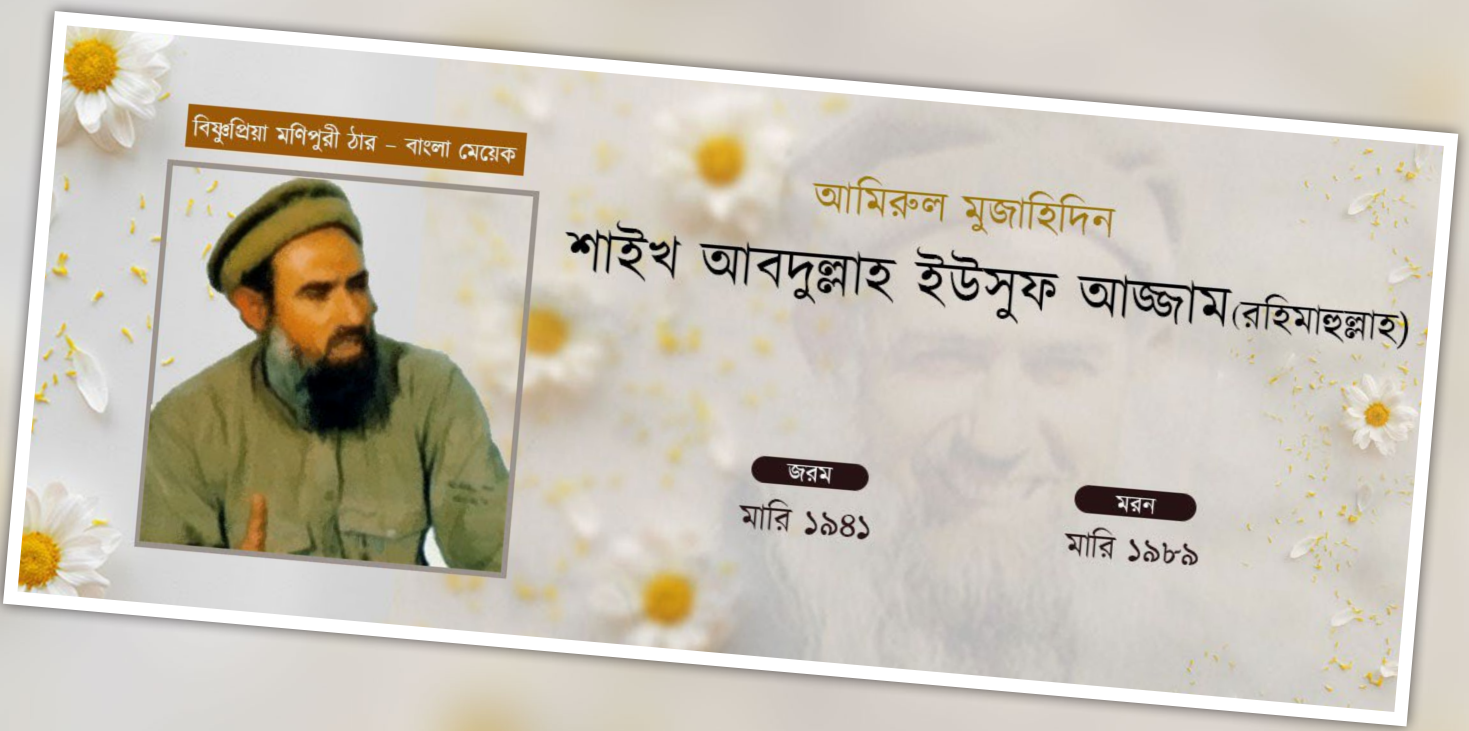
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠার – বাংলা মেয়েক
আমিরুল মুজাহিদিন
শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম(রহিমাহুল্লাহ)
জরম
মারি ১৯৪১
মরন
মারি ১৯৮৯

बिष्णुप्रिया मणिपुरी ठार – देवनागरी मेयेक

[বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা - দেবনাগরী লিপি]

आमिरुल मुजाहिदिन शाइख आबदुल्लाह इउसुफ आज्जाम रहिमाहुल्लाह
जरम: मारि १९४१ | मरन: मारि १९८९

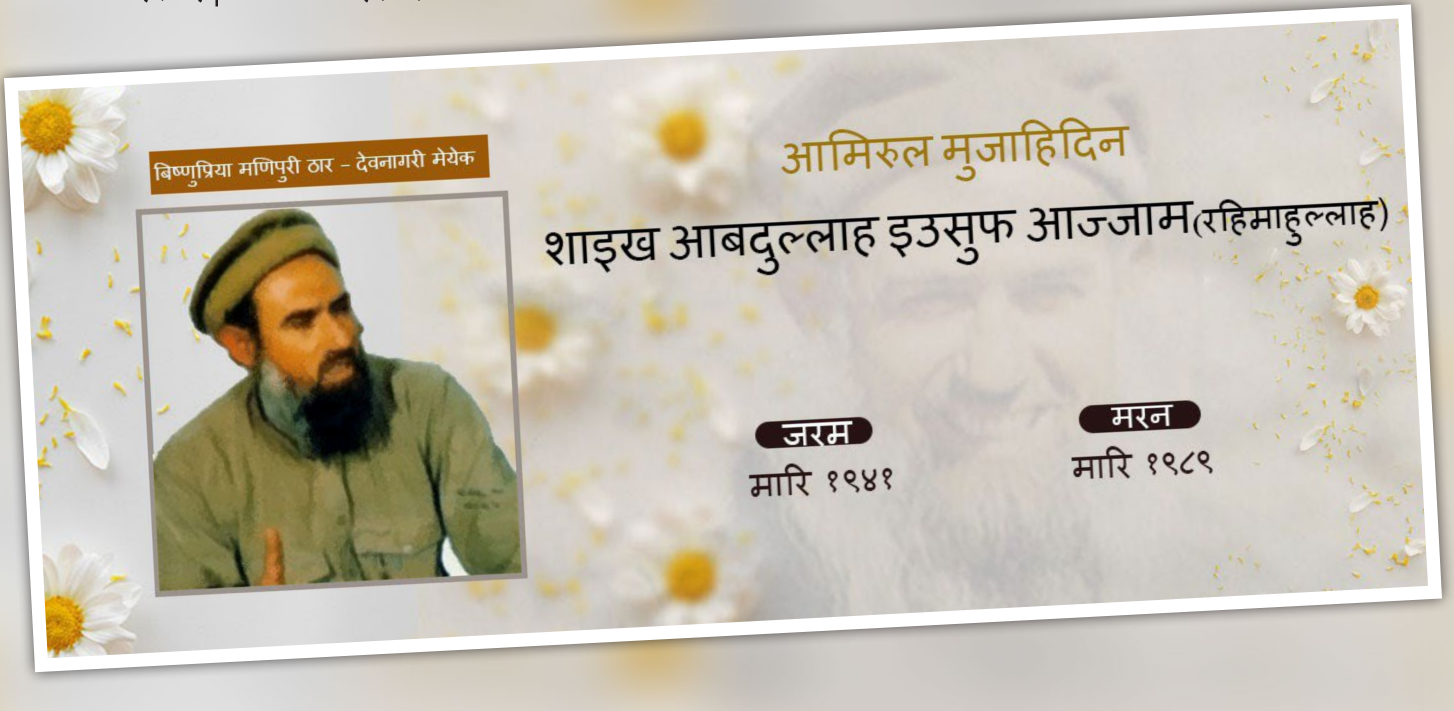
बिष्णुप्रिया मणिपुरी ठार – देवनागरी मेयेक
आमिरुल मुजाहिदिन
शाइख आबदुल्लाह इउसुफ आज्जाम(रहिमाहुल्लाह)
जरम
मारि १९४१
मरन
मारि १९८९

কামতাপুরি (রাজবংশী) ভাষা - বাংলা লিপি

আমিরুল মুজাহিদিন শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম রহিমাহুল্লাহ

জন্ম: ১৯৪১ ইংরেজি | মৃত্যু: ১৯৮৯ ইংরেজি

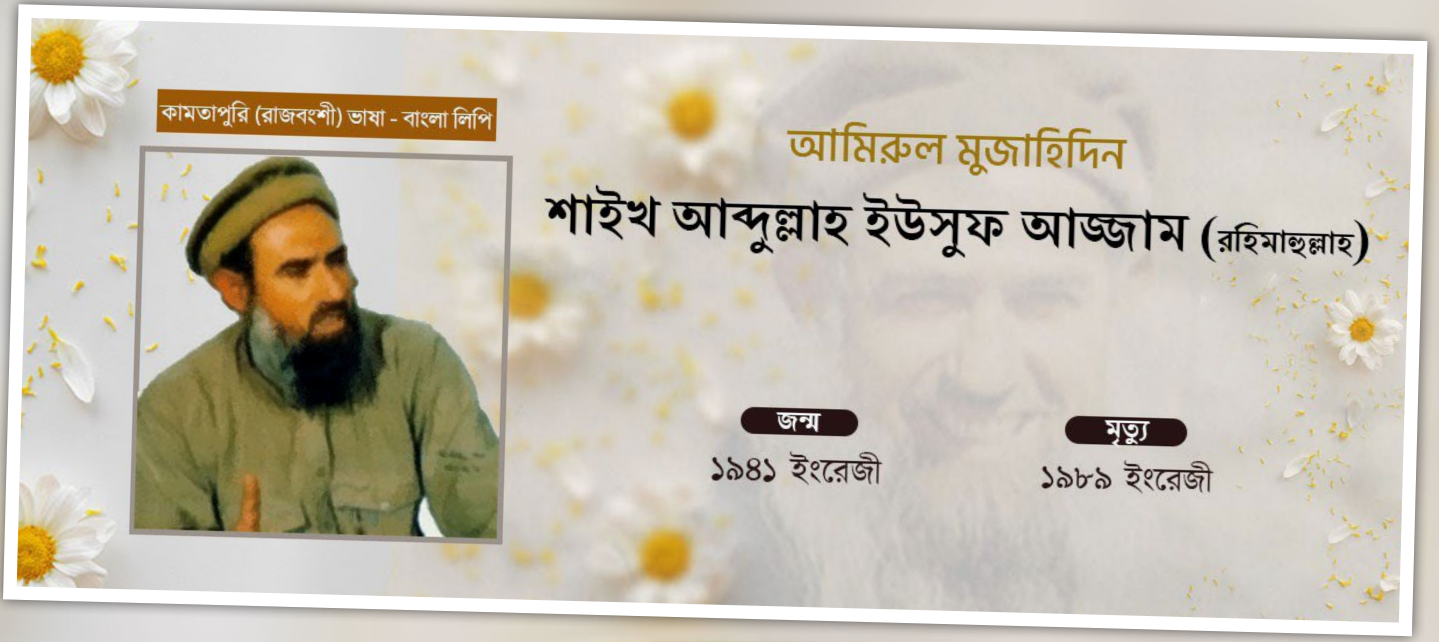
কামতাপুরি (রাজবংশী) ভাষা - বাংলা লিপি
আমিরুল মুজাহিদিন
শাইখ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম (রহিমাহুল্লাহ)
জন্ম
১৯৪১ ইংরেজী
মৃত্যু
১৯৮৯ ইংরেজী

শত্রুকে হত্যা করার জন্য চোখের যত্ন নিন। Save your Eyes from Blue Lights.

— khalid-**hindustani**

আমাদের দুই চোখ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান ডিজিটাল ডিভাইস (কম্পিউটার/ল্যাপটপের ডিসপ্লে ও মোবাইলের ডিসপ্লে) থেকে নির্গত ব্লু লাইট আমাদের চোখের ক্ষতি করছে প্রতি নিয়ত। দীর্ঘ একটা সময় এই ডিভাইসগুলোতে যারা সময় কাটান বা প্রফেশনালি এই ডিভাইসগুলাতে সময় দিতে বাধ্য থাকেন তাদের এই চোখের সমস্যাটা খুব প্রকট হয় একটা সময়।

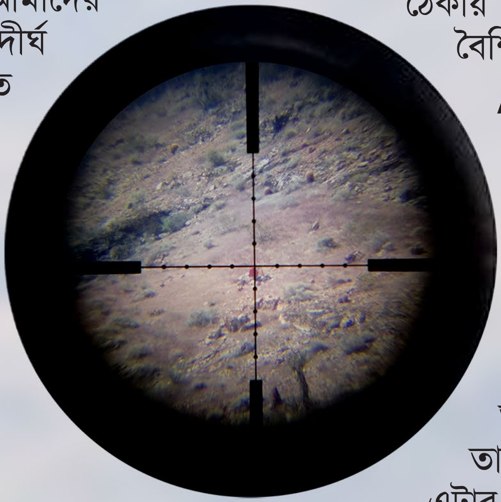

তাই ভাইয়েরা শত্রুকে হত্যা করার জন্য চোখের যত্ন নিন। Save your Eyes from Blue Lights.

এজন্য আমরা যা যা করতে পারি:

১) https://justgetflux.com/ এখান থেকে f.lux সফটওয়ারটা আমরা ইউজ করতে পারি। বা windows এর Night Light Feature টাও আমরা ব্যবহার করতে পারি। ইউটিউবে এই শব্দগুলো দিয়ে সার্চ করলে অনেক ভালো টিউটোরিয়াল পাবেন। সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদেরকে ব্লু লাইটের ক্ষতিকর দিকগুলা এবং ভালোমানের ভিডিও গাইড আপনাদের সামনে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারলাম না।

আমি নিজে এখন চোখের সমস্যা আক্রান্ত। তাই ভাইদের সাথে শেয়ার করছি যেনো ভাইয়েরা পূর্ব থেকেই সতর্ক থাকেন।

২) Anti Blue Ray গ্লাসের চশমা ব্যবহার করা জরুরী। কারণ:

নরমাল সাদা কাচ যেটাকে Photo Cromatic বলে। চশমার এই গ্লাসটা সস্তা। ১২০ টাকার মতো দাম। এটা ব্যবহার করবেন না। কারণ এই আলোর Reflection ও ঠেকায় না এবং Blue Light ও ঠেকায় না। মানে এই কাচটার কোনো বৈশিষ্ট্যই নাই।

Anti Relfection গ্লাস (ARC)। এটাও Blue light খুব বেশি একটা ঠেকায় না। যদিও আলোর রিফ্লেকশনটা ঠেকায়। তাই এটাও চোখের জন্য Blue Light ঠেকানোর গার্ড নয়।

বাকি Anti Blue Ray গ্লাস অনেকটাই Blue Light ঠেকায়। তাই এটা ব্যবহার করা জরুরী। যদিও এটার দাম ৭০০ বা ১০০০ টাকা থেকে শুরু।

কিন্তু চোখের দাম তার চেয়েও বেশি।

৩) দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখার জন্য এই খাবারগুলো খাওয়া যায়:

সবুজ শাক-সবজি, লাল রংয়ের সবজি বা ফল (যেমন গাজর), ডিম, লেবু জাতীয় ফল, বাদাম, মাছ (বিশেষ করে ছোটো মাছ), ভুট্টা

বাদবাকি গুগল সার্চ করলে আপনারা আরো অনেক কিছুই জানতে পারবেন। আমি জাস্ট সংক্ষিপ্ত সময়ে ভাইদেরকে একটু সচেতন করার চেষ্টা করলাম

কোনো ভুল বলে থাকলে ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ আমাদের ভাইদের দৃষ্টি শক্তি হেফাজত করুন।

আমীন

ভাইয়ের দুঃখে দিল কাঁদে না- আমি কেমন ঈমানদার

— ইলম ও জিহাদ
Senior Member

> “তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং ঐ সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য? যারা (ফরিয়াদ করে) বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।”

ভাইয়ের দুঃখে দিল কাঁদে না- আমি কেমন ঈমানদার

জিহাদের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু জিহাদ মানে কি আমরা ফিকির করেছি কি? ফিকির করলে বুঝবো, জিহাদ মানে আমার ভাইয়ের জন্য জীবন দেয়া। আমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য। চিন্তা করুন, দুনিয়ার এক প্রান্তে আমার কিছু মুসলিম ভাই বোন নির্যাতিত। আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্ধারের জন্য আমার উপর জিহাদ ফরয করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং ঐ সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য? যারা (ফরিয়াদ করে) বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত করে দিন

আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।”
-নিসা ৭৫

আয়াতে কারীমাটিতে আবারও ফিকির করুন। নির্যাতিত কে? আমিও নই, আমার পরিবারও নয়, আমার বংশও নয়। এমনকি আমার অধিবাস ভূমিরও কেউ নয়। এমন কিছু লোক যাদেরকে আমি কখনও দেখিনি। শুধু এতটুকু জানি যে, তারা মুসলিম। আর এতটুকু যে, তারা নির্যাতিত। আল্লাহ তাআলা কি বলছেন? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাদের উদ্ধারের জন্য কিতাল কর। আর আমি কেন করছি না এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে তিরস্কার করছেন। আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করছেন। জবাবদিহি চাচ্ছেন কেন করছি না।

> **“যতক্ষণ তোমরা মুমিন না হবে, জান্নাতে যেতে পারবে না। আর মুমিন ততক্ষণ হতে পারবে না, যতক্ষণ একে অপরকে ভাল না বাসবে।”**

আল্লাহ তা'আলা কি শব্দটি ব্যবহার করেছেন দেখেছেন তো?–وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না?

কিতাল মানে কি? আমি তাকে কতল করতে চাই, সে আমাকে কতল করতে চায়। এর নাম কিতাল। জীবন দেয়া নেয়ার খেলা। আল্লাহ তাআলা আমাকে ধমক দিচ্ছেন, কেন আমি আমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য আমার প্রাণটা দিয়ে দেয়ার খেলায় নামছি না। দেখুন! শুধু বয়ান বক্তৃতা না কিন্তু। জীবন দেয়া নেয়ার খেলা। কাদের জন্য? কিছু মুসলিম ভাই বোনের জন্য। যাদেরকে আমি কখনও দেখিনি। যাদেরকে আমি চিনি না। আমার রব তাদের চেনেন। আমার রবের উপর তাদের ঈমান আছে। আমার রবের সাথে তাদের বন্ধুত্ব আছে। তারা আমার রবকে ভালবাসেন। আমার রবও তাদের ভালবাসেন। আমার রবের সেই প্রিয় বন্ধুদের উদ্ধারের জন্য তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন। শুধু বয়ান বক্তৃতা নয়। শুধু পোস্ট কলম নয়। জীবন দেয়া আর জীবন নেয়ার।

> **“ঐ জাতে পাকের কসম যার হাতে আমার জান, কোনো বান্দা মুমিন হতে পারবেন না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা তার নিজের জন্য করে।”**

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
“আল্লাহ তাআলা যারা ঈমান এনেছে তাদের বন্ধু।”
– বাকারা ২৫৭

এবার আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি আল্লাহকে ভালবাসি? যদি ভালবেসে থাকি তাহলে তার বন্ধুদেরকেও ভালবাসতে হবে। নয়তো আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব থাকবে না। আমার বন্ধুদের যে ভালবাসে না, তাদের বিপদে যে এগিয়ে আসে না, সে আমার বন্ধু হতে পারে না। যদি আমি ঈমানের দাবিতে সত্য হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহর বন্ধুদের ভালবাসতে হবে। তাদের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর সাথে যেমন বন্ধুত্ব তাদের সাথেও বন্ধুত্ব। তারাও আমার বন্ধু। তাই সকল মুমিন আমার বন্ধু। আমি তাদের চিনি আর না চিনি তারা আমার বন্ধু। এ বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলার জন্য। এ বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
“মুমিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু।”
-তাওবা ৭১

আরো ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
“মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই।”
-হুজরাত ১০

কেমন বন্ধু আর কেমন ভাই? তাদের সুখ আমার সুখ। তাদের দুঃখ আমার দুঃখ। তাদের পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার কলিজায় আঘাত লাগে। তাদের গায়ে জ্বর আসলে আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চিত্রটিই তুলে ধরেছেন,

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

“পরস্পর ভালবাসা, রহমত ও সাহায্যের বেলায় মুমিনদের অবস্থা একটি দেহের মতো। তার কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।”

-সহীহ বুখারি ৫৬৬৫, সহীহ মুসলিম ৬৭৫১

যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাআলার (আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

গোটা মুসলিম জাতি এক দেহ। আমার নিজের দেহ নিজের প্রাণ আমার কাছে যেমন প্রিয় তারাও আমার কাছে এমনই প্রিয়। আমার চোখে ব্যথা হলে যেমন ঘুম আসে না, কোনো মুমিনের গায়ে আঘাত আসলেও তেমনি আমার ঘুম আসে না। যেন তারাই আমি আমিই তারা। তারা ভিন্ন কেউ নয় আমি ভিন্ন কেউ নই। এক দেহ এক প্রাণ।

আশ্চর্যের বিষয়, দুনিয়ার কোথাও একটা কাফেরের উপর আঘাত আসলে সারা দুনিয়ার কুফফার গোষ্ঠীর হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কুফরের বাঁধন তাদেরকে এক ডোরে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু আমি মুমিন, আমার মুমিন ভাইয়ের ব্যথায় আমার ব্যথা নেই। এই আমার ঈমানের হাল।

আল্লাহর কসম! আমার ভাইয়ের পায়ের কাঁটা আমার গায়ে ব্যথা না দিলে আমি মুমিন হতে পারবো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পরিষ্কার,

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا.

“যতক্ষণ তোমরা মুমিন না হবে, জান্নাতে যেতে পারবে না। আর মুমিন ততক্ষণ হতে পারবে না, যতক্ষণ একে অপরকে ভাল না বাসবে।”

– সহীহ মুসলিম ২০৩

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

“ঐ জাতে পাকের কসম যার হাতে আমার জান, কোনো বান্দা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা তার নিজের জন্য করে।”

– সহীহ মুসলিম ১৮০

আমি ঈমানের দাবিদার, কিন্তু আমার ভাইয়ের দুঃখে আমার দিল কাঁদে না, বুঝতে হবে আমার ঈমানে যথেষ্ট কমতি আছে।

আজ যদি আমি বন্দি হতাম? আমার ভাইকে যদি ধরে নেয়া হতো? কিংবা আমার বোনকে যদি তুলে নেয়া হতো? তাহলে আমার কি হাল হতো? আজ আরাকান-কাশ্মির-হিন্দের ভাই বোনদের জন্য আমার দিল কাঁদে না। বুঝতে হবে আমার ঈমান দুর্বল হয়ে আছে। যতটুকু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ততটুকু ঈমান আমার হাসিল হয়নি। আল্লাহ তাআলার মহব্বতের দাবিতে আমি এখনও পূর্ণ সত্যবাদী নই।

আমি অনেক বড় কেউ হতে পারি, কিন্তু আল্লাহ তাআলার দরবারে আমি এখনও অপরাধী। এ অপরাধের খাতা থেকে নাম কাটাবার একটাই পথ, ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো। আমার জান নিয়ে। আমার মাল নিয়ে। প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে। পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনকে বিদায় জানিয়ে হিজরত করে। অন্যথায় রাব্বুল আলামিনের সেই ওয়াদার অপেক্ষায় থাকি, যে ওয়াদা তিনি করেছেন- আর আল্লাহ তার ওয়াদায় ব্যতিক্রম করেন না-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“বলুন (হে নবী!) তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ- যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে

জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাআলার (আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।”

-তাওবা ২৪

***

كيف القرار وكيف يهدأ مسلم ... والمسلمات مع العدو المعتدي
الضاربات خدودهن برنة ... الداعيات نبيهن محمد
القائلات إذا خشين فضيحة ... جهد المقالة ليتنا لم نولد
ما تستطيع وما لها من حيلة ... إلا التستر من أخيها باليد

# কিভাবে স্থির থাকা যায়? কিভাবে কোনো মুসলিম শান্তিতে থাকতে পারে? যেখানে মুসলিম নারীরা সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুদের হাতে বন্দী?!

# তারা তাদের নবী মুহাম্মাদকে ডেকে ডেকে মুখ চাপড়িয়ে রোনাজারি করে কাঁদছে।

# সম্ভ্রমহানির ভয়ে যখন তারা শঙ্কিত, শত আফসোস করে বলছে, হায়! যদি আমাদের জন্মই না হত!

# নেই তার কোন শক্তি, নেই কোন উপায়। হাত ঠেকিয়ে ভাই থেকে মুখ লুকানো ছাড়া কিছুই নেই করার।

***

কমেন্ট

১/খুররাম আশিক

Senior Member

ভাবছিলাম আরাকানের ভাইদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বড় ধরণের আক্রমণ করা হবে? কিছুই করা হলো না। এখন ইন্ডিয়াতে মার খাচ্ছে তার জন্যও কিছুই করা হবে না??? আমাদের ভাইদের বলছি যার যার সাধ্যমতো প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে কঠিন ধরণের আক্রমণ করা হউক। ইন্ডিয়ার সমস্ত পণ্যকে বর্জন করার সাথে এদেশে আগত প্রত্যেকটি মালুকে জবাই করার পরিকল্পনা করা হউক। আর বসে বসে টাইপ করতে মন চায় না।

২/যোদ্ধা হব

Senior Member

টাইপ করার দিন শেষ । এখন সময় এসেছে ময়দানে যাবার।

মনে হচ্ছে মিডিয়া নিয়ে বসে থাকলে কস্মিনকালেও আমার ভাইয়ের ব্যথায় আমার দিল কাঁদবে না।

কখনো কাঁদলেও তাকে আমার ভালোবাসার গদিতে বসাতে পারবো না!

আফসোস! আজ যদি আমরা তালেবানদের মত সরাসরি ময়দানের স্বাদ পেতাম! তাহলে হয়ত আমাদের ভাইয়েরা তাগুতের হাত থেকে মুক্তি পেতেন।

মিডিয়া নাকি জিহাদের অর্ধেকেরও বেশী- কথাটি বুঝতে খুব কষ্ট হয়। কারণ উম্মাহর করুণ অবস্থা ব্যাপকতা লাভ করছে!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উত্তম জ্ঞান দান করুন আমীন ইয়া রাব্বাল মাযলূমীন!

যোদ্ধা হব, যুদ্ধ করব,

ক্বিতালের জন্য দাওয়াত দিব, ইনশাআল্লাহ।

৩/Originally Posted by ইলম ও জিহাদ

কিতাল মানে কি? আমি তাকে কতল করতে চাই, সে আমাকে কতল করতে চায়। এর নাম কিতাল। জীবন দেয়া নেয়ার খেলা।

সহজ কথায়!

আলী ইবনুল মাদীনী

Member

এটা যেহেতু "বাবে মুফা'আলার" শব্দ বিধায় উভয় পক্ষ থেকে হত্যার কাজটা প্রকাশ পেতে হবে। কারণ এটা হল "বাবে মুফাআলার" একটি বৈশিষ্ট্য।

"জিহাদ ঈমানের একটি অংশ।"-ইমাম বোখারী রহিমাহুল্লাহ

৪/Originally Posted by যোদ্ধা হব

মিডিয়া নাকি জিহাদের অর্ধেকেরও বেশী- কথাটি বুঝতে খুব কষ্ট হয়। কারণ উম্মাহর করুণ অবস্থা ব্যাপকতা লাভ করছে!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

মুহতারাম ভাই, মুজাহিদিনে কেরাম কাজ শুরু করেছেন শূন্য থেকে। প্রথম দিনেই তো সংঘর্ষে যাওয়া যায় না। এটা আল্লাহ তাআলারও নীতি না। মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের বছর দাওয়াত দেয়ার পর মদীনায় জিহাদ শুরু হয়েছে। কেউ হামলা

করলে করতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত সফলতার জন্য বড় ধরনের ই'দাদ ও আসবাব দরকার। মুজাহিদিনে কেরাম এটিই করে যাচ্ছেন। মিডিয়া এর পক্ষে বড় একটা সহায়ক।

মুহতারাম ভাই, আমাদের দেশে যে বর্তমান যুবক শ্রেণীর মাঝে জিহাদের একটা চেতনা তৈরি হয়েছে এটার অনেকটাই মিডিয়ার ফল। মুজাহিদদের প্রচার-প্রচারণার সুফল। এর গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। একারণেই তো মিডিয়া তাগুতদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ জিহাদের জন্য মানুষ নেই। ধরুন আজ যে ক'জন যুবক জিহাদের গুরুত্ব বুঝেছে, তাদের ক'জন এমন আছে যে, জান-মাল সব কুরবান দিয়ে সবরের সাথে ৩০/৪০/৫০ বছর পর্যন্ত কিতালের ময়দানে টিকে থাকতে প্রস্তুত? এমন সংখ্যা হয়তো খুব বেশি না।

অধিকন্তু যারা প্রস্তুত তারা যদি আজ অস্ত্র হাতে নেমে পড়ে, তাহলে এদেশের মানুষ কি তাদের সহায়তা করবে? দেখা যাবে অল্প ক'দিনেই হয়তো সকল মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেছেন নয়তো ধরা পড়ে গেছেন। এজন্য ভাই, আস্তে ধীরে এগুতে হবে।

পোস্টে আমার উদ্দেশ্য মিডিয়া বন্ধ করে আজই নেমে পড়া নয়। উদ্দেশ্য সকলকে জাগ্রত করা। সকল মুসলিম ভাইকে জাগ্রত করা। আজ যদি হিন্দের সকল মুসলিম তৈরি হয়ে যেতো জীবন দেয়ার জন্য তাহলে তো আজই নেমে পড়া যেতো। কিন্তু যতদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ যুবক তৈয়ার হচ্ছে না, জনগণ জিহাদের পক্ষে আসছে না, ততদিন আমাদের আস্তে ধীরেই চলতে হবে।

মুহতারাম ভাই, আপত্তি যদি করতে হয়, তাহলে আমার নিজের উপর করি। আমার জাতির উপর করি। মুজাহিদদের উপর নয়। তারা দিন রাত তাদের সামর্থ্যে যা আছে করে যাচ্ছেন। তারা যে শুধু কয়টা পোস্ট দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে দিচ্ছেন তা নয়। অনলাইন তাদের কাজের একটা শো'বা। নতুবা মুজাহিদিনে কেরামের কাজের গণ্ডি অনেক বিস্তৃত আলহামদুলিল্লাহ।

৫/bokhtiar

Senior Member

যোদ্ধা হবো ভাই,

আপনি কি ফোরামের, গাযওয়াহ সাইট, আল ফিরদাউস সাইট এগুলোর অবদান অস্বীকার করতে পারবেন???? আমরা হয়ত অনেকে বলতে পারি আরে ওরা কীবোর্ড মুজাহিদ!!! তাহলে প্রশ্ন তাদের প্রতি যারা বলছেন কীবোর্ড মুজাহিদ আপনাদের প্রতি আপনারা কি করেছেন??? ফোরামের মাধ্যমে আজ হাজারো যুবক এদেশে উজ্জীবিত হয়েছে। ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো পথ, যেই পথের কথা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, যে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত কিতাল করবে। আমাদের সবার উচিত হবে খুব দ্রুত কাজে জড়িয়ে যাওয়া সত্যিকার অর্থে। দুনিয়াকে লাথি মেরে। দ্বীনের জন্য, মুসলিমদের জন্য, মাজলুমদের জন্য। আল্লাহ, রাসূল, জিহাদকে সব কিছুর উপর বেশি ভালো না বাসলে সে কিন্তু ফাসিক। আর আল্লাহ ফাসেকদের হেদায়েত দেন না। একটি বই নতুন বের হয়েছে আমাদের সবার পড়া উচিত [(রাত পোহাবার কত দেরি)]

আল্লাহ আমাদের ঈমানী হালতে মৃত্যু দান করুন, আমিন।

আল্লাহ আমাদের শহিদী মৃত্যু দান করুন, আমিন।

উম্মাহর সামগ্রিক বিপর্যয়ে আমার গুনাহের দায় নেই তো ?!

— salman **rumi**
Senior Member

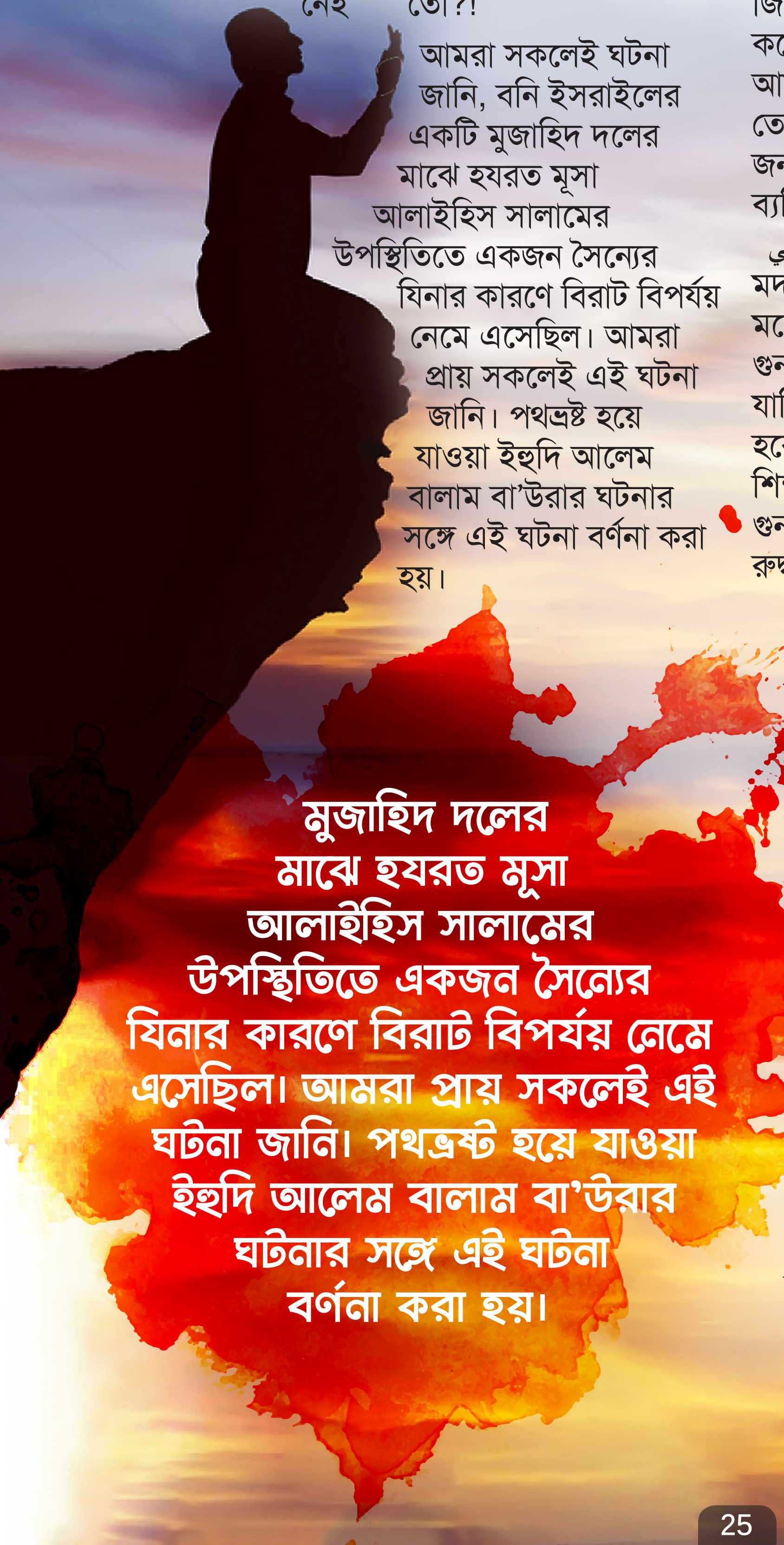

উম্মাহর সামগ্রিক বিপর্যয়ে আমার গুনাহের দায় নেই তো?!

আমরা সকলেই ঘটনা জানি, বনি ইসরাইলের একটি মুজাহিদ দলের মাঝে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপস্থিতিতে একজন সৈন্যের যিনার কারণে বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছিল। আমরা প্রায় সকলেই এই ঘটনা জানি। পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া ইহুদি আলেম বালাম বা'উরার ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়।

মুজাহিদ দলের মাঝে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপস্থিতিতে একজন সৈন্যের যিনার কারণে বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছিল। আমরা প্রায় সকলেই এই ঘটনা জানি। পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া ইহুদি আলেম বালাম বা'উরার ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়।

তো আজকে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বৈশ্বিক জিহাদি জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন একান্তই নিজ অনুগ্রহ এবং দয়ার কারণে। আমাদের নিজেদের কোন সামর্থ্য বা যোগ্যতা ছিল না। তো আমরা যদি 'উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য কাজ করছি'—এমন আত্মপ্রতারণায় থেকে থেকে ব্যক্তিগত জীবনে গুনাহের উপর চলতে থাকি; أَبُو مِحْجَن مالك بن حبيب الثَّقَفي- রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মদ্যপানের ঘটনা থেকে ভুল শিক্ষা নিয়ে যদি এই মনে করতে থাকি যে, আমি যদিও ব্যক্তিগত জীবনে গুনাহগার কিন্তু উম্মাহর কল্যাণে তো আমি কাজ করে যাচ্ছি—তবে তা নিতান্তই আত্মপ্রতারণা ছাড়া কি কিছু হবে? বনি ইসরাইলের ঘটনা তো আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন গুনাহ উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের পথকে পরোক্ষভাবে রুদ্ধ করছে—না'উজুবিল্লাহি মিন যালিক!!

আমরা যদি গুনাহের ইচ্ছা জাগলে এ বিষয়টা মনে করি, আল্লাহ চাহেন তো গুনাহ্ থেকে আমরা বিরত থাকতে পারবো। সর্বোপরি তৌফিক তো আল্লাহর হাতেই।

আল্লাহর কসম! এই শিক্ষা গ্রহণের সর্বপ্রথম হকদার এই আমি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সর্বপ্রকার গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন!

পাঠক মহলের কাছে আমি দোয়া প্রার্থী।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাকবুল আমল করার তৌফিক দান করুন এবং প্রতিদানগুলো নষ্ট না করে তাঁর সামনে নিয়ে দাঁড়ানোর তৌফিক দান করুন!!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রিবাত অবস্থায় শাহাদাত দান করুন!

ফরজে কেফায়া মানেও সকলের উপর ফরজ

— Diner **pothe**

কিছু আলেম বর্তমানে জিহাদ কে ফরজে কেফায়া প্রমাণে ব্যস্ত। আর ফরজে কেফায়া মানে হলো, এটা করা যাবে না। কেউ করতে চাইলে অতিজযবাতি তরুণ বা অপরিণামদর্শী বলে আখ্যায়িত করতে হবে। আবার কেউ বুঝে নেন ফরজে কেফায়া মানে হারাম। বাস্তবতা এমনই। একটুও বেশী বলছি না। নইলে যারা ফরজে কেফায়া মনে করেন, তারা কেন মুজাহিদিনকে অতিজযবাতি মনে করেন? তাদের তো উচিত ছিলো, মুজাহিদদের জন্য দোয়া করা। কারণ, তারা তাদের পক্ষ থেকে ফরজ আদায় করছেন।

ফরজে কেফায়া মানে হলো, যদি কাজ আদায় হয় মতো একটি জামাত তা আদায় না করে তাহলে সকলে গোনাহগার হবে। আর যদি কাজ আদায় হয় মতো একটি জামাত তা আদায় তাহলে বাকীদের উপর আর ফরজ থাকবে না। ফরজে কেফায়ার ক্ষেত্রে এ পরিমাণ লোকের জিহাদ করতে হবে যার দ্বারা নতুন এলাকা বিজয় সম্ভব বা কাফেরদের প্রতিহত করা সম্ভব যদি এ পরিমাণ লোকে জিহাদ না করে তাহলে যারা জিহাদ করছে না -অথচ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ- তারা সকলে গোনাহগার হবে।

তাই আজকে ফরজে কেফায়ার হাকিকত নিয়ে আলোচনা করবো। জিহাদ ফরজে কেফায়া এর অর্থ কি?

তাহলে দেখি এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম কী বলেন,

ইমাম আলাউদ্দিন আল কাসানি রহ. আল হানাফি(৫৮৭ হি.) বলেন,

فان لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية ومعناه ان يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين. (بدائع الصنائع ٧٥/٦ ط. زكريا)

যদি নফিরে আম না হয় তাহলে জিহাদ ফরজে

কেফায়া। ফরজে কেফায়ার অর্থ হলো, জিহাদ করার সামর্থ্যবান সকলের উপর ফরজ। তবে (যদি কাজ আদায় হয় মত) কিছু লোক আদায় করে নেয় বাকীদের উপর আর ফরজ থাকবে না।–বাদাইউস সানায়ে: ৬/৫৭

ইমাম মুয়াফফাক উদ্দিন ইবনে কুদামা আল মাকদিসি আল হাম্বলি (৬২০ হি.) বলেন,

مسألة: قال: (والجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به قوم، سقط عن الباقين) معنى فرض الكفاية، الذي إن لم يقم به من يكفي، أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي، سقط عن سائر الناس.

فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. (المغني لابن قدامة ١٢٤/٢١ ط. دار الحديث)

“জিহাদ হলো, ফরজে কেফায়া- যখন একটি জামাত তা আদায় করে, বাকীদের উপর আর ফরজ থাকে না। ফরজে কেফায়া মানে হলো, যদি কাজ আদায় হয় মতো একটি জামাত তা আদায় না করে তাহলে সকলে গোনাহগার হবে। আর যদি কাজ আদায় হয় মতো একটি জামাত তা আদায় তাহলে বাকীদের উপর আর ফরজ থাকবে না।

তাই শুরুতে ফরজে আইনের মতো সবার উপরই ফরজ হয়ে যায়। তবে ফরজে আইন আর কেফায়ার মধ্যে পার্থক্য হলো, ফরজে কেফায়া কিছু লোকে আদায় করলে আদায় হয়ে যায়, কিন্তু ফরজে আইনের বেলায় সকলের আদায় করতে হয়”

– আল মুগনি ইবনে কুদামা: ১২/৪২১

শায়খ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ খতিব আশ শারবিনি আশ শাফেয়ী (৯৭৭ হি.) বলেন,

(؛ إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين) لأن هذا شأن فروض الكفايات وتعبيره بالسقوط ظاهر في أن فرض الكفاية يتعلق بالجميع وهو الصحيح عند الأصوليين. (مغني المحتاج ٧/٦ ط. دار الحديث)

“যখন জিহাদের কাজ আদায় হয় মতো কিছু লোক তা আদায় করে নেয় তাহলে বাকীদের আর জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার গোনাহ হবে না। ফরজে কেফায়া এমনই যে, কিছু লোক আদায় করলে বাকীদের আর করতে হয় না। “বাকীদের আর জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার গোনাহ হবে না” এ কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, ফরজে কেফায়া সকলের উপরেই ফরজ। আর উসুল-বিদদের মতে এটিই সহিহ কথা।”

–মুগনিল মুহতাজ: ৬/৭

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়

এক. জিহাদের সামর্থ্যবান হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা। আর ইদাদ তো সব সময়ের জন্য ফরজ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যাদেরকে জিহাদের হুকুম থেকে বাদ দিয়েছেন তারা বাদে সবাই সামর্থ্যবান।

দুই. ফরজে কেফায়ার ক্ষেত্রে এ পরিমাণ লোকের জিহাদ করতে হবে যার দ্বারা নতুন এলাকা বিজয় সম্ভব বা কাফেরদের প্রতিহত করা সম্ভব যদি এ পরিমাণ লোকে জিহাদ না করে তাহলে যারা জিহাদ করছে না -অথচ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ- তারা সকলে গোনাহগার হবে।

প্রিয় পাঠক! আমরা ঐ আলেমদের কথা অনুযায়ী যদি বর্তমানে জিহাদ ফরজে

বর্তমানে মুষ্টিমেয় কিছু মুজাহিদ ভাই জিহাদ করছেন। শত্রুর তুলনায় নিতান্তই কম। এ অল্প মুজাহিদ দ্বারা কি উম্মাতে মুসলিমার উপর কাফেরদের আগ্রাসন প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে? কাশ্মীরের মুসলিমদের কি মালউনদের হামলা থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে? মিয়ানমারের বৌদ্ধদের থেকে রোহিঙ্গা মুসলিম ভাইদেরকে কি রক্ষা করা গেছে? চিনের উইঘুর মুসলিমদের উপর চীনাদের অত্যাচার কি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে? সিরিয়ায় মুসলিমদের উপর বিমান হামলা কি ঠেকানো যাচ্ছে? তাহলে বুঝা গেল এখনো এ পরিমাণ লোক জিহাদ করছে না। যার দ্বারা এগুলো সম্ভব হচ্ছে। তাহলে তো জিহাদ ছেড়ে বসে থাকা সবাই ফরজ ছেড়ে দেওয়ার গোনাহে লিপ্ত। এটা তো ফরজে কেফায়ার সূরতে।

কেফায়া মেনে নেই, তাহলে বলবো, বর্তমানে মুষ্টিমেয় কিছু মুজাহিদ ভাই জিহাদ করছেন। শত্রুর তুলনায় নিতান্তই কম। এ অল্প মুজাহিদ দ্বারা কি উম্মাতে মুসলিমার উপর কাফেরদের আগ্রাসন প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে? কাশ্মীরের মুসলিমদের কি মালউনদের হামলা থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে? মিয়ানমারের বৌদ্ধদের থেকে রোহিঙ্গা মুসলিম ভাইদেরকে কি রক্ষা করা গেছে? চিনের উইঘুর মুসলিমদের উপর চীনাদের অত্যাচার কি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে? সিরিয়ায় মুসলিমদের উপর বিমান হামলা কি ঠেকানো যাচ্ছে? তাহলে বুঝা গেল এখনো এ পরিমাণ লোক জিহাদ করছে না। যার দ্বারা এগুলো সম্ভব হচ্ছে। তাহলে তো জিহাদ ছেড়ে বসে থাকা সবাই ফরজ ছেড়ে দেওয়ার গোনাহে লিপ্ত। এটা তো ফরজে কেফায়ার সূরতে। যেটা আপনারাও শিকার করেন। আর যদি ফরজে আইন বলি-বাস্তবেই তো ফরজে আইন- তাহলে সকলেই ফরজে আইন তরকের গোনাহে লিপ্ত।

বর্তমানের তো কোন ইকদাম নেই। সব দেফা। আর দিফায়ি জিহাদ তো ফরজে আইন। আমি আলেমদেরকে বলবো, আপনারা ফিকহে হানাফির নির্ভরযোগ্য যে কোন এক কিতাবের কিতাবুল জিহাদ মুতাআলা করুন। তাহলে আশা করি আমাদের সাথে এত কথার দরকার হবে না। কিতাব না পড়ে কথা বললে ভুলের মাত্রা বাড়তে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আর যদি ফরজে আইন বলি-বাস্তবেই তো ফরজে আইন- তাহলে সকলেই ফরজে আইন তরকের গোনাহে লিপ্ত। বর্তমানের তো কোন ইকদাম নেই। সব দেফা। আর দিফায়ি জিহাদ তো ফরজে আইন। আমি আলেমদেরকে বলবো, আপনারা ফিকহে হানাফির নির্ভরযোগ্য যে কোন এক কিতাবের কিতাবুল জিহাদ মুতাআলা করুন। তাহলে আশা করি আমাদের সাথে এত কথার দরকার হবে না। কিতাব না পড়ে কথা বললে ভুলের মাত্রা বাড়তে থাকবে।

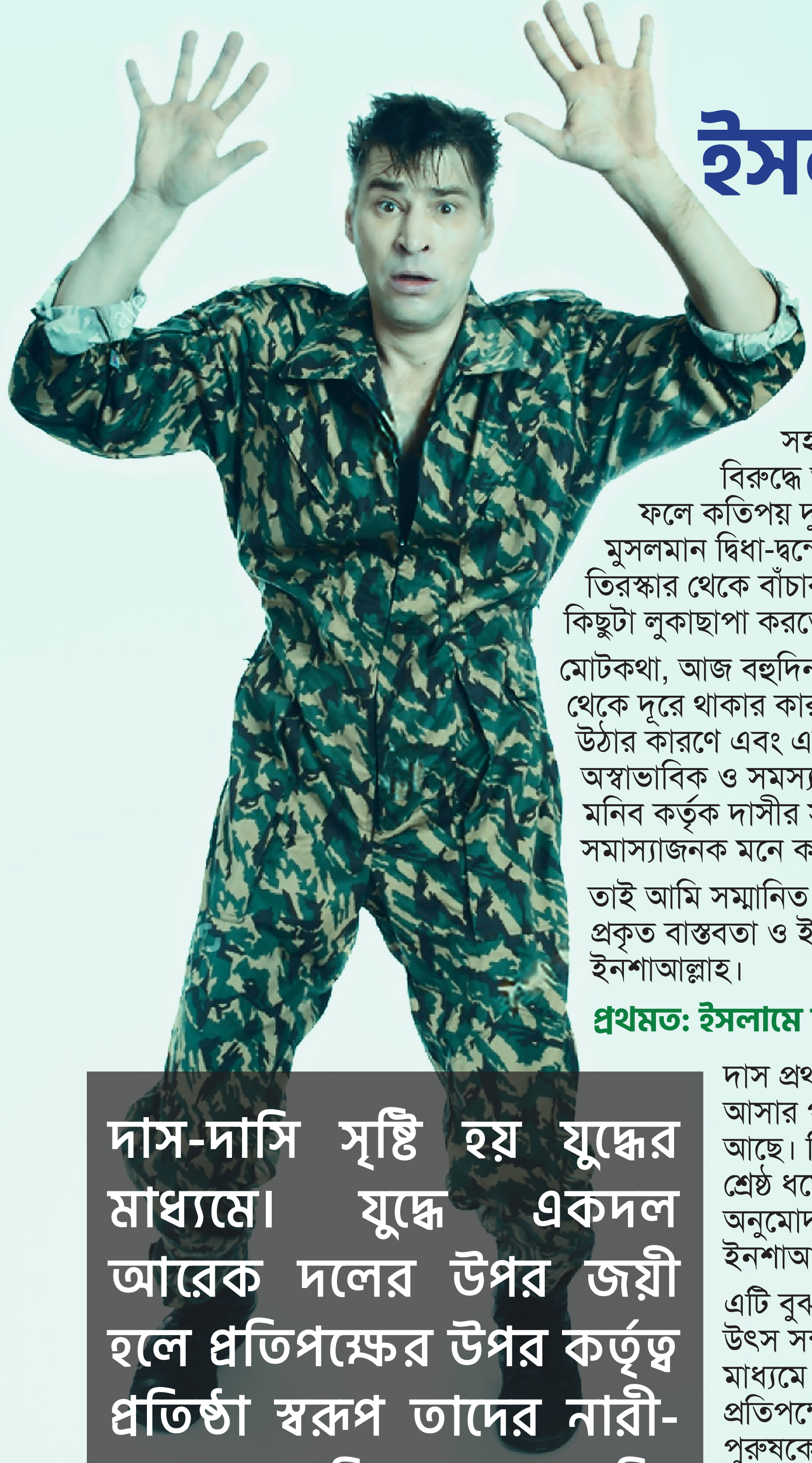

ইসলামে দাস প্রথা

— salahuddin **aiubi**

পর্ব-১

ইসলামের দাস প্রথা ও দাসীদের সঙ্গে মনিবের সহবাস করা নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী চক্র ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি, সমালোচনা ও কটাক্ষ করে। ফলে কতিপয় দুর্বল দ্বীনদার ও ধর্ম সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানী মুসলমান দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। অত:পর কেউ কেউ আপত্তি ও তিরস্কার থেকে বাঁচার জন্য এগুলোকে অস্বীকারও করেন। কেউ কিছুটা লুকাছাপা করতে চান।

মোটকথা, আজ বহুদিন যাবত মুসলিমগণ ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ থেকে দূরে থাকার কারণে, জন্ম থেকেই কুফরী পরিবেশে বেড়ে উঠার কারণে এবং এর প্রকৃত হাকিকত না জানার কারণে এটাকে অস্বাভাবিক ও সমস্যাজনক মনে করেন। বিশেষ করে বিয়ে ব্যতীত মনিব কর্তৃক দাসীর সঙ্গে সহবাস করাকে আরো অস্বাভাবিক ও সমাস্যাজনক মনে করেন।

তাই আমি সম্মানিত পাঠকদের সামনে এ দু'টি বিষয়ের প্রকৃত বাস্তবতা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত: ইসলামে দাস প্রথা:

দাস প্রথা ইসলামের আগেও সব ধর্মে ছিল এবং ইসলাম আসার পরও সব ধর্মে ছিল। সেটা ইসলামেও বহাল আছে। কিন্তু অনেকের প্রশ্ন হল, ইসলামের মত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মে কিভাবে এই বর্বর প্রথাটাকে নিষিদ্ধ না করে অনুমোদন করল? এক্ষণে আমরা সেটিরই উত্তর দেখবো ইনশাআল্লাহ।

এটি বুঝার জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে দাস-দাসির উৎস সম্পর্কে জানতে হবে। দাস-দাসি সৃষ্টি হয় যুদ্ধের মাধ্যমে। যুদ্ধে একদল আরেক দলের উপর জয়ী হলে প্রতিপক্ষের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা স্বরূপ তাদের নারী-পুরুষকে নিজেদের দাসি-দাসিতে রূপান্তরিত করে। ইসলাম ছাড়া অন্যরা শুধু কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই এটা করত। এক্ষেত্রে তাদের আর কোন যুক্তি-দর্শন ছিল না। কিন্তু ইসলামের এক্ষেত্রে ভিন্ন যুক্তি ও দর্শন রয়েছে। তা হল:

দাস-দাসি সৃষ্টি হয় যুদ্ধের মাধ্যমে। যুদ্ধে একদল আরেক দলের উপর জয়ী হলে প্রতিপক্ষের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা স্বরূপ তাদের নারী-পুরুষকে নিজেদের দাসি-দাসিতে রূপান্তরিত করে। ইসলাম ছাড়া অন্যরা শুধু কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই এটা করত। এক্ষেত্রে তাদের আর কোন যুক্তি-দর্শন ছিল না।

ইসলাম সকল কাফেরদেরকে অপরাধী আর কুফরকে গুরুতর অপরাধ মনে করে। যেমন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "নিশ্চয়ই শিরক এক গুরুতর অপরাধ।" (সূরা লুকমান:১৩)

অন্য আয়াতে বলেন: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ "আর কাফিররাই তো জালিম। (সূরা বাকারাহ:২৫৪)

অন্য আয়াতে বলেন:إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন আগুন।” (সূরা আহযাব:৬৪)

অন্য আয়াতে বলেন:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা অনুধাবন করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল।

(সূরা আরাফ:১৭৯)

অন্য আয়াতে বলেন: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

“তবে কি আমি আত্মসমর্পণ কারীদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করবো?? তোমাদের কী হল, এ তোমরা কেমন বিচার করছো??” (সূরা আল-কালাম:৩৫, ৩৬)

অনেক ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে মৃতদের সমান গণ্য করেছে। যেমন:

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٠٨) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

“তুমি মৃতদেরকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও তুমি নিজ ডাক শোনাতে পারবে না, যখন তারা পিছনে ফিরে চলে যায়। আর তুমি অন্ধদেরকেও তাদের পথভ্রষ্টতা হতে মুক্ত করে সঠিক পথে আনতে পারবে না। তুমি তো কথা শোনাতে পারবে কেবল তাদেরকেই, যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। অত:পর তারাই হবে আনুগত্য স্বীকারকারী।”

(সূরা নামল: ৮০,৮১)

অন্য আয়াতে বলেন:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ

“জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কথা শুনিয়ে দেন। যারা কবরে আছে তুমি তাদেরকে কথা শোনাতে পারবে না।”

(সূরা ফাতির: ২২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে অন্ধ, বধির ও মুক বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

“তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।”

(সূরা আলবাকারা:১৮)

অন্য আয়াতে বলেন:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

“অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না, অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে না এবং ছায়া ও রোদও সমান হতে পারে না।”

(সূরা ফাতির: ১৯,২০,২১)

আল্লাহ মুশরিকদেরকে নাপাক বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

“হে মুমিনগণ! মুশরিকরা আপাদমস্তক অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের নিকটেও না আসে।”

(সূরা তাওবা: ২৮)

ঈমান আনার আগ পর্যন্ত কাফেরদের জান-মাল গ্রহণ করাও মুসলমানদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

“আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। যখন তারা এটা বলবে, তখন আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করতে পারবে। তবে তার (অর্থাৎ রক্ত ও সম্পদের) হকের কথা ভিন্ন।”

(সহীহুল মুসলিম, হাদিস নং ৩৫)

কাফেরদেরকে আল্লাহ নিজের শত্রু বলেছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

“হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিয়ো না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে।”

(সূরা মুমতাহিনা: ১)

কাফেরদেরকে এত নিকৃষ্ট অপরাধী গণ্য করার কারণ হল, তারা আপাদমস্তক আল্লাহর নিয়ামতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। আল্লাহর দেওয়া শস্য, ফল-মূল ও আলো-বাতাস ভোগ করছে। কিন্তু আল্লাহকে মানছে না। আল্লাহর প্রভুত্ব ও রাজত্ব মেনে নিচ্ছে না। অথচ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া একটি শ্বাসও নিতে পারে না। এমনিভাবে তাদের চতুঃপার্শ্বে আল্লাহর একত্বের পরিচয় বহনকারী কোটি কোটি আলামত থাকা সত্ত্বেও এবং এগুলো প্রতিদিন তাদের অন্তরে নাড়া দেওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র গোঁড়ামি, অহংকার ও স্বার্থের কারণে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাহ্যিক আহ্বানকারী ছাড়াও প্রতিটি মানুষের অন্তরে আল্লাহ প্রদত্ত এক আহ্বানকারী থাকে। কাফেররা প্রতিনিয়ত সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে যায়।

যারাই বিশ্বজগতের মালিক, প্রতিপালক ও স্রষ্টার দ্বীন গ্রহণ না করে কুফরের উপর থাকছে, তারা নিজেদের প্রবৃত্তির পূজা ও মানসিক পঙ্কিলতার কারণেই সত্য ধর্ম গ্রহণ করছে না। তাহলে পৃথিবীতে যারা স্রষ্টার অবাধ্যতা করছে, নিজেদের প্রবৃত্তির পূজা করছে, অহংকারের উপর থাকছে, তারা আর স্রষ্টার বাধ্যগত বান্দাগণ কিভাবে সমান হতে পারে???!

কিন্তু কাফেররা সকল মানুষকে এক রকম মনে করে। নিজেদেরকেও মুসলমানদের সমান মনে করে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম-কাফের সমান মানুষ নয়। কাফেরদের মনুষ্যত্বের মধ্যেই ত্রুটি আছে।

পূর্বোল্লিখিত পরিপার্শ্বিক নিদর্শনাবলী ও অন্তরের আহ্বানকারী থাকা সত্ত্বেও মহান দয়ালু আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে বাহ্যিকভাবে আরো একবার তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করা ফরজ করে দিয়েছেন।

যেমন আল্লামা কাসানী রহ. বলেন:

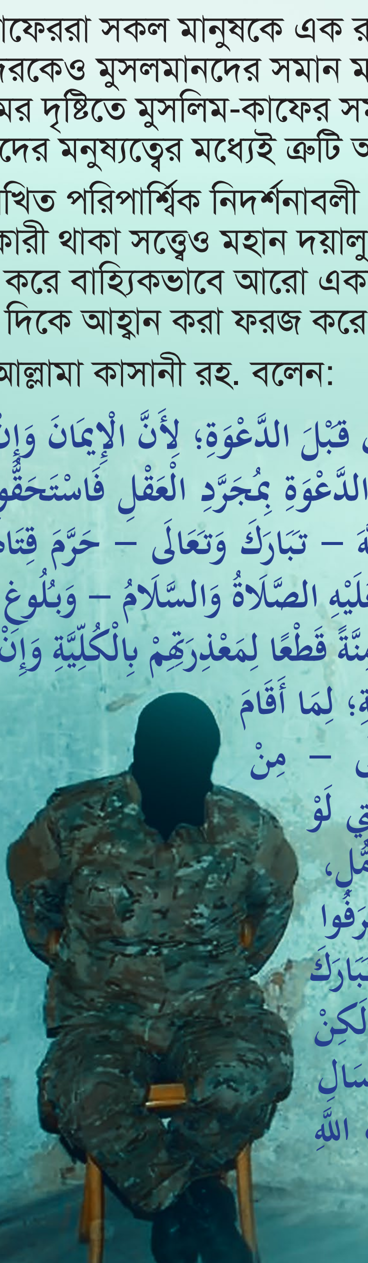

وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ الْقِتَالُ قَبْلَ الدَّعْوَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ فَاسْتَحَقُّوا الْقَتْلَ بِالِامْتِنَاعِ، لَكِنَّ اللَّهَ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – حَرَّمَ قِتَالَهُمْ قَبْلَ بَعْثِ الرَّسُولِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – وَبُلُوغِ الدَّعْوَةِ إيَّاهُمْ فَضْلًا مِنْهُ وَمِنَّةً قَطْعًا لِمَعْذِرَتِهِمْ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ لَا عُذْرَ لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِمَا أَقَامَ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – مِنْ الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي لَوْ تَأَمَّلُوهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ، وَنَظَرُوا فِيهَا لَعَرَفُوا حَقَّ اللَّهِ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – عَلَيْهِمْ، لَكِنْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ – صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ –؛ لِئَلَّا يَبْقَى لَهُمْ شُبْهَةُ عُذْرٍ {فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ}

[القصص: ٧٤]

هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ لَمْ تَبْلُغْهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْهُمْ جَازَ لَهُمْ أَنْ يَفْتَتِحُوا الْقِتَالَ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ الدَّعْوَةِ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْحُجَّةَ لَازِمَةٌ، وَالْعُذْرُ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْقَطِعٌ، وَشُبْهَةُ الْعُذْرِ انْقَطَعَتْ بِالتَّبْلِيغِ مَرَّةً، لَكِنْ مَعَ هَذَا الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَفْتَتِحُوا الْقِتَالَ إلَّا بَعْدَ تَجْدِيدِ الدَّعْوَةِ لِرَجَاءِ الْإِجَابَةِ فِي الْجُمْلَةِ

“তাদের জন্য দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। কেননা যদিও দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে শুধু বিবেকের মাধ্যমেই তাদের উপর ঈমান আনা ফরজ ছিল এবং তারপর প্রতিরক্ষা গ্রহণের কারণে তারা হত্যার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে, নিজ দয়ায় এবং তাদের সকল ওজর (অজুহাত) শেষ করে দেওয়ার জন্য নবী-প্রেরণ ও তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম করেছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন ওজর নেই, কারণ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে এমন এমন জ্ঞানগত দলিল প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন, যেগুলো তারা যথাযথ চিন্তা ও গবেষণা করলে অবশ্যই অবশ্যই তাদের উপর আল্লাহর যে হক আছে, তা বুঝতে পারত। কিন্তু তবু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা নবী আলাইহিমুস সালামদেরকে প্রেরণ করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যেন তাদের জন্য ওজরের কোন সংশয়ও অবশিষ্ট না থাকে। “ফলে তার একথা বলতে না পারে যে: হে আমাদের রব, আপনি কেন আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করলেন না, তাহলে তো আমরা আপনার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করতাম?!”

এ হল, যখন তাদের নিকট ইতিপূর্বে দাওয়াত পৌঁছে গিয়ে না থাকে। কিন্তু যদি তাদের নিকট ইতিমধ্যেই দাওয়াত পৌঁছে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের জন্য নতুন করে দাওয়াত দেওয়া ব্যতীতই যুদ্ধ করা জায়েয আছে। যেহেতু আমরা বলেছি যে, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, প্রকৃতপক্ষে কোন ওজর নেই, তথাপি একবার তাবলীগের মাধ্যমে ওযরের সংশয়ও দূরীভূত হয়ে গেছে। তবে এতদসত্ত্বেও উত্তম হল, নতুন করে দাওয়াত দিয়েই যুদ্ধ শুরু করবে। যেহেতু দাওয়াত গ্রহণের কিছু সম্ভাবনাও আছে।”

(বাদায়িউস সানায়ি: ৭/১০০, আলমাকতাবাতুশ শামেলাহ)

(চলবে)

ইসলামে দাস প্রথা

পর্ব-২

— salahuddin **aiubi**

কাফেরদেরকে হত্যা করা:

এজন্য যখন কাফেররা এ আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হত্যা করার আদেশ করেছেন, যেন তাদের ভাইরাস অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে না পড়ে এবং তারা অন্যদের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। কারণ কুফরের ধর্মই হল, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টি করা। তাই কাফেররা কখনো বসে থাকবে না। তারা অবশ্যই সর্বদা বাঁধা সৃষ্টি করেই যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

"তারা অনবরত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে।"

(সূরা বাকারাহ:২১৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

"নিশ্চয়ই কাফেরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

(সূরা নিসা: ১০১)

তাই তারা সর্বদা শত্রুতা করেই যাবে।

কাফেররা যদি যুদ্ধ ও হত্যার আগেই মুসলমানদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে রাজি হয় এবং জিযিয়া প্রদান করে মুসলমানদের প্রজা হিসাবে থাকে, সেক্ষেত্রেও কুফরীর কারণে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে রাখা আবশ্যক। সব সময় তাদের উপর লাঞ্ছনার চিহ্ন প্রকাশ পেতে হবে।

কাফেরদের উপর লাঞ্ছনার বিধান:

কাফেররা যদি যুদ্ধ ও হত্যার আগেই মুসলমানদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে রাজি হয় এবং জিযিয়া প্রদান করে মুসলমানদের প্রজা হিসাবে থাকে, সেক্ষেত্রেও কুফরীর কারণে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে রাখা আবশ্যক। সব সময় তাদের উপর লাঞ্ছনার চিহ্ন প্রকাশ পেতে হবে। যেমন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"যে সকল আহলে কিতাব আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মানে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা লাঞ্ছিত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।"

(সূরা তাওবা: ২৯)

হযরত ইকরিমা রাযি. লাঞ্ছনার বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন:

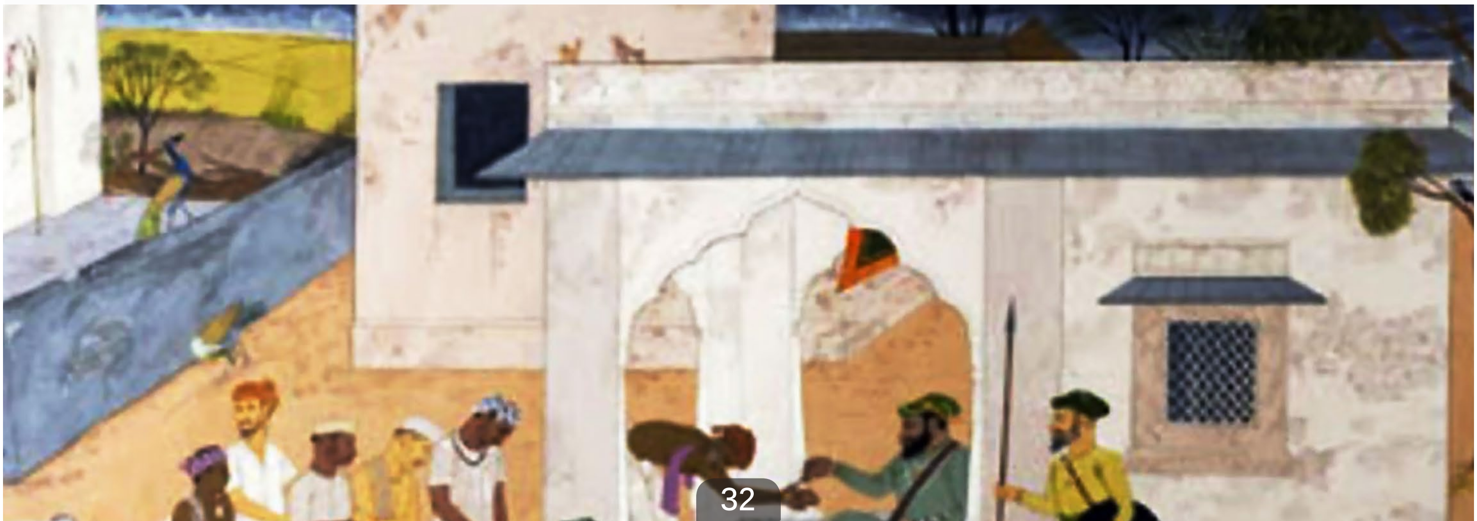

عَنْ عِكْرِمَةَ: " {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} قَالَ: أَنْ يَكُونَ قَائِمًا وَأَنْتَ جَالِسٌ

[التوبة: ٩٢]

“যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লাঞ্ছিত হয়ে জিযিয়া প্রদান না করে” অর্থাৎ সে (জিম্মি কাফের) দণ্ডায়মান থাকবে আর তুমি (মুসলিম) উপবিষ্ট থাকবে।”

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস ও ইবনে ওমর রাযি. এর ব্যাখ্যাও লক্ষণীয়:

"وعن ابن عمَر قال: قال رسولُ الله – صَلَّى الله عليه وسلم –: لا تبدَؤُوا اليهودَ والنَّصَارَى بالسلام"؛ لأَنَّ الابتداءَ بالسلام إعزازٌ للمسلَّم عليه، وهؤلاءِ المَخْذُولون لا يجوزُ إعزازُهم. "فإذا لقيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطرُّوه إلى أَضْيَقِهِ"؛ أي: مُروه ليعدِلَ عن وسطِ الطريق إلى أحدِ طَرَفِيه.

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ইহুদী-নাসারাদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না।” কেননা শুরুতে সালাম দেওয়ার দ্বারা, যাকে সালাম দেওয়া হয়, তাকে সম্মান করা হয়। অথচ এরা লাঞ্ছিত, এদেরকে সম্মান করা জায়েজ নেই।

যে সকল আহলে কিতাব আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মানে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা লাঞ্ছিত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।

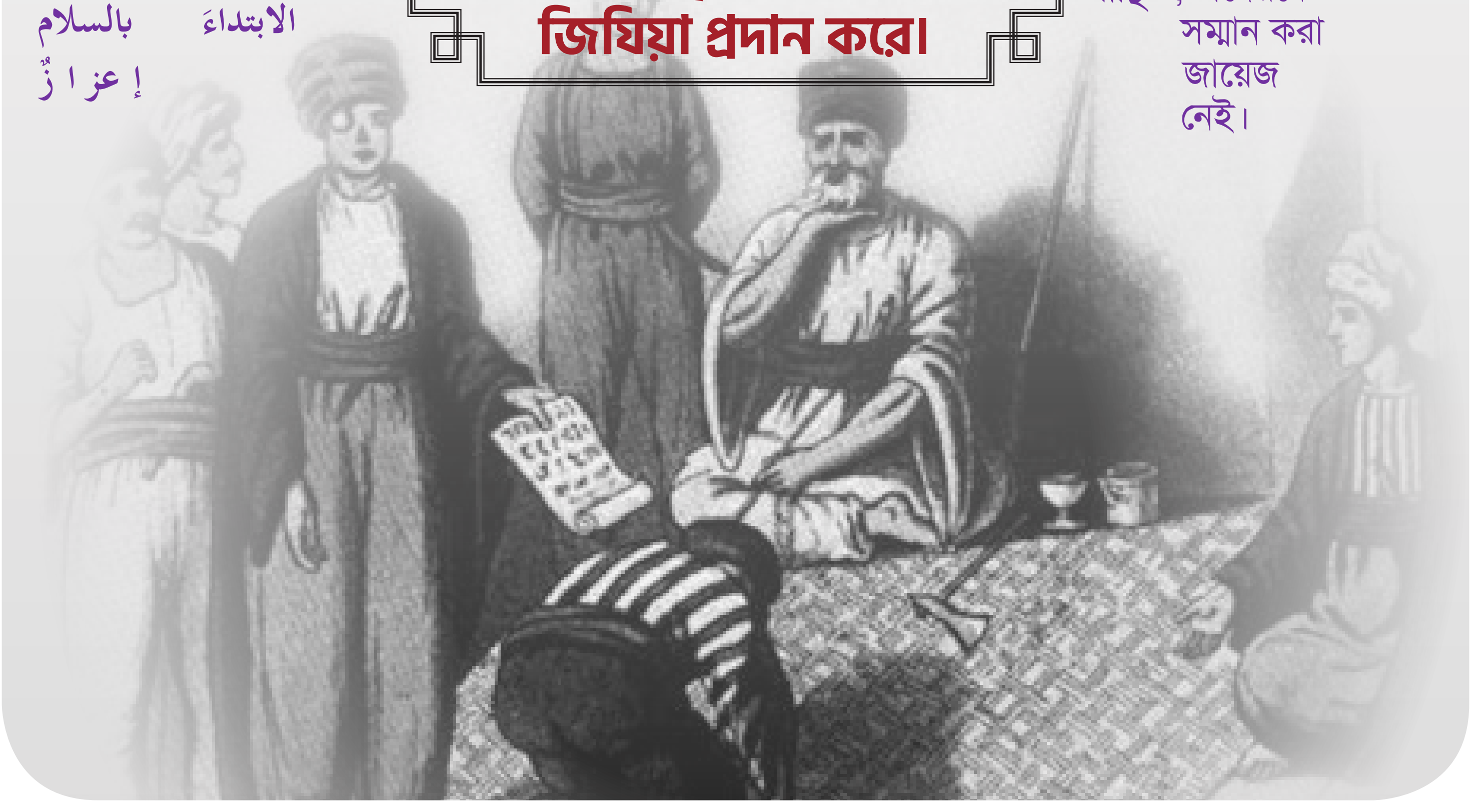

“আর যখন তাদের কারো সঙ্গে রাস্তায় সাক্ষাত হবে, তখন তাকে রাস্তার সংকীর্ণ স্থান দিয়ে যেতে বাধ্য করবে।” অর্থাৎ তাকে রাস্তার মধ্যভাগ থেকে কোন এক পার্শ্বে সরে যেতে আদেশ করবে।”

ফিকহে হানাফির প্রসিদ্ধ কিতাব আল-হিদায়ার গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগিনানী রহ. বলেন:

قال: " ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم فلا يركبون الخيل ولا يعملون بالسلاح وفي الجامع الصغير ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف " وإنما يؤخذون بذلك إظهارا للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين ولأن المسلم يكرم والذمي يهان ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق فلو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لا يجوز والعلامة يجب أن تكون خيطا غليظا من الصوف يشده على وسطه دون الزنار من الإبريسم فإنه جفاء في حق أهل الإسلام ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرقات والحمامات ويجعل على دورهم علامات كيلا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة قالوا الأحق أن لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمين فإن لزمت الضرورة اتخذوا سروجا بالصفة التي تقدمت ويمنعون من لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف.

“জিম্মিদেরকে পোশাক, বাহন, গদি ও টুপিতে মুসলিমদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বন করতে বাধ্য করা হবে। তাই তারা ঘোড়ায় চড়তে পারবে না। অস্ত্র নিয়ে কাজ করতে পারবে না। জামে সগীরের মধ্যে আছে, জিম্মিদেরকে পোশাকের উপর বাঁধার জন্য অনুন্নত মোটা রশি ব্যবহার করতে এবং বাহনের উপর বসার জন্য হাতের তালুর আকৃতির নিম্নমানের গদি ব্যবহার করতে বাধ্য করা হবে।

তাদেরকে এগুলো করতে বাধ্য করা হবে তাদের উপর লাঞ্ছনা প্রকাশ করা এবং দুর্বল মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করার জন্য। কারণ মুসলিমগণকে সম্মানিত আর জিম্মিদেরকে হীন করা আবশ্যক। তাদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া যাবে না। রাস্তায় তাদেরকে সংকীর্ণ অংশে চলতে বাধ্য করা হবে।

তাই যদি শনাক্তকারী কোন আলামত না থাকে, তাহলে হয়ত তাদের সাথেও মুসলমানদের মত আচরণ করে ফেলবে। আর এটা জায়েজ নেই। আর আলামত হতে হবে সূতার মোটা রশি, যেটা কোমরবন্ধনী হিসাবে ব্যবহার করবে। পশমের বেল্ট হতে পারবে না। কারণ এটা মুসলমানদের জন্য অসম্মান হবে। রাস্তা ও শৌচাগারসমূহে তাদের নারী ও আমাদের নারীদের মাঝে পার্থক্যকারী আলামত থাকতে হবে। তাদের ঘর-বাড়ির উপর বিভিন্ন ধরণের আলামত রাখা আবশ্যক করা হবে, যেন কোন মুসলিম ভিক্ষুক তাদের ঘরের সামনে দাড়িয়ে তাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করে না ফেলে।

আলেমগণ বলেছেন, সর্বাধিক সঙ্গত হল, তাদেরকে অতি প্রয়োজন ব্যতীত কোন বাহনে চড়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। যদিও বিশেষ জরুরতের কারণে চড়ে, তবে মুসলিমদের সমাগমের স্থানে নেমে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন হলে পূর্বোল্লেখিত নিম্নমানের গদি ব্যবহার করবে। তাদের জন্য এমন পোশাক নিষিদ্ধ করা হবে, যা আলিম, ইবাদতগোযার ও সম্মানিত লোকদের বিশেষ পোশাক।”

(আল-হিদায়া: ২/৪০৪)

তবে ইসলামী আইন সঙ্গত উল্লেখিত শাস্তিমূলক লাঞ্ছনাগুলো ব্যতীত বেআইনিভাবে তাদের উপর কোন প্রকার জুলুম, অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন ও সেচ্ছচারিতা করা যাবে না। ইসলামের আইনে তাদেরকে যে সমস্ত অধিকারগুলো দেওয়া হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হবে। উভয়টার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করাই ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্য বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু দু:খের বিষয় হল: আজ পরাজিত ও গোলামী মানসিকতার আলেমগণ কাফেরদের শাস্তি ও লাঞ্ছনামূলক বিষয়গুলো একেবারে উল্লেখ না করে যুদ্ধরত জালিম কাফেরদেরকেও জিম্মি বানিয়ে শুধু জিম্মিদের অধিকারগুলো আলোচনা করতে থাকে।

এর ফলে কাফের ও মুরতাদরা আরো একধাপ এগিয়ে কাফেরদের উপর ইসলাম-নির্ধারিত শাস্তিমূলক লাঞ্ছনাগুলোকেও বৈষম্য ও জুলুম বলার প্রয়াস পায়। এভাবে এগুতে এগুতে আজ কাফের-মুরতাদরা ইসলামের ভিত্তিগুলোর উপরও আঘাত হানছে।

অথচ ইসলামের আদর্শে কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনা ও শাস্তিই তো প্রথম এবং মূল। অধিকার ও ভালো ব্যবহার তো অনেক পরে। আমাদের হাতে বন্দি হওয়ার পর বন্দি হিসাবে ভালো ব্যবহার করা হবে। আমাদের কাছে নতি স্বীকার করে প্রজা হওয়ার পর প্রজা হিসাবে আইনসংগত লাঞ্ছনাগুলোর সাথে সাথে আইনসংগত ভালো ব্যবহারগুলোও করা হবে।

কিন্তু আজ আমাদের থেকে নিয়ন্ত্রণহীন, বরং আমাদের উপর জুলুমকারী বা জুলুমের সাপোর্টকারী কাফেরদের সাথে ভালো ব্যবহার করার কথা বলা হয়। আফসোস! এ সকল ইসলাম-বিকৃতকারীদের উপর!!

(চলবে)

ইসলামে দাস প্রথা

পর্ব-৩

— salahuddin **aiubi**

পার্থিব লাঞ্ছনার চূড়ান্ত ধাপ দাসত্ব

যদি কাফেরগণ যুদ্ধের আগে জিযিয়া দিতে রাজি না হয়, তাহলে যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের পরে তাদেরকে গ্রেফতার করে হয়ত হত্যা করা হবে অথবা অনুগ্রহ করে গোলাম বানিয়ে রাখা হবে।

তাহলে, তাদের এই হত্যা বা দাসত্ব, কুফরের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ। যেমন আল্লামা সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে ইসহাক ইবনে আহমাদ আলহিন্দী আলহানাফী রহ. (মৃ: ৭৭৩) বলেন:

ولأن الرق أثر الكفر لأنهم لما استنكف الكفار عن عبادة الله تعالى جعلهم عبيد عبيده سبحانه

“যেহেতু দাসত্ব কুফরের চিহ্ন। কারণ কাফেররা যখন মহান আল্লাহ তা’আলার দাসত্ব করা থেকে অহংকার করল, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাদেরকে নিজের দাসদের দাস বানিয়ে দিলেন।”

(আলগুররাতুল মুনিফাহ ফি তাহকিকি বা’দি মাসায়িলিল হানাফিয়্যাহ: ১/৮৭) অর্থাৎ মুসলমানদের দাস বানিয়ে দিলেন।

যদি কাফেরগণ যুদ্ধের আগে জিযিয়া দিতে রাজি না হয়, তাহলে যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের পরে তাদেরকে গ্রেফতার করে হয়ত হত্যা করা হবে অথবা অনুগ্রহ করে গোলাম বানিয়ে রাখা হবে। তাদের এই হত্যা বা দাসত্ব, কুফরের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ। কাফেররা যখন মহান আল্লাহ তা’আলার দাসত্ব করা থেকে অহংকার করল, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাদেরকে নিজের দাসদের দাস বানিয়ে দিলেন।

এ দাসত্ব যে কুফরের কারণেই তা ফিকহের প্রায় সকল কিতাবেই ইমামগণ উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম আকমালুদ্দীন বাবরতী রহ.(মৃ:৭৮৬)বলেন:

فَإِنْ أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ الْقَتْلُ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَجَبَتْ لِلْبَقَاءِ عَلَى الْكُفْرِ، فَإِذَا زَالَ الْكُفْرُ سَقَطَ الْقَتْلُ (وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ شَرِّهِمْ مَعَ وُفُورِ الْمَنْفَعَةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ) فَإِنْ أَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ الرِّقُّ لِأَنَّ الرِّقَّ جَزَاءُ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ عَلَى مَا عُرِفَ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمُوا قَبْلَ الِاسْتِيلَاءِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْقَتْلُ وَالِاسْتِرْقَاقُ أَيْضًا

“যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের থেকে হত্যা মাফ হবে। কেননা কুফরের উপর বহাল থাকার কারণে শাস্তি হিসাবে হত্যা আবশ্যক হয়েছিল। তাই যখন কুফর দূর হয়ে যাবে, তখন হত্যাও মাফ হয়ে যাবে।

আর (যুদ্ধে বন্দী হলে) চাইলে তাদেরকে দাস বানাতে পারবে। কারণ এর মাধ্যমে তাদের অনিষ্ট দূর করা সম্ভব হয় এবং মুসলমানদেরও প্রভূত উপকার হয়।

যদি এর পরে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে দাসত্ব রহিত হবে না। কারণ দাসত্ব মূল কুফরের বদলা, যেমনটা প্রসিদ্ধ। তবে যদি তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা বা দাস বানানো জায়েয হবে না।”

(আল-ইনায়াহ শরহুল হিদায়াহ: ৫/৪৭৩)

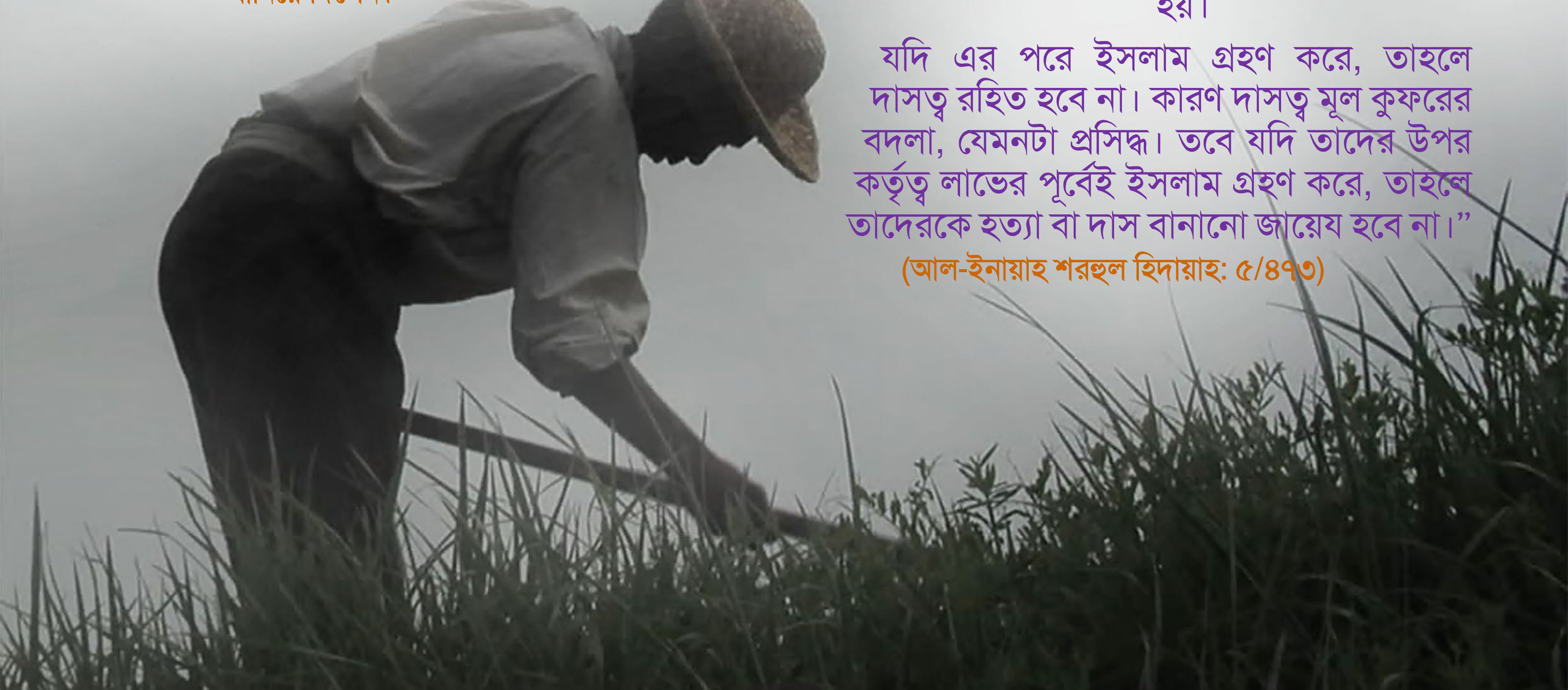

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী আল-হানাফী রহ.ও (মৃ:৮৫৫) একই কথা বলেন:

لأن الله عز وجل أجرى عليه الرق جزاء الكفر، حيث استنكف أن يكون عبداً لله تعالى فجعله الله عبد عبده

“কেননা আল্লাহ তাদের উপর দাসত্ব আরোপ করেছেন কুফরের প্রতিফল স্বরূপ। অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর দাস হতে অহংকার করল, তখন আল্লাহ তাদেরকে নিজের দাসদের দাস বানিয়ে দিলেন।”

(আল-বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ: ৬/৩৬)

আল্লামা ফখরুদ্দীন যাইলায়ী আল-হানাফী রহ. (মৃ:৭৪৩) বলেন:

مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَحْرَزَ بِإِسْلَامِهِ نَفْسَهُ وَأَوْلَادَهُ الصِّغَارَ لِوُجُودِ الْعَاصِمِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَلَا اسْتِرْقَاقُهُ لِأَنَّهُمَا جَزَاءُ الْكُفْرِ ابْتِدَاءً أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِّ

“হারবীদের কেউ যদি দারুল হারবেই ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে স্বীয় ইসলামের কারণে নিজের জান ও নিজ শিশু সন্তানদের জান সংরক্ষিত করে ফেলল। যেহেতু সংরক্ষণকারী বিষয় পাওয়া গেছে, যা হচ্ছে ইসলাম। তাই তাকে হত্যা করা বা দাস বানানো জায়েয নেই। কারণ শুরুতে এ দু'টি হল কুফরের প্রতিফল অথবা কুফরের অনিষ্ট দূর করার মাধ্যম। (শুরুতে—অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার পরও যে দাসত্ব থাকে, তা কুফরের শাস্তি নয়।)

(তাবয়ীনুল হাকায়িক: ৩/২৫৩)

তাহলে কুরআন-সুন্নাহ ও উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, মানুষের উপর দাসত্ব আসে কেবল কুফরের কারণে, কুফরের শাস্তি স্বরূপ। মহান সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব করতে অহংকার করার কারণে, সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে নিজের দাসদের দাস বানিয়ে দেন, যা তাদের উপযুক্ত শাস্তিই বটে।

কিন্তু অপরাধীরাই অপরাধীদের পক্ষপাতিত্ব করে এটাকে জুলুম বলে এবং নিজেদেরকে আল্লাহর আত্মসমর্পণকারী বান্দাদের সমান বানাতে চায়।

মুসলিম দাস

তবে একটি বিষয় থেকে যায়, তা হল: তাহলে গোলাম বাঁদী মুসলিম হয়ে গেলেও তাদের উপর পূর্বের দাসত্ব বলবৎ থাকে কেন??

উত্তর হল:

১. তখন বান্দার হকের কারণে দাসত্ব তুলে দেওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাৎ যেহেতু প্রথমে কাফের অবস্থায় দাসত্ব সাব্যস্ত হওয়ার পর সে একজনের মালিকানাধীন সম্পদ হয়ে যায়। মালিক তাকে বিক্রয় করেও অনেক অর্থ লাভ করতে পারত অথবা রেখেও অনেক উপকার নিতে পারত। এখন যদি মুসলমান হওয়ার কারণে হঠাৎ করেই আযাদ হয়ে যায়, তাহলে হঠাৎ করেই মালিক অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এই অপ্রত্যাশিত ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তথা মালিকের হক রক্ষার জন্য মুসলমান হওয়ার পরও এটা বাকি থাকে। তবে তখন আর শাস্তি স্বরূপ নয়। বরং মালিকের হক রক্ষার জন্য।

আর কুফরের অবশিষ্ট চিহ্ন হিসাবে এটা থেকে যাওয়া তাদের হিসাবে গুরুতর কিছু নয়। কারণ তারা ছিল যুদ্ধবন্দি, তাদেরকে হত্যা করা হত। সেখান থেকে তাদেরকে অনুগ্রহ করা হয়েছে। তাই এখন এটা তাদের পক্ষে কঠিন হবে না।

উপরন্তু এর মাধ্যমে ইসলামের মহত্ব ও কুফরের অভিশাপের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কারণ ইসলাম কাফেরদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলে: যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগেই মুসলমান হয়ে যাও, তাহলে হত্যা-দাসত্ব উভয়টা থেকেই মুক্তি পাবে। আর যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরে মুসলমান হও, তাহলে শুধু হত্যা থেকে মুক্তি পাবে, কিন্তু দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। তাই এটা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে।

যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগেই মুসলমান হয়ে যাও, তাহলে হত্যা-দাসত্ব উভয়টা থেকেই মুক্তি পাবে। আর যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরে মুসলমান হও, তাহলে শুধু হত্যা থেকে মুক্তি পাবে, কিন্তু দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। তাই এটা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে।

২. যদি মুসলমান হলেই আযাদ হয়ে যায়, তাহলে কাফেরদেরকে দাস বানানোও কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ তখন এটা একটা আশঙ্কাজনক মাল হয়ে যাবে। কারণ, যেকোন সময় আযাদ হয়ে গেলেই মাল নেই! ফলে কেউ দাস-দাসী ক্রয় করতে চাইবে না। এমনকি রাখতেও চাইবে না। কারণ সব ভরণপোষণ দিয়ে রাখা হবে নিজের উপকারের জন্য। কিন্তু হঠাৎ করে মুসলমান হয়ে গেলেই আযাদ। তখন দাস-দাসী দ্বারা আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশি হয়ে যাবে। তাই কেউ রাখতেও চাইবে না। এতে কাফেরদেরকে দাস বানানোর বিধানটাই টিকবে না।

তবে যদিও আইনীভাবে আযাদ করা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু শরীয়ত এমন গোলামকে আযাদ করার জন্য খুব বেশি বেশি উৎসাহিত করেছে। এত বেশি উৎসাহিত করেছে, যার ফলে বেশিরভাগ গোলামই আযাদ হয়ে যাবে। এছাড়া বিভিন্ন উছিলায় আযাদ করার নিয়ম করে দিয়েছে। যেমন স্ত্রীর সাথে যেহারের কাফফারা স্বরূপ গোলাম আযাদ করার বিধান রাখা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত রোযা ভঙ্গের কাফফারা স্বরূপ গোলাম আযাদের বিধান রাখা হয়েছে। কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করে ফেললে গোলাম আযাদ করার বিধান রাখা হয়েছে। কসমের কাফফারা স্বরূপ গোলাম আযাদ করার বিধান রাখা হয়েছে।

আরো দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কতটা উৎসাহিত করেছেন:

একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান গোলাম আযাদ করবে, আল্লাহ তাআলা সেই গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর একেক অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন। বুখারী:১/৩৪৪

এসব ফযিলত লাভের আশায় অনেক সাহাবীই গোলাম আযাদ করেছেন যেমন- হযরত আবু বকর রা. এর আযাদকৃত গোলামের সংখ্যা ৬৩, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর ৩০, হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রা. এর ২০০, হযরত আব্বাস রা. এর ৭০, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর ১০০০, হযরত আয়েশা রা. এর ৬৯, হযরত উসমান রা. প্রতি জুমাআয় একজনকে আযাদ করতেন।

এখন যদি মুসলমান হওয়ার কারণে হঠাৎ করেই আযাদ হয়ে যায়, তাহলে হঠাৎ করেই মালিক অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

কমেন্ট

হিন্দের মুহাজির

সম্মানিত ভাই! কী কী ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে? কিছু বলে দিলে ভালো হত!

আরো কিছু প্রশ্নঃ

১। দাস মুসলিম হোক বা কাফের, তার সাথে কি মালিকের স্ত্রী দেখা করতে পারবে?

২। দাসী মুসলিম হয়ে যাওয়ার পর, তার উপর কি পর্দা ফরয হবেনা?

৩ । মালিক চাইলে দাসীকে কি বিয়ে করতে পারবে?

৪। আযাদী মানে কি তাকে চিরতরে ছেড়ে দেওয়া নাকি অন্যের কাছে বিক্রয় করা?

৫। দাসীর গর্ভে সন্তান থাকাকালীন কি তাকে বিক্রয় করা ঠিক হবে? যদি ঠিক হয় তাহলে সে সন্তান কোন মালিকের হবে?

আশা করি এবিষয়গুলোতে কলম ধরবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে তাওফীক দিন আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন ।

মুমিনদেরকে ক্বিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

salahuddin aiubi

মুহতারাম আখি, মালিকের ক্ষতির বিষয়টি তো উল্লেখ করা হয়েছে। মালিক তাকে বিক্রয় করেও অনেক অর্থ লাভ করতে পারত অথবা রেখেও অনেক উপকার নিতে পারত। এখন তার অনিচ্ছায় আযাদ হয়ে যাওয়ার কারণে তার সম্পদ খোয়া যাবে। হঠাৎ করে তার সম্পদ নাই হয়ে যাবে।

আর প্রশ্নগুলোর উত্তর:

১. দাসের সাথে মালিকের স্ত্রী দেখা করতে পারবে না।

২. দাসীদের পর্দা আর স্বাধীন নারীদের পর্দায় একটু পার্থক্য আছে। দাসীদের পেট ও পিঠ যথারীতি স্বাধীন নারীদের ন্যায় ঢাকতে হবে। কিন্তু এছাড়া চেহারা, হাত, কান, মাথা ইত্যাদি ঢাকা ফরজ নয়।

৩. দাসীকে বিয়ে করতে হলে আগে আযাদ করে নিতে হবে।

৪. আযাদী মানে তো চিরতরে ছেড়ে দেওয়া।

৫. দাসীর গর্ভে মনিবের সন্তান থাকাকালীন তাকে বিক্রয় করা ঠিক হবে না। কারণ তখন সে উম্মে ওয়ালাদ। তার সন্তান তাকে আযাদ বানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ সন্তানের কারণে সে আযাদ হয়ে গিয়েছে। মনিব তাকে বিক্রয় করতে পারবে না। তবে মনিবের মৃত্যু পর্যন্ত তার দাসী হিসাবেই থাকবে। মৃত্যুর পর চূড়ান্তভাবে কার্যকর হবে।

ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইসলামে দাস প্রথা

পর্ব-৪ (শেষ পর্ব)

— salahuddin **aiubi**

দ্বিতীয়ত: দাসীদের সঙ্গে মনিবের সহবাস:

অনেকেই এটাকে আরো অস্বাভাবিক মনে করে। কিন্তু ব্যাপারটিকে আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এর সৌন্দর্যই ফুটে উঠে। বিষয়টি বলার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলা প্রয়োজন। তা হল:

যারা দাস-দাসী যুগের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয় এবং ইসলামের ইতিহাস ও অন্যান্য ইতিহাসের ব্যাপারে তেমন ধারণা রাখে না, তারা পূর্বযুগে প্রচলিত ও ইসলামে বৈধ দাস-দাসী প্রথাকে বর্তমান যামানার কাজের ছেলে ও কাজের মেয়েদের ন্যায় মনে করে। তাই ভাবে, কাজের মেয়ের সাথে কোন বিয়ে ছাড়া সহবাস করা তো কোনভাবেই সভ্যতা হতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল, দাস-দাসীদের ব্যাপারটি বর্তমান যুগের কাজের ছেলে ও কাজের মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজের ছেলে ও কাজের মেয়ের নিজস্ব স্বাধীনতা থাকে। তারা একটা চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করে। যখন মনে চায়, চলে যায়। মালিকের বাধা দেওয়ার অধিকার নেই। পক্ষান্তরে দাস-দাসীরা হয় সম্পূর্ণ মালিকের সম্পদ। সারা জীবনের জন্য তাদের কোন স্বাধীনতা নেই। তাদের নিজস্ব কোন মালিকানাও নেই। তাদের কোন আলাদা বাড়ি-ঘর ও পরিবারও নেই। তাদের আলাদা পরিচয়ও নেই। তাদের সাথে মালিকের কোন চুক্তি করতে হয় না। সারা জীবনের জন্য তাদের সম্পূর্ণ দায়ভার মালিকের উপর। মোটকথা, মালিকই তাদের একমাত্র পরিচয়।

বিবাহ যেরকম আল্লাহ প্রদত্ত একটি সহবাসের মাধ্যম, মাত্র দু’টি কথার মাধ্যমে বৈধ হয়ে যায় এবং আমাদের সমাজে প্রচলিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকও মনে হয়, তেমনি দাসির মালিক হওয়াও আল্লাহ প্রদত্ত একটি সহবাসের মাধ্যম, তাকে ক্রয় করা দ্বারাই এটি বৈধ হয়ে যায়, কিন্তু এটা আমাদের যুগে প্রচলিত না থাকার কারণে অস্বাভাবিক মনে হয়।

এবার আমরা সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি, যার কারণে বাদীর সঙ্গে সহবাস করা যৌক্তিক ও কল্যাণময় হয়:

১. যখন একজন দাসি মনিবের অধীনে থাকবে, মনিবের ঘরের স্থায়ী লোক হিসাবে থাকবে এবং ঘরের ভেতরের কাজকর্ম করবে, তখন তো অবশ্যই সর্বদাই মনিবের দৃষ্টি তার উপর পড়বে। এখন যদি তাদের সঙ্গে স্ত্রীর মতই সহবাস করা বৈধ না হত, তাহলে হয়ত যিনামুক্ত মনিব-দাসী পাওয়া যাওয়াই দুস্কর হয়ে যেত। কারণ সারা জীবন নিজের ঘরের ভেতর একজন সুন্দর বেগানা নারী

থাকলে সব সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে যাওয়া মানব প্রকৃতির জন্য অসম্ভব প্রায়। তাই এটা বৈধ হওয়া প্রকৃতিরই দাবি ছিল।

বিবাহ যেরকম আল্লাহ প্রদত্ত একটি সহবাসের মাধ্যম, মাত্র দু'টি কথার মাধ্যমে বৈধ হয়ে যায় এবং আমাদের সমাজে প্রচলিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকও মনে হয়, তেমনি দাসির মালিক হওয়াও আল্লাহ প্রদত্ত একটি সহবাসের মাধ্যম, তাকে ক্রয় করা দ্বারাই এটি বৈধ হয়ে যায়, কিন্তু এটা আমাদের যুগে প্রচলিত না থাকার কারণে অস্বাভাবিক মনে হয়।

২. দাসি যখন মনিবের অধীনে স্থায়ীভাবে ক্রীত দাসি হিসাবেই আছে, তখন মনিব তার সঙ্গে সহবাসের সম্পর্ক করার দ্বারা তার সম্মান ও মর্যাদাই বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন তার অবস্থানটা দাসির স্তর থেকে স্ত্রীর পর্যায়ে চলে আসে।

৩. দাসীকে সাময়িক ভোগ করা হয় না। বরং স্ত্রীর মত স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হয়। স্ত্রীকে যেমন ভরণপোষণ দিতে হয়, তেমনি তাকেও দিতে হয়। স্ত্রীর গর্ভে বাচ্চা হলে যেমন স্বামীর বাচ্চা হিসাবে গণ্য হয়, তেমনি দাসির গর্ভে বাচ্চা হলেও তার মনিবের বাচ্চা হিসাবে গণ্য হয়, এক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য নেই। স্ত্রীর সন্তানরা যেমন তার ছেলে হিসাবে তার উত্তরাধিকার লাভ করে, তেমনি দাসির সন্তানরাও তার ছেলে হিসাবেই তার উত্তরাধিকার লাভ করে। এক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য নেই। আরেকটি মজার ব্যাপার হল, দাসির গর্ভে বাচ্চা হওয়ার দ্বারা দাসি আযাদ হয়ে যায়! তবে মনিবের মৃত্যুর পর এটা কার্যকর হয়। আর আযাদ লাভ করা কতটা প্রাপ্তি, তা কেবল তখনকার লোকেরাই বুঝবে।

দাসীকে সাময়িক ভোগ করা হয় না। বরং স্ত্রীর মত স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হয়। স্ত্রীকে যেমন ভরণপোষণ দিতে হয়, তেমনি তাকেও দিতে হয়। স্ত্রীর গর্ভে বাচ্চা হলে যেমন স্বামীর বাচ্চা হিসাবে গণ্য হয়, তেমনি দাসির গর্ভে বাচ্চা হলেও তার মনিবের বাচ্চা হিসাবে গণ্য হয়, এক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য নেই। স্ত্রীর সন্তানরা যেমন তার ছেলে হিসাবে তার উত্তরাধিকার লাভ করে, তেমনি দাসির সন্তানরাও তার ছেলে হিসাবেই তার উত্তরাধিকার লাভ করে। এক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য নেই। আরেকটি মজার ব্যাপার হল, দাসির গর্ভে বাচ্চা হওয়ার দ্বারা দাসি আযাদ হয়ে যায়! তবে মনিবের মৃত্যুর পর এটা কার্যকর হয়।

কুফরী বিশ্বের সাথে তুলনা:

এবার আমরা এটাকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও বর্তমান কাফেরদের নীতির সাথেও তুলনা করে দেখি...

বর্তমান বিশ্বের কাফের দেশগুলো অন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে কী করে?? আমেরিকা কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে প্রতিপক্ষ দেশের যারা তাদের আধিপত্য মেনে নেয় না, তাদেরকে কী করে?? রাশিয়া কী করে? ভারত কী করে??

এরা সকলেই প্রতিপক্ষের অবাধ্যদেরকে বন্দি করে হয়ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় অথবা হত্যা করে। যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে বাংলাদেশের কাফের সরকারও এমনটাই করে। বর্তমান সভ্যতা ও মানবতার দাবিদার কাফেররা তো প্রতিপক্ষের নারী-শিশুসহ নির্বিচারে হত্যা করে। অবাধে নারীদের ধর্ষণ করে, ইজ্জত লুট করে। এমনকি বাবার সামনে, ছেলের সামনে, ভাইয়ের সামনে এবং স্বামীর

সামনেও এসব পৈশাচিক আচারণ করে। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারত তো প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতি ও মানবতাই রক্ষা করে না।

এখন হত্যা করা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া ও অবাধে পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ করার তুলনায় কি দাসত্ব অনেক উত্তম নয়? আরেকটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, মুসলমানদের দাস-দাসীও কাফেরদের প্রজাদের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করে। তাই ইসলামের দাস প্রথা প্রতিপক্ষের প্রতি দয়ারই বহি:প্রকাশ, যা বর্তমান কাফেরদের যুদ্ধনীতি থেকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে।

পরিশেষে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাদের পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের উপর।

প্রথম পর্ব:

https://dawahilallah.com/show-thread....B%26%232494%3B

দ্বিতীয় পর্ব:

https://dawahilallah.com/show-thread....-%26%232536%3B

তৃতীয় পর্ব:

https://dawahilallah.com/show-thread....-%26%232537%3B

সভ্যতা ও মানবতার দাবিদার কাফেররা তো প্রতিপক্ষের নারী-শিশুসহ নির্বিচারে হত্যা করে। অবাধে নারীদের ধর্ষণ করে, ইজ্জত লুট করে। এমনকি বাবার সামনে, ছেলের সামনে, ভাইয়ের সামনে এবং স্বামীর সামনেও এসব পৈশাচিক আচারণ করে। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারত তো প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতি ও মানবতাই রক্ষা করে না।

এখন হত্যা করা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া ও অবাধে পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ করার তুলনায় কি দাসত্ব অনেক উত্তম নয়?

তাই ইসলামের দাস প্রথা প্রতিপক্ষের প্রতি দয়ারই বহি:প্রকাশ, যা বর্তমান কাফেরদের যুদ্ধনীতি থেকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে।

জানতে চাই

প্রশ্ন-১

আমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জীবন দিয়ে দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত আছি। আল্লাহ তায়ালা তো আমাদেরকে মা বাবার খেদমত করতে বলছেন। এখন আমি আমার সবকিছুকে ছেড়ে জিহাদের ময়দানে যেতে চাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমার মা বাবার কাছে অনুমতি নিতে চাই এখন তারা যদি আমাকে অনুমতি না দেন তাহলে কি আমি তাদের কথাকে উপেক্ষা করব? তাছাড়া আল্লাহর হুকুম তো সবকিছুর উপরে এখন আমি কি তাদের অবাধ্য হবো? এই বিষয়টি আমাকে প্রতিনিয়ত ভাবিয়ে তুলছে। কোনো ভাই যদি দলিলসহ এটি নিয় বলতেন খুব উপকৃত হতাম।

উত্তর:

ইলম ও জিহাদ
Senior Member

মুহতারাম ভাই, জিহাদের ময়দান বলতে কি আপনি হিজরত বুঝাতে চাচ্ছেন? যদি হিজরত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আপনি কোনো তনজিমের সদস্য হয়ে থাকলে সেখানকার উমারা ও উলামাদের থেকে জেনে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আর কোনো তনজিমের সদস্য না হয়ে থাকলে হিজরতের পথে পা না বাড়ানো উচিৎ। গোয়েন্দার হাতে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল, পিতা মাতার খেদমত করতে থাকুন। পাশাপাশি যতটুকু পারেন জিহাদের কাজ করে যান আর হক তনজিমে যোগ দেয়ার চেষ্টা করতে থাকুন। তনজিমে যোগ দেয়ার পর তনজিমের নির্দেশনা মতে কাজ করুন ইনশাআল্লাহ। মিম্বারুত তাওহিদের দু’টি ফতোয়া দেখতে পারেন ইনশাআল্লাহ-

“পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত ই’দাদ গ্রহণের বিধান”

প্রশ্ন-

আবুল কা’কা’ আল ইয়ামানী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত ই’দাদ গ্রহণের জন্য চলে যাওয়ার কি বিধান? বিশেষত আমার পিতা ইয়ামানের প্রসিদ্ধ মাশায়েখদের একজন। যদি আমি চলে যাই তাহলে তিনি আমার ধ্বংসের জন্য বদ দোয়া করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। *তিনি এ মানহাজের লোক নন। যখন তিনি জানতে পেরেছেন যে, আমি এ মানহাজের উপর অটল আছি, তখন বলছেন: আমি নাফরমান... ইত্যাদি আরও বিভিন্ন কথা। এ ধরণের লোকের সাথে কেমন আচরণ হবে?

উত্তরঃ

শায়খ আবু উসামা আশশামী সদস্যঃ মিম্বারুত তাওহিদ

حكم الإعداد دون إذن الوالدين ... رقم السؤال: 439 السلام عليكم ورحمة الله ... ماحكم الذهاب للإعداد دون اذن الوالدين وخاصة ان الوالد من المشايخ المشهورين في اليمن وهو يهددني باالدعاء علي بالهلاك لو ذهبت وهو ليس من اصحاب هذا المنهج واذا عرف اني لا زلت على هذا المنهج قال اني عاصي وما الى ذالك فما العمل مع مثل هذا السائل: ابو القعقاع اليمني المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... أخي السائل ... ... لا شك أن الإعداد للجهاد في زماننا فرض عين؛ خاصة في هذه الأيام التي أصبح الجهاد فيها فرض عين، فالإعداد دون إذن الوالدين لا حرج فيه؛ خصوصا إذا تيقنت أن والدك لن يسمح لك به؛ فلا يجوز لوالدك منعك من اداء هذه الفريضة؛ فكما انه يحضك على الصلاة والصيام فالأصل أن يحضك على الإعداد والجهاد؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فأنت لست بعاص بفعلك هذا؛ بل هو العاصي بمنعك من اداء فرض افترضه الله عليك فإن استطعت ان تعد نفسك دون ان يلحقك ضرر من والدك فافعل وإن خفت على نفسك فهناك طرق كثيرة يمكن للمرء سلوكها لإعداد نفسه دون ان يلحقه أذى فاسلكها واستعن بالله ولا تعجز ... والله الموفق أجابه، عضو اللجنة الشرعية: ... الشيخ أبو أسامة الشامي

ওয়াআলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ... প্রশ্নকারী ভাই, কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের এ জামানায় জিহাদের জন্য ই’দাদ গ্রহণ করা ফরযে আইন। বিশেষত বর্তমান সময়ে যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে। কাজেই পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত ই’দাদ গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। বিশেষত যখন আপনার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, আপনার পিতা কিছুতেই আপনার জন্য এর অনুমতি দেবে না। আপনার পিতার জন্য আপনাকে এ ফরয আঞ্জাম দেয়া থেকে বারণ করা জায়েজ নয়। তিনি নামায-রোযায় আপনাকে যেমন উদ্বুদ্ধ করেন, ই’দাদ ও জিহাদেও তেমনি উদ্বুদ্ধ করবেন- এটাই ছিল স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে কোন বান্দার আনুগত্য বৈধ নয়। কাজেই আপনি আপনার এ কাজের দ্বারা নাফরমান হচ্ছেন না। বরং আল্লাহ তাআলা যে ফরয আপনার *উপর ধার্য করেছেন, তা আঞ্জাম দেয়া থেকে বারণ করার দ্বারা তিনি নিজেই নাফরমান হচ্ছেন। যদি আপনার পিতার দিক থেকের ক্ষতি এড়িয়ে আপনি ই’দাদ গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে তাই করুন। আর যদি নিজের ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কায় থাকেন, তাহলে ক্ষতি এড়িয়েও ই’দাদ গ্রহণ করার মতো অনেক উপায় আছে। আপনি সেগুলো অবলম্বন করুন। আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চান। দুর্বল হয়ে পড়বেন না। ... ওয়াল্লাহুল মুওয়াফফিক।

ফতোয়া-২

"আমি জিহাদে যেতে চাচ্ছি।
কিন্তু আমি ছাড়া আমার মাকে দেখার মতো কেউ নেই"

প্রশ্ন-

আমি জিহাদে যেতে চাই। কিন্তু আমার পিতা মারা গেছেন। আমি ছাড়া আমার মায়ের আর কেউ নেই। আমার উপর কি জিহাদ ফরয? না'কি এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওজর ধরা হবেনা?

উত্তরঃ

শায়খ আবু উসামা আশশামী সদস্যঃ মিম্বারুত তাওহিদ

السؤال:

أريد أن الجهاد ولكن ليس لأمي– بعد الله – غيري رقم بسم الله والصلاة والسلام على أفضل رسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فأنا شاب مسلم أريد أن أجاهد ولكن والدي متوفى وليس لأمي غيري فهل يسقط علي فرض الجهاد أما يعتبر هذا ليس بعذر شرعي محب الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورعاهالسائل: أبو عاصم المصريالمجيب: اللجنة الشرعية في المنبرأخي السائل حفظك الله ... سبقت الأجابة على العديد من الأسئلة المشابهة لسؤالك فارجع إليها في قسم الجهاد وأحكامه إن شئت، وخلاصة الجواب أن الجهاد وإن كان فرض عين في زماننا ولا يسقط عنك لعدم وجود من يرعى والدتك سواك، إلا ان هناك تفصيلا بحسب البلد التي أنت فيها وهل حضر قتال العدو فيها، وهل تعينت حاجة المجاهدين إلى أمثالك ففي مثل هذه الأحوال يجب عليك النفير ولو لم يسعك تجد من يرعى والدتك سواك لأن مصلحة الدين مقدمة على كل المصالح، وإن كان الحال غير ذلك فإنه إن شاء الله أن ترعى والدتك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا مع استصحابك نية الجهاد وتحديثك ذلك والصبر على نفسك بذلك وإعدادك له والعمل في الدعوة إلى توحيد الله في بلدك ومساعدة المجاهدين بما استطعت إليه سبيلا ... وفقك الله

বর্তমান জামানায় জিহাদ যদিও ফরযে আইন এবং আপনি ছাড়া আপনার মাকে দেখার কেউ না থাকলেও আপনি জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবেন না, তবে এখানে কিছু তাফসীল আছে। আপনি যে শহরে আছেন সে শহর হিসেবে। সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে কি'না এবং আপনার মতো লোকদের প্রতি মুজাহিদদের অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কি'না- সে হিসেবে। অবস্থা এমন হলে আপনাকে জিহাদে বের হতে হবে, যদিও আপনার মাকে দেখার কেউনা থাকে। কেননা, দ্বীনি মাসলাহাত সকল মাসলাহাতের তুলনায় অগ্রগণ্য।

আর যদি অবস্থা এমন না হয়ে থাকে, তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনি আপনার মায়ের দেখাশুনা করতে পারবেন, যতদিন না আল্লাহ তাআলা ভিন্ন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। সাথে সাথে আপনি জিহাদের নিয়ত রাখবেন। জিহাদের আকাঙ্ক্ষায় থাকবেন। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। আপনার শহরে আপনি আল্লাহ তাআলার তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেয়ার কাজ চালাতে থাকবেন। ধৈর্যের সাথে এগুলো করতে থাকবেন। সামর্থ্যানুযায়ী মুজাহিদদের সহায়তা করতে থাকবেন।

যারা আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র কে ফলো করে
শাপলা চত্তরে একত্রিত হয়ে মারা গিয়েছে,,,,

তারা ও কি শহীদ???

প্রশ্ন-২

শায়খ তামিম আল আদনানি ও দারসুল ঈমান সিরিজের শায়খ শরিফুল আলম হাফিজাহুমুল্লাহ এনাদের বয়ান শুনে জানতে পারলাম ঈমান ভঙ্গের কারণ ১০ টি, আর ফেসবুকে একজন ভাই এই দশটিকে আবার ৩ ভাগ করেছেন,,

১। কওলি/ইতেকাদি
২। উসুলী
৩। আমলি

এখন যে সকল ভাইয়েরা শাপলা চত্তরে উপস্থিত হয়েছিল ,তাদের 1 নং ঠিক থাকলে ও 2,3 নং এর মধ্যে তারা পতিত হচ্ছে “কেউ যদি হেটে হেটে নামাজ পড়ে বা আগে সিজদাহ পরে রুকু করে অর্থাৎ উসুলটা ঠিক না করে, তাহলে কিন্তু তার নামাজ আদায় হবে না, তার আমলি ও উসুলটাও ঠিক হওয়া আবশ্যক “ এখন ভাইদের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম!!

উত্তরঃ

ইলম ও জিহাদ
Senior Member

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد

“যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে- সে শহীদ। যে তার পরিবার, তার নিজ প্রাণ বা দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হবে- সেও শহীদ।” -আবু দাউদ: ৪৭৭২

মুহতারাম ভাই, এবার আপনি নিজেই চিন্তা করুন, শাপলা চত্বরে মুসলিম ভাইয়েরা কেন নিহত হলেন? কেন তাদের হত্যা করা হলো? তারা কেন এসেছিলেন? দুনিয়াবি কোনো স্বার্থে? বেতন ভাতার দাবিতে? এসেছিলেন দ্বীনের জন্য। দ্বীনের জন্যই তারা নিহত হলেন? তাহলে কেন তারা শহীদ হবেন না? হ্যাঁ, এতটুকু সত্য যে, সকল শহীদের সওয়াব সমান নয়। হাদিসে যুদ্ধে নিহত ছাড়াও আরো অনেককে শহীদ বলা হয়েছে। তবে সবার সওয়াব মর্যাদা সমান নয়। আর ঈমান ভঙ্গের তো কোনো প্রশ্নই আসে না। তারা গণতন্ত্রের কুফরকে সমর্থন করে আসেননি। বরং ইসলামী আইনের দাবি তুলেছিলেন। তাহলে কেন তারা কাফের হবেন? মুহতারাম ভাই, মুসলিমদের প্রতি সদয় হওয়া শরীয়তের নির্দেশ। ঠুনকো অজুহাতে কাউকে কাফের বলা অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা সকলকে হিফাজত করুন। আমীন।

হে মুজাহিদ ভাই, আসুন কাফেরদের এবং তাদের বন্ধুদের অর্থনীতি দুর্বল করি।

খুররাম আশিক

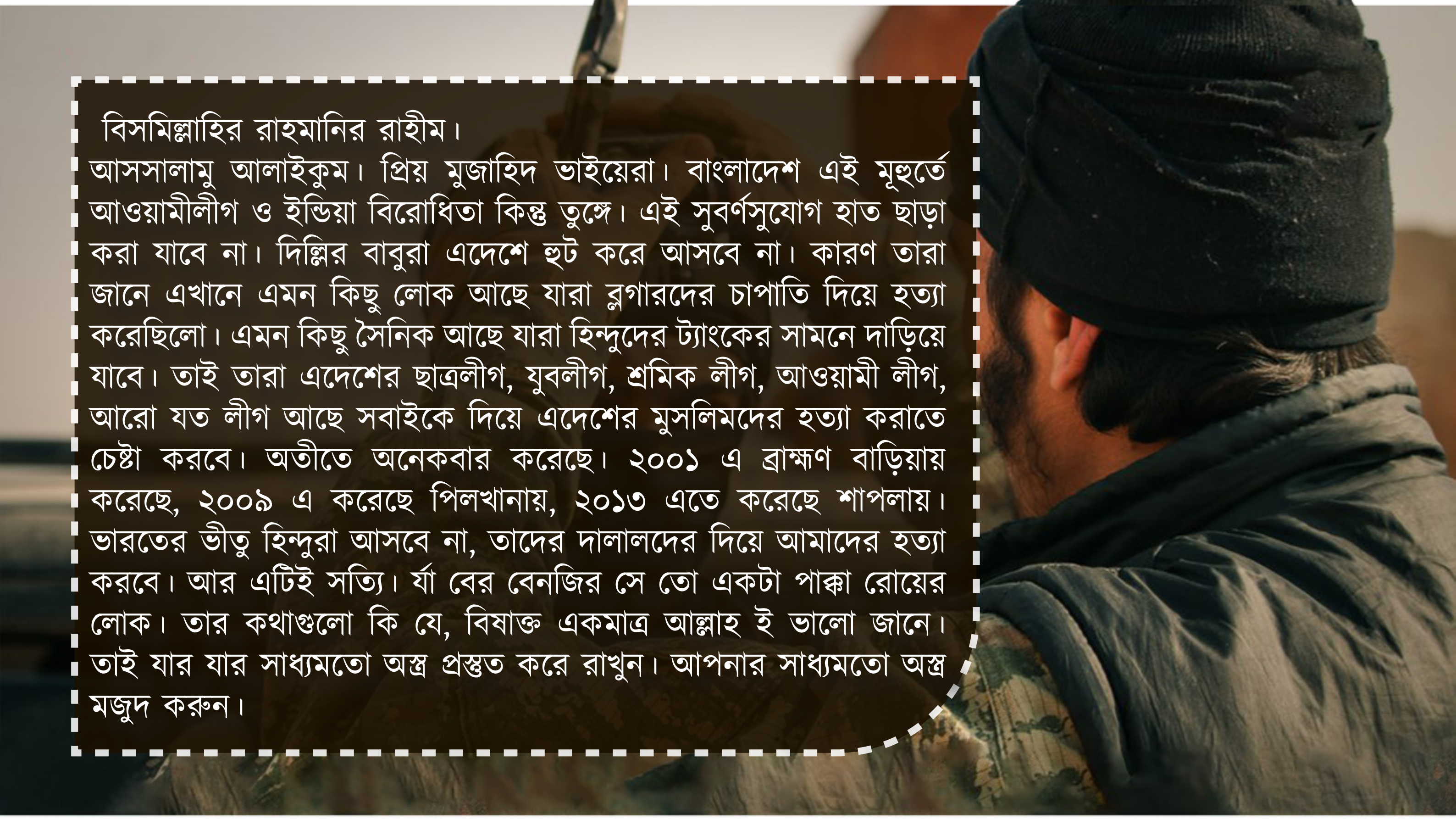

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা। বাংলাদেশ এই মূহুর্তে আওয়ামীলীগ ও ইন্ডিয়া বিরোধিতা কিন্তু তুঙ্গে। এই সুবর্ণসুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না। দিল্লির বাবুরা এদেশে হুট করে আসবে না। কারণ তারা জানে এখানে এমন কিছু লোক আছে যারা ব্লগারদের চাপাতি দিয়ে হত্যা করেছিলো। এমন কিছু সৈনিক আছে যারা হিন্দুদের ট্যাংকের সামনে দাড়িয়ে যাবে। তাই তারা এদেশের ছাত্রলীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, আওয়ামী লীগ, আরো যত লীগ আছে সবাইকে দিয়ে এদেশের মুসলিমদের হত্যা করাতে চেষ্টা করবে। অতীতে অনেকবার করেছে। ২০০১ এ ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় করেছে, ২০০৯ এ করেছে পিলখানায়, ২০১৩ এতে করেছে শাপলায়। ভারতের ভীতু হিন্দুরা আসবে না, তাদের দালালদের দিয়ে আমাদের হত্যা করবে। আর এটিই সত্যি। যাঁ বের বেনজির সে তো একটা পাক্কা রোয়ের লোক। তার কথাগুলো কি যে, বিষাক্ত একমাত্র আল্লাহ ই ভালো জানে। তাই যার যার সাধ্যমতো অস্ত্র প্রস্তুত করে রাখুন। আপনার সাধ্যমতো অস্ত্র মজুদ করুন।

ইমারতের বিজয়ে উপমহাদেশীয় ভাবনা

-Abu Haris

হাদিসে পারস্পারিক স্নেহ-ভালোবাসায় মুসলিম উম্মাহকে ‘দেহ’ এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিই হল দেহ। দেহের একটি অংশ আক্রান্ত হলে অন্যগুলোও ব্যথিত হয়, আক্রান্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর ইচ্ছায় দীর্ঘ ২০ বছর পর আফগানিস্তান নামক মুসলিম উম্মাহর একটি অংশের ব্যথা লাঘব হতে যাচ্ছে- ইমারতে ইসলামিয়ার আকাঙ্ক্ষিত শরীয়াহর শাসনের ছায়াতলে! এটা আমাদের জন্য এবং প্রতিটা নির্যাতিত মুসলিম জনপদের জন্য আনন্দের যে, তালিবান মুজাহিদীনদের এই বিজয়ে পুরো মুসলিম উম্মাহর ব্যথার ভার কিছুটা হলেও লাঘব হবে। মুসলিম উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ- নিকৃষ্ট আইম্মাতুল কুফর আমেরিকার দখলদারিত্বের থেকে মুক্ত হবে।

এমতাবস্থায় কুরআনুল কারীম আমাদেরকে মহান আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত একটি সুন্নাহ স্মরণ করিয়ে দেয়,

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “এরা ছিল এক জাতি যারা অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের, আর তোমরা যা উপার্জন করছ তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।” (সূরা বাকারা, ১৩৪)

> এটি এমন একটি সুন্নাতুল্লাহ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যা বুঝা খুব জরুরী। মুসলিম উম্মাহ একটি দেহ-তুল্য কিন্তু এ দেহ যেমন পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না তেমনি অংশগত স্বার্থ কেন্দ্রিক সমস্যার সমাধানে স্ব-উদ্যোগ প্রচেষ্টা ছাড়া এটি বাস্তবতায় রূপায়িতও হয় না! আল্লাহর ইচ্ছায় ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদরা তাই পেয়েছে যা তারা উপার্জন করতে চেয়েছিল আর তা হল: আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

এটি এমন একটি সুন্নাতুল্লাহ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যা বুঝা খুব জরুরী। মুসলিম উম্মাহ একটি দেহ-তুল্য

ছাড়া এটি বাস্তবতায় রূপায়িতও হয় না! আল্লাহর ইচ্ছায় ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদরা তাই পেয়েছে যা তারা উপার্জন করতে চেয়েছিল আর তা হল: আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এটা তো গেল তাদের অর্জন কিন্তু আমাদের অর্জন...? হ্যাঁ, আমাদের অর্জন সম্পর্কে ইলাহি ফয়সালা হলঃ

“..আর তোমরা যা উপার্জন করছ তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।”

এভাবেই... যদিও তালিবানদের বিজয়ের অংশীদার সমগ্র মুসলিম উম্মাহ কিন্তু আমাদের আঞ্চলিক সমস্যা (যা হল শরীয়াহর অনুপস্থিতি) এর সমাধান আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। কেননা ‘ইমারাহ’ খিলাফাহর মতো স্বাধীন নয় (এবং ইমারাহ গঠনই চূড়ান্ত বিষয় নয়, হাত্তা লা তাকুনা ফিতনাহ), এছাড়া ইমারাহর আন্তর্জাতিক প্রভাব বলয় এতোটা বিস্তৃত হবে না যে মুসলিম উম্মাহ চাইলেই তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তার কাছে পেশ করবে এবং সে তা যথাযথ পূরণ করতে বাধ্য থাকবে...!?

অতএব তালিবান মুজাহিদীনরা দিল্লি-ঢাকা উদ্ধারের জন্য সম্মুখাভিমুখী দল পাঠাবে- এরকম দীর্ঘ আশা লালন করা অবিবেচনা-প্রসূত চিন্তাভাবনা বলেই মনে করি । ভারত উপমহাদেশীয় সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশের মুসলিমদের যে স্বাতন্ত্র্য ভূমিকা রয়েছে এক্ষেত্রে তা পালন করাই শ্রেয়।

মুজাহিদ শুধু দাবী করার নাম নয়।

-Khoniker musafir

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, এই তিন জিনিস যাদের সব চেয়ে প্রিয় না হবে কুরআন তাদেরকে ফাসিক বলেছেন! নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাদের কবুল করুন আমীন। আল্লাহ আমরা যেনো এমন হয় আমাদের জীবন দিয়ে এই তিন জিনিসকে বেশি ভালোবাসতে পারি। আল্লাহ প্লিজ, পথভ্রষ্ট করো না মোদের।

আপনি জিহাদ করতে চান?! আপনি কি তিন জিনিসকে বেশি ভালোবেসে ফাসেকদের লিস্ট থেকে নাম কাটাতে চান??? তাহলে আজই নেমে পড়ুন। তাহলে কোথায় নামবো? কোথায় যাবো?? কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিবো??? ইনশাআল্লাহ আজকে কিছু হলেও বলার চেষ্টা করবো।

প্রিয় ভাইয়েরা, মুজাহিদ শুধু দাবী করার নাম নয়! শুধু দাবী করলে জিহাদের মতো এতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ কখনোই বাস্তবে হবে না। আপনি জিহাদ করতে চান?! আপনি কি তিন জিনিসকে বেশি ভালোবেসে ফাসেকদের লিস্ট থেকে নাম কাটাতে চান??? তাহলে আজই নেমে পড়ুন। তাহলে কোথায় নামবো? কোথায় যাবো?? কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিবো??? ইনশাআল্লাহ আজকে কিছু হলেও বলার চেষ্টা করবো। আমরা যদি উল্লেখিত তিন জিনিসকে জীবনে বেশি প্রাধান্য না দেয় তাহলে কিন্তু ফাসেকদের দলে পড়ে যাবো। কথাটা কে বলেছেন??? আমাদের মালিক, আমাদের রব,আমাদের খালিক,আমাদের হাকিম। আজকে আমরা যতই ব্যস্ত থাকি দ্বীনের অন্যান্য কাজ নিয়ে, যদি আমার দ্বারা এই তিন কাজকে বেশি প্রাধান্য না দেওয়া হয় তাহলেই ফাসেক রয়ে গেলাম। খুব সাবধান ভাইয়েরা। তাই আমাদের উচিত হবে এই জিনিসকে বেশি ভালোবাসা ও প্রাধান্য দেওয়া। কীভাবে কাজ করবো? কীভাবে এই জিনিসকে বেশি প্রাধান্য দিবো?

এ এযাবতকাল ফোরামে কম পোস্ট হয়নি, ফেইজবুকে কম লেখালিখি হয়নি, বহুত হয়েছে, এখন আপনি কাজের সাথী হিসাবে তৈরি হয়ে যান। কাজের সাথী হওয়ার জন্য শুধু দৃঢ় ইচ্ছা/ সংকল্প প্রয়োজন, দৃঢ় ইচ্ছা ছাড়া আপনি কিছুই করতে পারবেন না। তাহলে আর দেরী কেনো? খুব দ্রুত নিজেকে মুমিন হিসেবে পরিচয় দিতে আজই নেমে পড়ি কাজে।

আপনি শুধু ঠিক করুন, আপনি কি করতে পারবেন। তারপর প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করুন। আপনি একাই শুরু করতে হবে। আমরা দুনিয়ার সব কাজ করতে পারি, কিন্তু জিহাদের বেলায় মুশকিলে পড়ে যায়। আসলে এখানে আমাদের মনের দুর্বলতায় বেশি দায়ী। তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, এই যে, অমুক তুমি কোন সেক্টরে কাজ করতে চাও??? আনছার? মুহাজির??? / মুজাহিদ? নাকি দায়ী???? নিজেকে ফাসেকদের লিস্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনটির কোন একটিও বাদ দেওয়া যাবে না।

কারণ হচ্ছে প্রথম দুইটি তুলনামূলক সহজ। ৩য়টি হচ্ছে প্রথম দুইটির ভালোবাসার প্রমাণস্বরুপ। আপনি যতই বলুন যে, আমি আল্লাহকে, রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবাসি, আপনার কথার প্রমাণ হচ্ছে ৩য়টি(জিহাদ) আর জিহাদের মধ্যে তিন শ্রেণির লোকে কাজ করে। একদল দায়ী, একদল মুজাহিদ/ ফাঁইটার, একদল আনছার। ফাইটারের কাজ হলো, সে ফাইটিং করে যাবে। জীবন দিয়ে ফাইটিং করে যাবে, দায়ী লোক সংগ্রহ করার কাজ করবে, দায়ী হচ্ছে লোক সংগ্রহ করার দায়িত্বে নিয়োজিত। দায়ী সর্বদাই লোক বাড়ানোর ফিকিরে থাকবে। মিডিয়াতে যারা কাজ করছে তারাও দায়ী।আনছার সে, দায়ী ও ফাইটারদের সাহায্য করে যাবে, ফাইটারদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে যাবে,এই জন্য আনছার একটি বেশি হাইডে থাকতে হবে। এখন আসি আমরা যারা এখন কোন গ্রুপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারিনি তাদের কাজের নমুনায়! যারা এখনো কাজে জড়িত হতে পারেন নাই, তাদের জন্য কিছু টিপস। নিজেকে প্রস্তুত করুন জিহাদের জন্য।

মুজাহিদ ভাইদের পক্ষে কথা বলুন, মুজাহিদ ভাইদের অডিও ভিডিও দেখুন পিডিএফ পড়ুন। মুজাহিদ ভাইদের জন্য টাকা জমা করুন। অনলাইনে কাজ শিখুন। চলবে........

> আপনি যতই বলুন যে, আমি আল্লাহকে, রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবাসি, আপনার কথার প্রমাণ হচ্ছে ৩য়টি(জিহাদ) আর জিহাদের মধ্যে তিন শ্রেণির লোকে কাজ করে। একদল দায়ী, একদল মুজাহিদ/ ফাঁইটার, একদল আনছার।

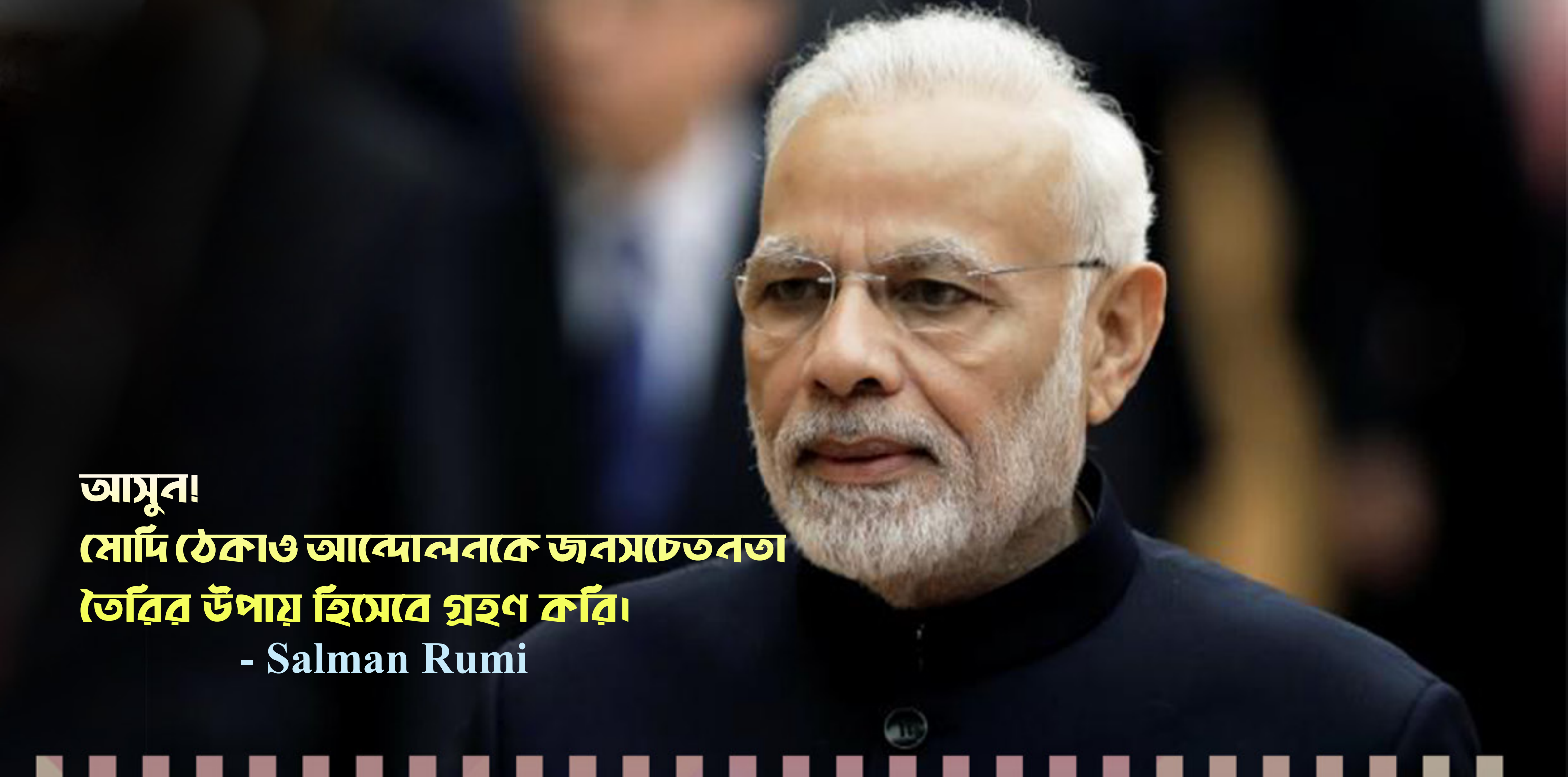

আসুন! মোদি ঠেকাও আন্দোলনকে জনসচেতনতা তৈরির উপায় হিসেবে গ্রহণ করি।

- Salman Rumi

বিশুদ্ধ চিন্তা চেতনার ওপর আনার জন্য কাজ করা এক কথা আর পাবলিককে দিয়ে কাজ আদায় করা কিছুটা ভিন্ন কথা। আপনি আপনার সহি ও বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদার কথা কথা শোনানোর জন্য সবাইকে পাবেন না। অনেকে কানই দিতে চাইবে না।কিন্তু আপনার কথা শুনতে না চাওয়া ঐ মানুষগুলোর মধ্যেও এমন পাবেন যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কিছু করতে চায় এবং তাদের আবেগ রয়েছে ও আন্তরিকতা রয়েছে। আমি প্রধানত তাদের কথাই বলতে চাচ্ছি বক্ষ্যমাণ এই রচনায়।

চলছে মোদি ঠেকাও আন্দোলন। ৬ই মার্চ দেশব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি নরেন্দ্র মোদী আসা না আসার সঙ্গে ভারতের মুসলমানদের লাভ-ক্ষতির কোন সম্পর্ক নেই। তবুও মোদি ঠেকাও আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত হবার দাবী রাখে। ভারত ও হিন্দুত্ব বাদ বিরোধী গণ সচেতনতা তৈরির জন্য এমন জাগরণ অবশ্যই ফলপ্রসূ। সরকারের কথা হলো তারা মোদিকে আনবেই। আর তাই এই সুযোগে সরকারের আসল চেহারা মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং তাদের হিন্দুত্ববাদের প্রতি নতজানু দৃষ্টিভঙ্গির কথা মানুষকে জানানো অতি জরুরী।

আমরা যারা তাওহীদ ও জিহাদের কথা বলি, প্রায়ই আমাদের মধ্যে দেখা যায় এজাতীয় অসম্পূর্ণ আন্দোলনগুলোর ঢালাওভাবে বিরোধিতা করতে থাকি এবং পাবলিকের সামনে সে বিরোধিতা প্রকাশ করে দেই। আর তখনই ভুল বুঝাবুঝির তৈরি হয় এবং তনজিমের বদনাম হয়। আপনি বিশুদ্ধ চিন্তা ধারা উপস্থাপন করতে চাইলে অবশ্যই এ সমস্ত আন্দোলনের অসম্পূর্ণতা তুলে ধরতে হবে, কিন্তু সেটা তো সবার কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা না করে যদি আপনি বাদ যত এসমস্ত আন্দোলনের বৈধ বিষয়গুলোর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে জনমানুষের মাঝে কিছু কাজ করেন তাহলে তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াত দেওয়ার জন্যেও আপনি অনেক মানুষকে পেয়ে যাবেন। কারণ এমন একেকটা ইস্যু কথা বলার জন্য বিরাট সুযোগ’। তাই অপ্রয়োজনীয়’ সমালোচনা পরিহার করে চলুন আমরা গণসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করি।

আমি লক্ষ করেছি,সমাজের বিভিন্ন মহল এবং পরিবেশ এরকম রয়েছে যেখানে তাওহীদ ও জিহাদের কথা তো দূরের কথা, সামান্য ভারতের গণহত্যা ইস্যু, আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদির নাম পর্যন্ত উঠানো যায় না। আপনাকে জিহাদের কথা বলতে হবে না। আপনাকে তালেবানের বিজয়ের কথা বলতে হবেনা।আপনি জাস্ট ভারতের গণহত্যা নিয়ে কিছু বললেই বা এই ইস্যুটা আপনার আলোচনায় তুললেই অনেকেই আপনার দিকে বিভিন্নভাবে তাকাবে। এই সমস্ত মহলে কাজ করার জন্য এই জাতীয় আন্দোলনগুলো অনেক বড় সুযোগ।

তাই বুদ্ধি-বিবেচনাহীন বিরোধিতায় এই সুযোগ হাতছাড়া করা কিছুতেই উচিত হবে না। তবে হ্যাঁ,এ সমস্ত মহলেও কাজ করতে গিয়ে চিন্তাশীল যে সমস্ত মানুষকে পাবেন তাদেরকে এ সমস্ত আন্দোলনের অসম্পূর্ণতা এবং অসঙ্গতি জানান ওটা আপনার কর্তব্য কিন্তু সেটা ব্যাপকভাবে নয় বরং বিশেষভাবে।

MODI
IS A
KILLER !!!
MODI
REMOVE
ILLEGA
BLOC

পাবলিক মহল এবং বিশেষ মহলের এই পার্থক্যটা জানা আমাদের জন্য খুবই জরুরী।

যাই হোক, অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে গণ সচেতনতা তৈরির এই কাজটা আমাদেরকে আঞ্জাম দিতে হবে। এখানে আমরা সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যাব জামাতের ভাইদেরকে। পেয়ে যাব হিযবুত তাহরীরের ভাইদেরকে। এমন আরও অনেক ইসলামী দলের সঙ্গী-সাথীদেরকে আমরা পেয়ে যাব। আমাদেরকে সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে। জামাত এবং হিযবুত তাহরীরের বিভ্রান্তিগুলোকে সমর্থন করুন —সে কথা বলছি না।কিন্তু তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার অর্থ এই নয় যে তাদের বিভ্রান্তিগুলোকে সমর্থন করছি আমরা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এসমস্ত আন্দোলনের সমস্ত অংশ বৈধ নয় কারণ এসমস্ত আন্দোলনে মুজিব বর্ষ নামক একটা পদার্থ রয়েছে সেটার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়, অথচ তা সম্পূর্ণ নাজায়িয এবং শিরক।

দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে এসমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করার অর্থ এই নয়, এ সমস্ত নাজায়েজ এবং শিরিকি কাজকে প্রমোট করা হবে। এ বিষয়ে আমাদের সবার সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং কথা বলার ক্ষেত্রে খুবই চিন্তা করে বলা প্রয়োজন।

সর্বশেষে আবু বাসির রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে উদ্দেশ্য করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটির মতো করে বলতে চাই—
ওহে আমার অজানা লোন উলফ ভাইয়েরা! মোদী আসার দিনে এবং পুরো দেশ উত্তপ্ত হবার দিনে আপনাদের সঙ্গে যদি পর্যাপ্ত সামর্থ্য ও সক্ষমতা থাকতো.......!!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করার তৌফিক দান করুন! আমিন!

> আমরা যারা তাওহীদ ও জিহাদের কথা বলি, প্রায়ই আমাদের মধ্যে দেখা যায় এজাতীয় অসম্পূর্ণ আন্দোলনগুলোর ঢালাওভাবে বিরোধিতা করতে থাকি এবং পাবলিকের সামনে সে বিরোধিতা প্রকাশ করে দেই। আর তখনই ভুল বুঝাবুঝির তৈরি হয় এবং তনজিমের বদনাম হয়। ”

মূর্তি সংহারক হতে প্রতিমা প্রহরী: আমাদের বিভ্রান্তির শেষ কোথায়?

- আদনান মারুফ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো, মূর্তি সংহার, প্রতিমা ভঙ্গন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও মূর্তি ভাঙ্গার আদেশ দিয়ে।” -সহিহ মুসলিম, ৮৩২। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল নিজে কাবা শরিফে রাখা ৩৬০ মূর্তি ভাঙ্গেন। -সহিহ বুখারী, ২৪৭৮ সহিহ মুসলিম, ১৭৮০।

মদিনায় একটি স্থিতিশীল ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মূর্তি ভাঙ্গার জন্য দিকে দিকে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। ইয়ামানের সবচেয়ে বড় মন্দির ‘যিল খালাসা’কে ভাঙ্গার জন্য নবীজি জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালীর নেতৃত্বে দেড়শো ঘোড়সওয়ারের বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। -সহিহ বুখারী, ৪৩৫৬ সহিহ মুসলিম, ২৪৭৬।

আলী রাযি. বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠান যে, আমার সামনে যত মূর্তি পড়বে সব ধ্বংস করে ফেলবো এবং সব উঁচু কবর মাটির সাথে মিশিয়ে সমান করে দিবো। -সহিহ মুসলিম, ৯৬৯।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘উযযা’কে ভাঙ্গার জন্য খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ত্রিশ-জন অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। ‘লাত’কে ভাঙ্গার জন্য মুগিরাহ বিন শোবা ও আবু সুফিয়ান রাযি. কে প্রেরণ করেন। ‘মানাত’কে ভাঙ্গার জন্য বিশজন অশ্বারোহী সহ সা’দ বিন যায়েদ আশহালীকে পাঠান। ‘হুযাইল’ গোত্রের মূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন আমর বিন আসকে। ‘তাই’ গোত্রের মূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন আলী রাযি. কে। তোফায়েল বিন আমর দাউসীকে প্রেরণ করেন আমর বিন হুমামার মূর্তি ভাঙ্গার জন্য। তিনি সে মূর্তিটা ভেঙ্গে আগুনে পুড়িয়ে দেন।

“মদিনায় একটি স্থিতিশীল ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মূর্তি ভাঙ্গার জন্য দিকে দিকে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। ইয়ামানের সবচেয়ে বড় মন্দির ‘যিল খালাসা’কে ভাঙ্গার জন্য নবীজি জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালীর নেতৃত্বে দেড়শো ঘোড়সওয়ারের বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। -সহিহ বুখারী, ৪৩৫৬ সহিহ মুসলিম, ২৪৭৬।”

নাসায়ী, আসসুনানুল কুবরা, ১১৪৮৩ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০২৫৫ তবাকাতু ইবনে সা'দ, ১/২৪৩; ২/১১০-১১২; ৪/১৮১ ৭/৩৪২ যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়িম, ৩/৫২৩।

রাসূল যে শুধু ক্ষমতা হাতে পাবার পরেই মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন এমন নয়, বরং মক্কায় থাকাকালীন সময়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযি. এর সহায়তায় কাবা শরিফের উপরে স্থাপিত মূর্তি ফেলে দিয়ে ভেঙ্গেছিলেন।মুসনাদে আহমদ, ৬৪৪ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯৮৩৬

আর রাসূল কেনই বা মূর্তি ভাঙ্গবেন না? রাসূল তো বংশ ও আদর্শ উভয় দিক দিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উত্তরসূরি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিভাবে মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন, এ জন্য কি কি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এর বিস্তারিত বিবরণ তো কুরআনেই রয়েছে। অথচ তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কাফেরদের মাঝে অতি দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। এমনকি মূর্তি ভাঙ্গার অপরাধে (?) কাফেররা তাকে আগুনে নিক্ষেপও করেছিল। বলা বাহুল্য, এ সব কিছু কুরআন আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবেই পেশ করেছে। -দেখুন, সূরা আল আম্বিয়া, ৫৭-৭০ সুরা সাফফাত, ৮৮-৯৮

নবীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজয়ী সাহাবী ও আমীরগণ মূর্তি ভেঙ্গেছেন। আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ রাযি. সিজিস্তান বিজয় করার পর মূর্তি ভাঙ্গেন। -মুজামুল বুলদান, ২/৪৩৪। মাহমুদ গযনবী রহ. সোমনাথের সবচেয়ে বড় মূর্তি ভাঙ্গেন। -আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৬/২২৩ ।

জানি না, বর্তমান মুসলিমরা এই মূর্তি ভাঙ্গাকে ভালো মনে করেন, মোল্লা উমরের বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে তারা যে শোরগোল করেছেন, এতে মনে হয় তারা বিশ্বাস করেন যে, মাহমুদ গযনবী আসলেই ডাকাত ও লুটেরা ছিলেন, হিন্দুস্তানের সম্পদ লুট করার জন্যই তিনি হিন্দুস্তানে বারবার আক্রমণ করেছেন, যেমনটা বর্তমানে স্কুলের বইয়ে পড়ানো হয়। অথচ মাহমুদ গযনবী, মুহাম্মদ ঘুরী ও বখতিয়ার খিলজীর জিহাদের কল্যাণেই তো আমরা ইসলাম পেয়েছি। তা না হলে তো আজও আমরা মালাউনই থেকে যেতাম। সুতরাং তাদের ডাকাত বলে, ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ নেই বলে কি আমরা নিজেদের মুসলিম হওয়ার পথ ও পদ্ধতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছি না? যদি মুসলিম হওয়ার প্রকৃত মূল্য আমরা উপলব্ধি করে থাকি তাহলে এ ধরণের বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের পুনরায় চিন্তা করা দরকার।

আসলে আজ আমরা কুরআন-হাদিস থেকে দূরে সরে পড়ছি। তাই যে যেভাবে ইচ্ছা আমাদের বিভ্রান্ত করছে। আজ কুরআনের সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার নামে মুসলিম-কাফের গলাগলি করছে। শুধু তাই নয়, বরং এ সম্প্রীতির চূড়ান্ত প্রকাশ রূপে মুসলিমরা মন্দির পাহারা দিচ্ছে। ইতিপূর্বে হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্ররা মন্দির পাহারা দিয়েছিল। তা নিয়ে জাতির কর্ণধার আলেমগণ গর্বও করেছিলেন। আজ দেখলাম উত্তর দিল্লীর মুসলিমরাও মন্দির পাহারা দিচ্ছে। আগামীকাল হয়তো দেখবো, মন্দির পাহারা দিতে গিয়ে নিহত মুসলিমদের শহিদও বলা হচ্ছে।

ভারতের মুসলিমরা হয়তো ভেবেছেন, হিন্দুরা নিজেরাই ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে মূর্তি ভেঙ্গে মুসলিমদের উপর দোষ চাপাবেন। তাই তারা মন্দির পাহারা দিচ্ছেন। কিন্তু মন্দির রক্ষা করতে পারলেই কি হিন্দুরা বসে থাকবে? এভাবেই কি হিন্দুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে? আসলে কুরআন-হাদিস থেকে দূরে থাকলে চিরদিনই এভাবে বোকা বনতে হবে।

আফসোস, মুসলমানরা এখনও কাফেরদের সাথে ভালোবাসা-সম্প্রীতির মাধ্যমে সুখে-শান্তিতে থাকার দিবা-স্বপ্ন দেখছে। অথচ আল্লাহর তায়ালা তাদের বারবার সতর্ক করে বলেছেন, 'কাফেররা কখনোই মুসলিমদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।' 'তারা সর্বদা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না মুসলিমরা তাদের ধর্ম থেকে ফিরে যায়।' 'তারা চায় তোমরাও কুফরী করো, যেমনি ভাবে তারা কুফরী করেছে।' 'তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোন ত্রুটি করবে না। তোমাদের কষ্টই তাদের পছন্দনীয়। তোমরা তাদের মহব্বত করলেও তারা তোমাদের মহব্বত করে না।' 'সুযোগ পেলে তারা তোমাদের কচুকাটা করবে। এমনকি তোমাদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন শান্তিচুক্তির পরোয়াও করবে না। ওরা মিষ্টি মিষ্টি বুলি দিয়ে তোমাদের মন ভুলায়, কিন্তু তাদের অন্তর তোমাদের মহব্বত করতে অস্বীকার করে।' (দেখুন, সূরা বাকারা, ১২০ ও ২১৭ সূরা আলে ইমরান, ১১৭-১১৮ সুরা নিসা, ৮৯ সুরা তাওবাহ, ৮ সুরা মুমতাহিনাহ, ২)

ভারতের মুসলিম সহ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের চিন্তা করা দরকার, কুরআন-হাদিস হতে সরে গিয়ে আমরা কোন পথে হাঁটছি? এ পথ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এ ধরণের কর্মপদ্ধতি না আমাদের দুনিয়াতে মুক্তি দিবে না আখিরাতে। নির্যাতিত মুসলিমদের মুক্তির পথ তো একটিই। আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। যেহেতু তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চিত জেনে রেখ, আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম।” -সূরা হজ্জ, ৩৯

খেলাফতের দায়িত্ব লাভের পর প্রদত্ত সর্বপ্রথম ভাষণে আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

لَا يَدعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ضَرَبَهُمْ اللهُ بالذُّلِّ، وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بالْبَلَاءِ. رواه ابن إسحاق في السيرة، قال: وحدثني الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، (ص: 718 ط. دار الكتب العلمية) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/248 ط. دار الفكر): وهذا إسناد صحيح.

“যে জাতিই জিহাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপরই লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন, আর যে জাতির মাঝেই অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাদের (নেককার ও বদকার সবাইকেই) ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন।” -সিরাতে ইবনে ইসহাক, পৃ: ৭১৮, ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ আলবিদায়া ওয়ান নিহায়াতে (৫/২৪৮) এই হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন।